অমূল তরু

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স ॥ কলিকাতা-১২ ॥

তৃতীয় সংস্করণ : ভাদ্র ১৩৫৩

চতুর্থ সংস্করণ : ভাদ্র ১৩৬৩

প্রকাশক : শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর : শ্রীরঞ্জনকুমার দাস

শনিরঞ্জন প্রেস

৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া

কলিকাতা ৩৭

প্রচ্ছদপট-শিল্পী :

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক ও প্রচ্ছদপট-মুদ্রণ :

ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই : বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

তিন টাকা

শ্রীমতী বিভাবতী দেবীকে

পৌষ ১৩৩০

লেখকের বই

রাজপথ (৬ষ্ঠ সংস্করণ)
দিকৃশূল (৪র্থ সংস্করণ)
ছদ্মবেশী (৪র্থ সংস্করণ)
অভিজ্ঞান (৩য় সংস্করণ)
আশাবরী (৩য় সংস্করণ)
অস্তরাগ (৩য় সংস্করণ)
একই বৃন্ত (২য় সংস্করণ)
অমলা (২য় সংস্করণ)
অমূল তরু (৪র্থ সংস্করণ)
বিদুষী ভার্যা (৪র্থ সংস্করণ)
শশিনাথ (৩য় সংস্করণ)
যৌতুক (২য় সংস্করণ)
সোনালী রঙ (২য় সংস্করণ)
রাতজাগা (২য় সংস্করণ)
স্মৃতিকথা ১ম খণ্ড (২য় সংস্করণ)
স্মৃতিকথা ২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড

শ্রেষ্ঠ গল্প
সাত দিন
নবগ্রহ
নাস্তিক
গিরিকা
কমিউনিস্ট প্রিয়া
রাজপথ (নাটক)
ভারত-মঙ্গল (নাটক)
মায়াবতী পথে

অমূল তরু

১

কলিকাতার ঝামাপুকুর লেনের কোন মেসে কয়েকজন ছাত্র মিলিয়া গুপ্ত মন্ত্রণা চলিতেছিল। হেমন্তের অলস মধ্যাহ্ন ধীরে ধীরে অপরাহ্লের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ছুটির দিন বলিয়া এত বেলায় সবেমাত্র বাবুরা আহার করিয়া উঠিয়াছে। নীচে ঝি রুদ্রমূর্তি ধারণ করিয়া বাসন মাজিতেছিল কি ভাঙিতেছিল ঠিক বুঝা যাইতেছিল না; এবং পাক-শালায় পাচক ব্রাহ্মণ তদবসরে নিবিষ্ট চিত্তে ঝির অংশে অস্থি এবং নিজ অংশে মাংস ভাগ করিয়া লইতেছিল। ঝির ক্রোধের কারণ, সেই হাড়গুলির দ্বারা দন্তশ্রেণীকে বিপন্ন করিবার বিলম্ব ঘটিতেছিল বলিয়া। আজ মেসে মাংস রাঁধা হইয়াছে।

প্রকাশ কহিল, "লোকটা প্রেমে পড়বার জন্যে কোমর বেঁধে রয়েছে, একটা সুযোগ পেলেই হয়।"

প্রবোধ কহিল, "আর কাব্যের জন্যে ত মেসে টেঁকা দায় হয়েছে। পূর্ণিমা-রাত্রির কথা ছেড়ে দাও, অমাবস্যাতেও নিস্তার নেই! অন্ধকারেও কবিত্ব উথলে ওঠে!"

প্রভাস কহিল, "ভাই বিনোদ, তোমার এ প্লটটি যদি সফল হয়, তা হ'লে চার দিন তোমাকে ফ্যান্সি হোটেলে চর্বচূষ্য ক'রে খাওয়াব।"

বিনোদ হাসিয়া কহিল, "আজই আমি আগাগোড়া প্ল্যান দুরস্ত ক'রে আসছি, ফেল হবার কোন ভয় নেই। আমার শালাটিকে বালিকার বেশে দেখলে বুঝতে পারতে আমার কথা ঠিক কি-না!"

নীরদ কহিল, "আমার ভয় হয়, মোটে চোদ্দ বছরের ছেলে, ঠিক অভিনয় করতে পারবে কি-না!"

বিনোদ কহিল, "চোদ্দ বছর তার বয়স, মেয়ে সাজালে তাকে ষোল বছরের মত দেখায়, কিন্তু সে অভিনয় করে ঠিক আঠার বছরের মেয়ের মত। তাদের স্কুলে একটা অভিনয়ে আমি তাকে ফিমেল-পার্ট প্লে করতে দেখেছি—চমৎকার!"

সহসা প্রকাশ বক্র কটাক্ষে তীব্রভাবে ইঙ্গিত করিল, এবং বৈদ্যুতিক সংযোগের মত নিমেষের মধ্যে সকলে একযোগে সম্বৃত হইয়া লইল।

একখানা কাব্য-পুস্তক হস্তে প্রবেশ করিল সুবোধ। সন্দেহোদ্দীপক নীরবতা নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে নীরদ কহিল, "ওটা কি বই হে সুবোধ?"

প্রসঙ্গটা অবতারণা করিবার জন্য সুবোধ সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল; আপনা-আপনি সুবিধা ঘটিয়া যাওয়ায় উৎফুল্ল হইয়া কহিল, "প্রণয়-কুসুম। একটা কবিতা শোন, কেমন চমৎকার!—

নয়নে নয়নে আসিয়াছি কাছাকাছি,
হৃদয় পেয়েছে হৃদয়ের পরিচয়;
ইঙ্গিত ভরে যতবার যাচিয়াছি,
বুঝেছি ধারণা মিথ্যা কখনো নয়।
তবু ভাষা দিয়া পরখিতে কাঁপে মন,
মূক হয়ে রই শুধাইতে যদি যাই,
পাছে দিবালোকে ভেঙে যায় সুস্বপন,
অধিক প্রমাণে কাজ নাই, কাজ নাই!

কি মারাত্মক অবস্থা! এদিকে মনে-প্রাণে সমস্ত স্থির হয়ে গেছে; নয়নের ভাষায় যতটুকু বোঝা যাবার, তা বোঝা গেছে; তবু সন্দেহ, তবু আশঙ্কা, যদি সে সমস্ত মিথ্যা হয়! যদি হৃদয়ের ভাষার সঙ্গে মুখের ভাষার মিল না ঘটে, তখন আত্ম-অভিমান নিয়ে পালাবার পথ পাওয়া যাবে না। অথচ এত কাছাকাছি এসেও যদি একটা বোঝাপড়া না হয়ে ফিরতে হয়, তার বাড়া দুর্ভাগ্য নেই।"

প্রকাশ কহিল, "দুর্ভাগ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; কিন্তু দোহাই সুবোধ, মাংস আর কাব্য একসঙ্গে হজম করতে পারে—এমন পরিপাক-শক্তি আমাদের মেসে কারও আছে কি না, তাও সন্দেহ। কাব্য যদি আর একটু জমিয়ে তোল, তা হ'লে পেটের মধ্যে পাঁঠার মাংসগুলো ডাক ছাড়তে আরম্ভ করবে।"

সুবোধ কহিল, "কিন্তু এর বিপরীতটা তোমাদের পক্ষে আরও কঠিন হবে। খালি-পেটে যদি কাব্যচর্চা করতে যাও, তখন দেখবে তোমাদের পরিপাক-শক্তি এতই তীব্র যে, মাছ-মাংসর মত একটা কোন গুরুপাক জিনিসের ব্যবস্থা না করলে পেটের নাড়ী পর্যন্ত পরিপাক হয়ে যাবার উপক্রম করবে। অতএব—"

সুবোধের কথা কাড়িয়া লইয়া প্রবোধ কহিল, "অতএব, এমন অসুবিধার ব্যাপারকে সর্বথা বর্জন করাই ভাল।"

ক্ষুব্ধ সুবোধ পুস্তক বন্ধ করিয়া কহিল, "তবে বর্জন করাই গেল। কিন্তু তোমাদের কাব্য ভাল লাগে না, প্রেম ভাল লাগে না, বিধাতা কি দিয়ে তোমাদের হৃদয় গড়েছেন সেটা একটা অনুশীলনের জিনিস!"

নীরদ কহিল, "দিনের মধ্যে অকারণ যে কাব্য-চর্চা করছে আর একশবার ক'রে প্রেমে পড়ছে, তার মস্তিষ্ক বিধাতা কি দিয়ে গড়েছেন, সেটাও একটা পরীক্ষা করবার বিষয়। কাব্য ত তোমার প্রচুর, প্রেমও

তোমার নড়তে চড়তে। কিন্তু নায়িকা কই হে? জিন, সাজ, রেকাব, চাবুক তৈরি, যা কিছু অভাব একমাত্র ঘোড়ার!"

নীরদের কথা শুনিয়া সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল। সুবোধ কহিল, "আজ হাসছ, কিন্তু একদিন যখন আমার নায়িকা ফুলের রাশির উপর দুটি কোমল চরণ ফেলে, স্বপ্নের নীলাঞ্চল উড়িয়ে, তারকার মালা জড়িয়ে, সলজ্জ হাস্যে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াবে—"

সুবোধকে বাধা দিয়া প্রকাশ কহিল, "চুপ কর সুবোধ, চুপ কর। সেদিন আমরা সকলে একযোগে মূর্চ্ছো যাব।"

সুবোধ কহিল, "সেদিন দেখবে কাব্য আর প্রেমের চর্চা বৃথা যায় নি; সেদিন দেখবে অতীতের ফুলের সৌরভ, যাকে হাওয়া মনে করেছিলে, ফলের রসে পরিণত হয়েছে।"

বিনোদ কহিল, "আর, তার পরদিন দেখবে সেই ফলের রস লেহন ক'রে তোমার কাব্য-ব্যাধিগ্রস্ত মন একেবারে নীরস হয়ে গেছে।"

উচ্চ হাস্যে মেসের গৃহ সচকিত হইয়া উঠিল। এমন কি, পাঁঠার হাড় বেশী শক্ত অথবা মানুষের দাঁত বেশী কঠিন, সে সম্বন্ধে ঝির যে কঠোর পরীক্ষা চলিতেছিল, তাহাতেও ক্ষণিকের জন্য বাধা পড়িল।

বিনোদ কহিল, "সে সব কথা যাক, একটু বেড়িয়ে আসবে ত চল।"

"কোথায়?"

"আমার শ্বশুর-বাড়ি।"

সবিস্ময়ে সুবোধ কহিল, "শ্বশুর-বাড়ি? কেন, তোমার স্ত্রী ত সেখানে নেই?"

বিনোদ হাসিয়া কহিল, "মন্দ নয়! নায়িকা নেই, অথচ তুমি প্রেম করতে পার। আর স্ত্রী না থাকলে শ্বশুর-বাড়ি গেলে আমার যত অপরাধ?"

মৃদু হাসিয়া সুবোধ কহিল, "তা বটে।" তাহার পর অল্প চিন্তা করিয়া কহিল, "উঃ, সেই বাগবাজার যেতে হবে?...আচ্ছা চল, কিন্তু বাগবাজারের রসগোল্লা খাওয়াতে হবে, তা যেন মনে থাকে।"

বন্ধুবর্গের প্রতি হস্ত-নির্দেশ করিয়া বিনোদ কহিল, "সেটা আমি এদের সাক্ষী রেখে হলফ ক'রে বলছি, খাওয়াব।"

পুনরায় বন্ধুগণ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল।

শ্বশুরালয়ে পৌঁছিয়া সুবোধকে বৈঠকখানায় বসাইয়া বিনোদ কহিল, "তুমি এইখানে একটু ব'স, আমি দেখা ক'রে আসি।"

সুবোধ কহিল, "একা বেশীক্ষণ ব'সে থাকতে পারব না, শিগগির এসো।"

"আধ ঘণ্টার বেশী দেরি হবে না।" বলিয়া বিনোদ অন্দরে প্রবেশ করিল। সাক্ষাৎ হইল প্রথমে সুমতির সহিত। সুমতি বিনোদের প্রথমা শালী; মুখে-চোখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দীপ্তি, হাস্য-মধুরা এবং স্বভাবত কৌতুক-প্রিয়া। স্ত্রীর সম্পর্ক ধরিয়া বিনোদ সুমতিকে দিদি বলিয়া ডাকে।

সুমতিকে দেখিয়া বিনোদ ব্যগ্রভাবে কহিল, "দিদি, যোগেশ বাড়ি আছে?"

সুমতি কহিল, "আছে। কিন্তু এসেই তাকে খোঁজ কেন?"

"শিগগির তাকে ডেকে নিয়ে আসুন। সে এলে বলছি কেন খোঁজ।"

অদূরে সুনীতিকে দেখিতে পাইয়া সুমতি যোগেশকে ডাকিবার জন্য আদেশ করিল।

সুনীতি বাটীর তৃতীয়া কন্যা; বয়স বছর ষোল। বিনোদের শ্বশুরালয়ে এই মেয়েটি দেখিতে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী; এখনও বিবাহ হয় নাই। সুনীতির মাতার ইচ্ছা, আর বিলম্ব না করিয়া বিবাহ দেওয়া; পিতা কিন্তু উন্নতমতের ব্যক্তি; তাঁহার ইচ্ছা আরও কিছুদিন লেখা-পড়া শিখাইয়া তাহার পর বিবাহের কথা।

সুনীতি ও যোগেশ আসিলে, বিনোদ বিশদভাবে তাহার ফন্দীটি সকলের নিকট ব্যক্ত করিল। শুনিয়া সুমতি এবং যোগেশ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এমন একটা কৌতুকপ্রদ চক্রান্তে যোগ দেওয়া যথেষ্ট

আনন্দদায়ক বলিয়া তাহাদের মনে হইল। অভিনয়টি করিবার পক্ষে অসুবিধার কথাও কিছু ছিল না; কারণ, বিনোদের শ্বশুর কার্যোপলক্ষে স্থানান্তরে থাকিতেন, এবং শাশুড়ী রতনময়ীর দেহ বাতে এবং মন সারল্যে এমন পঙ্গু যে, যত কঠিন কাজই সংসারে হউক না কেন, তাঁহার অগোচরে করা কিছুমাত্র কঠিন নহে।

বিনোদ কহিল, "আজই একবার যোগেশকে সাজিয়ে সুবোধের সামনে বার করলে হয়, রোজ-রোজ ত আসবে না।"

ব্যগ্র হইয়া সুমতি কহিল, "তা ত এখনি হতে পারে, কিন্তু চুলের কি হবে?"

যোগেশ তৎপর হইয়া কহিল, "সে আমি এক-দৌড়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে নিয়ে আসছি বাগবাজার ড্রামাটিক ক্লাব থেকে।" বলিয়া কাহারও অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

সুমতি হাসিয়া কহিল, "চুল নিয়েই ভয়, থিয়েটারের চুলগুলো ভারি অস্বাভাবিক হয়।"

বিনোদ কহিল, "কোন ভয় নেই দিদি, কোন ভয় নেই, একেবারে অন্ধ। দিবারাত্র যার মন কাব্যে মশগুল হয়ে রয়েছে, তার কি দৃষ্টিশক্তি ঠিক থাকতে পারে? জলে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে যে এমন পাগল হয়ে আছে, জল ভুল ক'রে পাথরের উপর লাফিয়ে পড়লেও সে সাঁতার কাটতে আরম্ভ করবে।"

বিনোদের কথা শুনিয়া সুমতি হাসিতে লাগিল।

বাল্যসুলভ রঙ্গপ্রিয়তার জন্য মনে-মনে কৌতুক অনুভব করিলেও এই কপট অভিনয়ের অকারুণ্যের দিকটা সুনীতিকে ঈষৎ পীড়ন করিতেছিল। সে কহিল, "এমন অন্ধ লোককে পাথরের ওপর আছাড় খাইয়ে আপনাদের কি লাভ হবে মেজ জামাইবাবু?"

বিনোদ কহিল, "লাভ আমাদের চেয়ে তার নিজেরই বেশী হবে। পাথরের উপর আছাড় খেয়ে তার যদি চৈতন্য হয়, তা হ'লে ভবিষ্যতে গভীর জলে ডুবে মরবার ভয় তার অনেক ক'মে যাবে। তা ছাড়া, আসল কথা কি জান, এটা হচ্ছে আমাদের প্রতিশোধের কথা। যে নাকালটা আমরা প্রতিনিয়ত সদা-সর্বদা পেয়ে হিংস্র হয়ে উঠেছি, একবার তার পাল্টা নাকাল দিতে চাই।"

সুনীতি হাসিয়া কহিল, "কিন্তু বেচারার অপরাধ ত আপনাদের কবিতা শোনানো; কবিতা ত আর খারাপ জিনিস নয়!"

বিনোদ কহিল, "কবিতা ভাল জিনিস, খুবই সরস; কিন্তু দিন নেই, রাত নেই, সন্ধ্যা নেই, সকাল নেই, সব সময়েই যদি সেই সরস জিনিসের জুলুম চলে, তা হ'লে মানুষ মরিয়া হয়ে ওঠে। জল জিনিসটা খুব ঠাণ্ডা আর নরম ত? কিন্তু একসময়ে সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি কি ছিল জান? অপরাধীকে কাঠের ফ্রেমে খাড়া ক'রে দাঁড় করিয়ে রেখে, উঁচু থেকে টপ টপ ক'রে তার মাথার উপর ফোঁটা-ফোঁটা জল ফেলা হ'ত। প্রথমে তাতে কোন কষ্টই হ'ত না, আরামই হ'ত; কিন্তু কিছুক্ষণ পরে এমন ভীষণ যন্ত্রণা আরম্ভ হ'ত যে, অনেকে তার চোটে পাগল হয়ে যেত।"

সুনীতি হাসিয়া কহিল, "যাই বলুন, এ কিন্তু লঘু পাপে গুরু দণ্ড। আমার ত বেচারার জন্যে দুঃখ হচ্ছে।"

সুমতি স্মিতমুখে কহিল, "কেন বল দেখি হঠাৎ তোমার এমন করুণা জেগে উঠল?"

সুনীতি কহিল, "কেন জাগবে না দিদি? কি রকম ভাবুক লোক তা ত শুনছ;—যেদিন টের পাবে যে, একটা সাজানো বেটাছেলের মিথ্যা ফাঁদে প'ড়ে ঠকেছে, সেদিন বেচারী কি ভয়ানক দুঃখ পাবে বল দেখি?"

সুনীতির কথা শুনিয়া বিনোদ হাসিয়া উঠিল। কহিল, "এই যদি

তোমার দুঃখ হয়, তা হ'লে তার উপায় ত তোমার হাতেই রয়েছে; যোগেশের বদলে তুমি অভিনয় কর, তা হ'লে সাজানো বেটাছেলের মিথ্যা ফাঁদও হবে না, আমাদের কাজও অনেক সহজ হয়ে যাবে। আসল চুলে সুবোধকে বাঁধতে পারলে আর নকল চুলের ভাবনা ভাবতে হবে না।"

সুনীতি হাসিয়া কহিল, "আমার আপত্তি ছিল না মেজ জামাইবাবু, কিন্তু তাতে আপনার বন্ধু আরও কষ্ট পাবেন। নকল জিনিস না-পাওয়ার কষ্টর চেয়ে আসল জিনিস না-পাওয়ার কষ্ট অনেক বেশী হবে।"

এই কথোপকথনের সূত্রে সুমতির হঠাৎ একটা কথা খেয়াল হইল। পরিহাস-রঙ্গ-কৌতুকের মধ্য দিয়া যদি বাস্তবিকই একটা সত্যকার ব্যাপার গড়িয়া তোলা যায় ত মন্দ কি! সুনীতির বিবাহের বয়স হইয়াছে, রতনময়ী তাহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন; কিন্তু পিতা সম্মত নহেন বলিয়া সুনীতি দম্ভ করিয়া বেড়ায় যে, বিবাহ সে করিবে না। এই সমস্ত সমস্যার নিষ্পত্তি যদি এই কৌতুক-ক্রীড়ার মধ্য দিয়া করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে এ ব্যাপারটা কেবলমাত্র অসার ক্রীড়াই হয় না।

সুমতি বলিল, "বিনোদ, তোমার বন্ধুটি কি রকম ছেলে?"

"একটি আস্ত পাগল।"

"তা ত শুনেছি। আমি জিজ্ঞাসা করছি, লেখাপড়ায় কেমন?"

"ভাল।"

"স্বভাব-চরিত্রে?"

"চমৎকার।"

"অবস্থায়?"

"খুব ভাল।"

সুনীতি হাসিয়া কহিল, "শুধু মস্তিষ্কেই যা একটু গোল!"

সুনীতির দিকে ফিরিয়া বিনোদ কহিল, "একটু নয়, বিশেষ। কিন্তু ঠিক কর্ণধারহীন নৌকোর মত; তোমাদের মত একজন শক্ত মানুষ কান ধ'রে বসলেই আর কোন গোল থাকবে না।"

সহাস্য-মুখে সুনীতি কহিল, "আপনি কি মনে করেন মেজ জামাইবাবু, একমাত্র আপনার শ্বশুর-বাড়িতেই কান ধ'রে বসবার মত শক্ত মানুষ পাওয়া যায়?"

সুনীতির কথা শুনিয়া সুমতি হাসিয়া উঠিল।

এমন সময়ে পরচুলা লইয়া যোগেশ উপস্থিত হওয়ায় তাহাকে বালিকাবেশে সাজাইবার জন্য সুমতি লইয়া গেল।

বিনোদ অন্দরে প্রবেশ করিলে, সুবোধ মনোযোগ দিয়া বৈঠকখানা-ঘরের আসবাবপত্রগুলি পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। একটি টেবিল, তিনখানি চেয়ার, দুইটি তক্তপোশ পাশাপাশি করিয়া রাখা; তাহার উপর তোশক ও ছিটের চাদর পাতা; এবং টেবিলের উপর মাথার কাঁটা হইতে আরম্ভ করিয়া বিষ্ণুপুরাণ পর্যন্ত পৃথিবীর অর্ধেক জিনিস পুঞ্জীকৃত। অনতিবিলম্বে সেই বিচিত্র রহস্যপূর্ণ টেবিলখানি অবসরপীড়িত সুবোধের নিকট নবাবিষ্কৃত [illegible]র ন্যায় চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সুবোধ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল।

একখানি অর্ধছিন্ন বি. কে. পালের পঞ্জিকা, একটি দুই বৎসরের পুরাতন টাইম-টেবল, হিসাবের খাতা, বাজারের ফর্দ, জুতার মাপ, অবশেষে একখানি মলাট দেওয়া 'স্বদেশ,' মলাটের উপর পরিষ্কার অক্ষরে লেখা: শ্রীমতী সুনীতিবালা দেবী। কিছুক্ষণ সুবোধ একদৃষ্টে সেই পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরের প্রতি চাহিয়া রহিল। তাহার মনে পড়িল, বিনোদের মুখে একদিন শুনিয়াছিল, সুনীতি নামে বিনোদের একটি অবিবাহিত শ্যালিকা আছে এবং সে শিক্ষিতা ও সুন্দরী। সুলিখিত হস্তাক্ষরগুলির প্রতি চাহিয়া চাহিয়া সুবোধের হৃদয়পটে আপনা-আপনি লেখিকার একখানি চিত্র অঙ্কিত হইয়া আসিতেছিল; একটি সুন্দরী কিশোরী, মুকুলিতা। রক্তিম গৌরবর্ণ দেহ, মুখে সলজ্জ হাস্য, চক্ষে উজ্জ্বল দীপ্তি, গণ্ডে বালার্কের আভা এবং ক্ষীণ ঋজু দেহ ব্যাপিয়া একটি সহজ সুমিষ্ট সঙ্কোচের সৌষ্ঠব। তাহার পর সে ধীরে ধীরে বহিখানির পাতা উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। বহিখানির প্রথমার্ধ পঠিত হইয়াছে; তাহা সূচিত হইতেছিল পাঠিকা কর্তৃক প্রতি পৃষ্ঠার পার্শ্বে ক্ষুদ্র অক্ষরে লিখিত মন্তব্যের দ্বারা। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল বলিয়া অস্পষ্ট আলোকে

ভাল পড়া যাইতেছিল না। বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালিয়া লইয়া সুবোধ মনোযোগ সহকারে মন্তব্যগুলি একে একে পড়িতে লাগিল। তাহার পর সহসা যখন সে মন্তব্য অতিক্রম করিয়া মূল প্রবন্ধে নিবিষ্ট হইয়া পড়িল, তখন আর তাহার মনে রহিল না যে, সে বিনোদের শ্বশুরালয়ে বৈঠকখানায় অপেক্ষা করিতেছে এবং বিনোদের আসিতে ক্রমশই বিলম্ব হইয়া পড়িতেছে।

চমক ভাঙিল কাহার পদশব্দে। ফিরিয়া দেখিল, স্মিত মুখে বিনোদ তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং তাহার পশ্চাতে একটি সুন্দরী কিশোরী সকুণ্ঠ ভঙ্গীতে দ্বিধালস পদে তাহাকে অনুসরণ করিতেছে।

নিকটে আসিয়া বিনোদ সহাস্যমুখে কহিল, "তোমাকে অনেকক্ষণ একলা বসিয়ে রেখেছি ব'লে ক্ষমা চাচ্ছি সুবোধ। তুমি আমার সঙ্গে আসায় শ্বশুড়বাড়ির সকলেই বিশেষ আনন্দিত হয়েছেন; কিন্তু উপস্থিত এ বাড়িতে পুরুষের একান্ত অভাব; তাই এতক্ষণ তোমার অভ্যর্থনায় কেউ আসতে পারেন নি। কিন্তু তুমি অভ্যাগত, তার ওপর জামাইয়ের বন্ধু, সেই জন্যে অনেক লজ্জা এবং সঙ্কোচ কাটিয়ে ইনি—আমার ছোট শালী—তোমার অভ্যর্থনায় এসেছেন। এঁর সীমন্তে নিষেধের রক্তবিন্দু এখনও পড়ে নি, তাই ইনি আসতে পেরেছেন। নইলে এঁরও আসার উপায় থাকত না।"

বিনোদের কথা শেষ হইলে, সুবোধ ধড়মড় করিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং বালিকাবেশধারী যোগেশের নিকট হইতে একটি সকুণ্ঠ নমস্কার লাভ করিয়া প্রথমটা হতবুদ্ধি হইয়া বিনোদের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর তাড়াতাড়ি বিসদৃশ ভাবে একটা প্রতি-নমস্কার করিয়া বিনোদকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "এঁকে কেন কষ্ট দিয়ে—না, না, ভারি অন্যায় বিনোদ, এঁকে কেন—"

বিনোদ হাসিয়া কহিল, "এঁকে কেন, তার কারণ এখনি ত বললাম। ইনি ছাড়া আর যাঁরা আছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ আসতে রাজী হতেন না।"

রক্তবর্ণ হইয়া সুবোধ কহিল, "ছি ছি, আমি কি তাই বলছি? আমি বলছি, ইনি না এলেও কোন ক্ষতি ছিল না।"

বিনোদ আবার সহাস্যে বলিল, "ইনি যদি এতই সামান্য হন যে, ইনি না এলে কোনও ক্ষতি হয় না, তা হ'লে এঁর হয়ে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি, এবং এঁকে উপদেশ দিচ্ছি যে আর বেশী বিলম্ব না ক'রে—"

বিনোদকে কথা শেষ করিতে না দিয়া সুবোধ তাড়াতাড়ি কহিল, "আমি কি তাই বলছি? আমি বলছি যে, এঁর কষ্ট ক'রে আসবার কোন দরকার ছিল না।"

বিনোদ কহিল, "শুনে আশ্বস্ত হও, অনায়াসেই ইনি এসেছেন— যেহেতু ইনি বাতে পঙ্গু নন যে, ভিতর-বাড়ি থেকে বার-বাড়িতে এইটুকু পথ আসতে কষ্ট করতে হবে।"

এবার যোগেশও মৃদু হাস্য করিল; এবং দ্বারান্তরালে কোন অসতর্ক কণ্ঠ হইতে মৃদু হাস্যধ্বনি শুনা গেল।

বক্রকটাক্ষে একবার দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিনোদ কহিল, "সুবোধ, আমাকে দু মিনিটের জন্য ক্ষমা কর ভাই, এখনি আসছি।" বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

এতক্ষণ বিনোদের জন্য যোগেশকে কোনও কথা কহিবার প্রয়োজন হয় নাই;—একাকী হওয়ায় অগত্যা তাহাকে কথা কহিতে হইল; বলিল, "সুবোধবাবু, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।"

একটু ইতস্তত করিয়া সুবোধ কহিল, "আপনি বসুন।"

অভ্যাগতকে দাঁড় করাইয়া নিজে প্রথমে বসা ভদ্রোচিত হইবে না

বলিয়া যোগেশের মনে হইল। তাই সে হাসিয়া কহিল, "আপনি আগে বসুন, তার পর আমি বসব।"

বিনোদের অনুপস্থিতি ও যোগেশের সহিত কথাবার্তার ফলে সুবোধ নিজেকে অনেকটা সামলাইয়া লইয়াছিল। এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া কহিল, "নাম আপনার সুনীতি, তবু এ রকম নীতিবিরুদ্ধ আচরণ করতে কেন আমাকে আদেশ করছেন? আপনি দাঁড়িয়ে থাকতে আমি কি বসতে পারি? আপনি বসুন, তার পর আমি বসছি।"

সুবোধের কথা শুনিয়া চিন্তিত মনে যোগেশ একটা চেয়ারে উপবেশন করিল। সমস্ত অভিসন্ধি ও চক্রান্তের মধ্যে যেমন একটা-না-একটা গলদ থাকিয়াই যায়, আজিকার চক্রান্তের মধ্যেও সেইরূপ অন্তত একটা থাকিয়া গিয়াছিল। যোগেশের কেশহীন পুরুষমস্তকে সুদীর্ঘ বেণী সম্বদ্ধ করিতে যখন সকলে ব্যস্ত ছিল, তখন তাহার পুরুষনামের পরিবর্তে একটা স্ত্রীনামও যে রাখিতে হইবে—সে কথা কাহারও মনে হয় নাই। সুবোধের মুখে তাহার দিদির নাম শুনিয়া সে ঠিক করিতে পারিল না যে, তাহার সুনীতি নাম সে স্বীকার করিবে কি অস্বীকার করিবে! এ কথাও তাহার মনে হইল যে, হয়ত বিনোদ সুবোধের নিকট সুনীতি নামেই তাহার পরিচয় দিয়াছে। তাই সে কোনও কিছু কবুল না করিয়া, পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে কহিল, "আমার নাম যে সুনীতি, তা আপনি কেমন ক'রে জানলেন?"

যোগেশকে সুবোধ সুনীতি বলিয়া সম্বোধন করায় অন্তরালে সুনীতি ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অনাত্মীয় পুরুষমানুষের সহিত রঙ্গ-কৌতুকে তাহার নামটা জড়িত হয়, ইহা তাহার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না; তাই সুবোধ কি বলে, শুনিবার জন্য সে উৎকর্ণ হইয়া রহিল।

সহাস্যমুখে সুবোধ কহিল, "সে বিষয়ে আপনি যদি প্রশ্ন তোলেন,

তা হ'লে আমি তার একাধিক প্রমাণ দিতে পারি। প্রথমত, আমি এমনিই জানি যে, আপনার নাম সুনীতি। দ্বিতীয়ত, একটা লিখিত প্রমাণ দিচ্ছি—সেটা বোধ হয় যথেষ্টরও বেশী হবে।" বলিয়া 'স্বদেশ' পুস্তকখানা যোগেশের সম্মুখে ধরিয়া বলিল, "এটা কেবলমাত্র আপনার নাম নয়, আপনার হাতের লেখাও বটে।"

এই দ্বিবিধ প্রমাণের দাপটে যোগেশ একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। বিনোদ যদি সুনীতি নামে তাহার পরিচয় দিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার আর কোনও পথই নাই। অথচ, দ্বিতীয় প্রমাণটি সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে পারা যাইত, যদি না সুবোধ বলিত যে তাহার সুনীতি নাম সে এমনিই জানে। গৃহে দুইটি বালিকার নাম সুনীতি আছে সে কথা বলিবার মতও নয়, বিশ্বাসযোগ্যও নহে। কাজেই অনাপত্তির দ্বারা যোগেশকে শুধু যে তাহার সুনীতি নাম স্বীকার করিয়া লইতে হইল তাহাই নহে, 'স্বদেশ' পুস্তকখানিতে তাহারই হস্তাক্ষর লিখিত তাহাও প্রকারান্তরে স্বীকার করিতে হইল।

যোগেশের বিমূঢ় ভাব লক্ষ্য করিয়া সুবোধ অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "আপনার নাম নিয়ে আলোচনা করায় আপনি কি অসন্তুষ্ট হয়েছেন? আমি বুঝতে পারছি আমার অন্যায় হয়েছে, অনুগ্রহ ক'রে আমাকে ক্ষমা করবেন।"

তাড়াতাড়ি যোগেশ তাহার বিব্রত ভাব হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া হাসিমুখে কহিল, "না না, অসন্তুষ্ট হব কেন? আমি শুধু ভেবে অবাক হচ্ছিলাম, আমার নাম আপনি কি ক'রে জানলেন!"

ঠিক সেই মুহূর্তে বিনোদ কক্ষে প্রবেশ করিল এবং যোগেশের কথার শেষাংশ শ্রবণ করিয়া সুবোধের প্রতি চাহিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "দু মিনিটের মধ্যে নামও জেনে নিয়েছ না কি?"

সুবোধ হাসিয়া কহিল, "আগেই অনুমান করেছিলাম, দু মিনিটে নিঃসংশয় হয়েছি।"

সুবোধ কি নাম অনুমান করিয়াছিল এবং সে নাম সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইয়াছে কি প্রকারে তাহা জানিবার জন্য বিনোদ উৎসুক হইয়া উঠিল। কারণ, পরামর্শ করিয়া যোগেশের কোন নামই রাখা হয় নাই। সহজ ভাবে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা চলে না;—একটু ভাবিয়া সে সুবোধকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি নাম তুমি অনুমান করেছিলে শুনি?"

সুবোধ হাসিয়া কহিল, "ভুল করি নি ভাই, ঠিকই অনুমান করেছিলাম—সুনীতি।"

একবার বিস্মিত নেত্রে বিনোদ যোগেশের দিকে চাহিল। তাহার পর কহিল, "আর কি ক'রে জানলে যে, তোমার অনুমান ভুল হয় নি?"

স্মিতমুখে সুবোধ কহিল, "আমার আন্দাজ যে ঠিক হয়েছিল, তা ইনি অস্বীকার করতে পারেন নি, অস্বীকার করবার উপায়ও ছিল না। কারণ আমি প্রমাণস্বরূপ একটা অকাট্য দলিল ওঁর সামনে দাখিল করেছিলাম।"

সমধিক বিস্ময়ে বিনোদ প্রশ্ন করিল, "দলিল? কি দলিল হে?"

'স্বদেশ' বইখানি বিনোদের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া তাহার পৃষ্ঠায় সুনীতির নাম দেখাইয়া সুবোধ কহিল, "এই দলিলখানি শুধু নামের সঙ্গে নয়, ওঁর হাতের লেখার সঙ্গে পর্যন্ত আমাকে পরিচিত করিয়ে দিয়েছে।"

শুনিয়া বিনোদ স্মিতমুখে আর একবার যোগেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল; এবং তাহার কুণ্ঠিত করুণ মূর্তি দেখিয়া বুঝিতে পারিল যে, নাম সম্বন্ধে যাহা কিছু স্বীকার হইয়া গিয়াছে তাহা হইতে এখন প্রতিনিবৃত্ত হইতে গেলে সুবোধের মনে স্বভাবত একটা সন্দেহ আসিতে পারে।

যোগেশকে লক্ষ্য করিয়া সুবোধ কহিল, "এই বইখানি এতক্ষণ আমাকে ভুলিয়ে রেখেছিল। কিন্তু এ বিষয়ে আপনার কাছে আমার একটু

ক্ষমা প্রার্থনা করবার আছে। পাতায় পাতায় আপনি যে নোটগুলি লিখেছেন,আপনার সম্মতি না নিয়েই আমি সবগুলি প'ড়ে ফেলেছি। কিন্তু আমার অপরাধ এই জন্যে লঘু বিবেচনা করা উচিত যে, নোটগুলি এমন চমৎকার ক'রে লেখা যে, একবার আরম্ভ করলে একেবারে শেষ না ক'রে উপায় নেই।"

নোটের কথায় যোগেশ প্রমাদ গণিল। প্রথমত, বইখানিতে কি যে নোট লেখা ছিল, তাহা সে কিছুমাত্র জানিত না। দ্বিতীয়ত; যাহাই লেখা থাকুক না কেন, তাহা যে তাহার বিদ্যাবুদ্ধির অনধিগম্য সে বিষয়েও সন্দেহ ছিল না ; অথচ বইখানির অধিকার-স্বত্ব স্বীকার করার পর নোট সম্বন্ধে যদি কোন আলোচনা উঠে, তখন তাহাতে যোগ দিতে না পারিলে বিসদৃশ অবস্থা উপস্থিত হইবে।

যোগেশের দুঃস্থ অবস্থা উপলব্ধি করিয়া বিনোদ কহিল, "নোটগুলি যদি তোমাকে ভুলিয়ে রেখে থাকে, তা হ'লে লেখিকার প্রতি তোমার কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত ; এমন ক'রে সেগুলির প্রশংসা ক'রে তাঁকে বিমূঢ় ক'রে দেওয়া উচিত হয় না।"

একবার যোগেশের প্রতি ত্বরিত দৃষ্টিপাত করিয়া সুবোধ বিনোদকে কহিল, "তা যদি আমি ক'রে থাকি, তা হ'লে আমি তাঁর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। কিন্তু বাস্তবিক বিনোদ, এক-একটা নোট এতই সুন্দর যে, তোমার মেসে বি.এ., এম.এ. যতগুলি ছেলে আছে, তার মধ্যে একজনও তেমন ক'রে লিখতে পারে না। তুমিও পার না, আমি ত পারিই নে।" তাহার পর সহসা যোগেশের দিকে ফিরিয়া কহিল, "আচ্ছা, আপনি প্রবন্ধ লেখেন ?"

মৃদু হাসিয়া যোগেশ কহিল, "এ পর্যন্ত ত চেষ্টা করি নি।"

সুবোধ কহিল, "করেন নি তাই ; করলে, আমার বিশ্বাস, আপনি খুব

ভাল প্রবন্ধ লিখতে পারেন। আপনার নোটগুলির মধ্যে এমন চিন্তাশীলতা, এমন বিচার-শক্তির পরিচয় আছে, দৃষ্টান্তের মত আমি একটা দেখাচ্ছি—" বলিয়া সুবোধ বইখানার পাতা উল্টাইতে আরম্ভ করিল।

বিনোদ ও যোগেশ মনে মনে যে বিপদের আশঙ্কা করিতেছিল, তাহাই উপস্থিত হইবার উপক্রম করিয়াছে। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে বাটীর একজন পরিচারিকা কক্ষে প্রবেশ করায় যোগেশের পরিত্রাণ পাইবার সুযোগ ঘটিয়া গেল।

পরিচারিকা প্রবেশ করিয়াই মুখে কাপড় দিয়া হাসি চাপিয়া যোগেশকে কহিল, "দিদিমণি, সব তয়ের হয়েছে।"

ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া উঠিয়া পড়িয়া যোগেশ কহিল, "সুবোধবাবু, আপনি দয়া ক'রে একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখনি আসছি।" বলিয়া অন্দরে প্রবেশ করিল।

সম্মুখেই সুনীতি দাঁড়াইয়া ছিল। যোগেশকে দেখিয়া সক্রোধে সে কহিল, "তুই হতভাগা, আমার নাম কেন করলি তা বল্?"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া যোগেশ কহিল, "বা রে, তা আমি কি করব? তোমার বই দেখিয়ে বললে—"

সুনীতি তেমনি ক্রোধভরে কহিল, "বা রে! তা আমি কি করব? আচ্ছা দাঁড়াও, আমি সব ভেঙে দিচ্ছি,—এখনি ব'লে পাঠাচ্ছি যে, তুই থিয়েটারের একটা বকাটে ছেলে।"

নাকী সুরে পূর্ব্বের মত যোগেশ বলিতে লাগিল, "বা রে! তা আমি কি করব! বা রে! আমার কি দোষ?"

যোগেশ ও সুনীতির কলহ শুনিতে পাইয়া সুমতি তাহাদের নিকট ছুটিয়া আসিয়া তাহাদিগকে দূরে টানিয়া আনিয়া নিম্নকণ্ঠে কহিল, "ওরে, চেঁচাস নে, শুনতে পেলে সব মাটি হয়ে যাবে!"

শঙ্ক হইয়া চাপা গলায়, কিন্তু উত্তেজিত ভাবে সুনীতি কহিল, "আমি ত শুনিয়ে দিতেই চাই। কেন ও আমার নাম করলে?"

সুমতি হাসিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, "তাতে আর এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে? সুনীতি নাম হ'লেই ত আর তুই হলি নে।"

তেমনি উত্তেজিত ভাবে সুনীতি কহিল, "তুমি কি যে বল দিদি, তার ঠিক নেই? শুধু নাম? আমার হাতের লেখা পর্যন্ত দেখানো হয়ে গেল!" তাহার পর যোগেশের প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "যা, তুই এখনি আমার বই এনে দে লক্ষ্মীছাড়া—"

এবার ঈষৎ রাগতভাবে সুমতি কহিল, "ওকে মিছিমিছি অত বকছিস কেন নীতি? ওর দোষ কি? ও ত ইচ্ছে ক'রে তোর নাম করে নি,—বাধ্য হয়ে করেছে।" তাহার পর মৃদু হাসিয়া কহিল, "তোর নোটের কত সুখ্যাতি করছিল বল্ দেখি? তোর ত খুশী হবার কথা রে!"

"ভারি সুখ্যাতি! খোসামুদে কথা শুনে পিত্তি জ'লে যাচ্ছিল।" দুঃখে ও ক্রোধে সুনীতির চক্ষু সজল হইয়া আসিল।

সুনীতি ক্রমশই অধিকতর অসংযত হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া সুমতি ব্যস্ত হইয়া কহিল, "ছি নীতি, ও-রকম অবুঝের মত করছিস কেন বল্ দেখি? মিছিমিছি তিলকে তাল ক'রে তুলিস নে। বিনোদ আমোদ ক'রে একটা ব্যাপার করছে, তুই তার মধ্যে একেবারে কান্নাকাটি লাগিয়ে দিলি! জানতে পারলে সে কতদূর অপ্রস্তুত হবে বল্ দেখি?"

বলিতে বলিতেই তথায় বিনোদ আসিয়া পড়িল, এবং সুনীতির ক্রুদ্ধ আরক্ত মুখ ও সুমতির বিমূঢ়-নীরব ভাব লক্ষ্য করিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে দিদি?"

মুহূর্তের জন্য একবার সুনীতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিয়া সুমতি

কহিল, "হয় নি কিছু। সুবোধবাবুর কাছে যোগেশের নাম সুনীতি বলা হয়েছে ব'লে তোমার শালীর রাগ হয়েছে। তুমি একটু এইখানে দাঁড়াও বিনোদ, আমি চা আর খাবার নিয়ে আসি।" বলিয়া সুমতি প্রস্থান করিল।

বিনোদ হাসিয়া কহিল, "রাগ কার উপর করছ সুনীতি? দৈবাৎ তোমার বইখানা ওখানে প'ড়ে ছিল ব'লেই ত এমন হ'ল। দৈব যদি তোমার বিরুদ্ধ হয়, লোকে কি করতে পারে বল?"

পাছে বিনোদ দুঃখিত হয় এই আশঙ্কায়, বিরক্তি-বিরূপ মুখে যতটা সম্ভব প্রফুল্লতা আনিয়া সুনীতি কহিল, "কিন্তু লোকে দৈবর সঙ্গে যোগ দেয় কেন?"

বিনোদ কহিল, "লোকে দেয় দিক, তুমি না দিলেই হ'ল। নামের ওপর তোমার ত আর সে রকম অধিকার নেই, মনের ওপর যেমন আছে। নামটা তোমার সবাই দিতে পারে; কিন্তু মন তোমার দেয় কার সাধ্য, যতক্ষণ না তুমি নিজে দিচ্ছ।"

এবার সুনীতি হাসিয়া ফেলিল। কহিল, "সে ভয় আপনার নেই মেজ জামাইবাবু, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

মুখ গম্ভীর করিয়া মাথা নাড়িয়া বিনোদ কহিল, "উহু! আমি সে বিষয়েও একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারছি নে। আমার কেবলই মনে হচ্ছে, তোমার এমন একটা ফাঁড়া আসছে, যা থেকে তোমাকে উদ্ধার করা কঠিন হবে। দেখছ না, কেমন তুমি আস্তে আস্তে ব্যাপারটার মধ্যে জড়িয়ে পড়ছ?"

সুনীতি হাসিয়া কহিল, "উদ্ধার না-ই করলেন মেজ জামাইবাবু। যা বললেন, তাতে ফাঁড়াটি ত মন্দ ব'লে মনে হ'ল না—বেশ শান্ত, শিষ্ট, ধনবান, বিদ্বান—এত স্বস্ত্যয়নের চেয়ে ফাঁড়াই ভাল।"

এই সপ্রতিভ প্রগল্‌ভ বাক্যের সহসা কোন উপযুক্ত উত্তর দিতে না পারিয়া বিনোদ কহিল, "তবে তোমার নাম ব্যবহার করা হয়েছে ব'লে রাগ করছিলে কেন ? তা হ'লে ত ভালই হয়েছে।"

দুইজন পরিচারিকার হস্তে চা ও খাবার লইয়া সুমতি উপস্থিত হইল; এবং তাহাদিগকে সঙ্গে দিয়া যোগেশকে বাহিরে পাঠাইয়া দিল।

যোগেশের পিছনে যাইতে যাইতে মুখ ফিরাইয়া বিনোদ সুনীতিকে বলিল, "তা হ'লে ত আর কোন গোল নেই, তোমাকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নেওয়া যাবে।"

বাহিরে আসিয়া যোগেশ ক্ষিপ্রহস্তে টেবিলের এক অংশ পরিষ্কার করিয়া লইয়া পরিচারিকার হস্ত হইতে চায়ের সরঞ্জাম লইয়া তথায় রাখিল। তাহার পর অপর পরিচারিকার হস্ত হইতে দুই রেকাব খাবার লইয়া একখানি সুবোধের সম্মুখে রাখিয়া স্মিতমুখে মৃদুকণ্ঠে কহিল, "সুবোধবাবু, দয়া ক'রে একটু খান।"

প্রথমে যোগেশ বালিকামূর্তিতে সুবোধের সম্মুখে উপস্থিত হইলে সুবোধের মন যে প্রবলভাবে দোল খাইয়া উঠিয়াছিল, তাহা অনেকটা ঘটনার আকস্মিকত্বের ক্রিয়ায়। সূচ্যগ্রস্থিত লৌহশলাকার সম্মুখে সহসা শক্তিশালী চুম্বক ধরিলে আকর্ষণের রেখায় স্তব্ধ হইবার পূর্বে তাহা যেমন দক্ষিণে-বামে দুলিতে থাকে, কতকটা তেমনি। তাহার পর অবসর পাইয়া সে যখন ধীরে ধীরে তাহার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিল তখন তাহার মন আকর্ষণের রেখায় অভিনিবিষ্ট হইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। এত সুন্দর, এত মনোরম, অথচ এত সুলভ! একবার সুবোধ ভাল করিয়া বুঝিয়া লইল যে, সত্য-সত্যই সে স্বপ্ন দেখিতেছে না।

"একটু খান।"

সহসা সুবোধ তাহার মোহাবেশ হইতে বিমুক্ত হইয়া কহিল, "এখানে এসে দেখছি বাস্তবিকই আমি অপরাধ করেছি ; নানা রকমে তখন থেকে আপনাদের বিব্রতই ক'রে রেখেছি।"

বিনোদ হাসিয়া কহিল, "অপরাধ যদি ক'রে থাক, তা হ'লে লঘুই বলতে হবে ; কারণ, তুমি ইচ্ছা ক'রে আস নি। আর এ কথাও ঠিক জানা ছিল না যে, তুমি এলে এঁরা এ রকমে বিব্রত হবেন। কাজেই ভবিষ্যতে আর কখনও আসবে না—এই আশ্বাস দিয়ে যদি ক্ষমা চেয়ে নাও, তা হ'লে তোমার আর বড় কিছু দোষ থাকে না।"

বিনোদ ও সুমতি যোগেশকে শিখাইয়া দিয়াছিল যে, বেশী কথা বলিবার চেষ্টা যেন সে না করে ; এবং সে যে স্বভাবত লজ্জাশীলা এবং মুখচোরা, অভিনয়টা যেন সেইরূপ ভাবেই হয়। মৃদুকণ্ঠে যোগেশ কহিল, "না না, আপনি একটুও বিব্রত করেন নি, আপনার যখন ইচ্ছা হয় আসবেন।"

বিনোদ কহিল, "যখন ইচ্ছা আসবার অনুমতি অবশ্য পেলে, কিন্তু যতক্ষণ ইচ্ছা থাকবার অনুমতি ত আর পাও নি ; অতএব এস, চটপট আহারটা শেষ ক'রে উঠে পড়া যাক।"

যোগেশ হাসিয়া কহিল, "না না, যতক্ষণ ইচ্ছা আপনি থাকবেন, তাতেও কোন আপত্তি নেই।"

এক মুহূর্ত্ত যোগেশের প্রতি কপট রোষে দৃষ্টিপাত করিয়া বিনোদ কহিল, "দেখ, তুমি যদি প্রতি কথায় এমনি ক'রে ঘরের লোককে নীচু ক'রে বাইরের লোককে প্রশ্রয় দাও, তা হ'লে বাইরের লোকের স্পর্দ্ধা বেড়ে যাবে বলছি।"

সুবোধ হাসিয়া কহিল, "অতিথি-সৎকার করবার জন্যে উনি যখন

স্বয়ং এসে হাজির হয়েছেন, তখনই ত আমার স্পর্ধা বেড়ে গেছে ভাই; আর বেশী কি বাড়বে?"

দুই বন্ধু আহার করিতে বসিলে যোগেশ উভয়কে পীড়াপীড়ি করিয়া পুনঃ পুনঃ পরিবেশনপূর্বক পরিতোষ করিয়া আহার করাইল এবং আহারান্তে উভয়ের জন্য সযত্নে দুই পেয়ালা চা প্রস্তুত করিয়া দিল।

চা-পানান্তে আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর বিনোদ ও সুবোধ যখন প্রস্থানের জন্য উঠিল, তখন রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে।

পানের ডিবা হইতে কয়েক খিলি পান বাহির করিয়া উভয়কে দিয়া যোগেশ কহিল, "অনেকখানি পথ যেতে হবে, পানগুলো নিয়ে যান।"

এক খিলি পান মুখে দিয়া সুবোধ বাকিগুলা সকলের অলক্ষ্যে পকেটে পুরিল, এবং মেসে পৌঁছিয়া কৃপণের ধনের মত সেগুলিকে সযত্নে তাহার বাক্সে পুরিয়া রাখিল।

ট্রামে উঠিয়া অপরিচিত লোকজনের সম্মুখে কোন কথা কহিবার সুবিধা হয় নাই; কিন্তু ট্রাম হইতে নামিয়াই সুবোধ বিনোদের হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

সবিস্ময়ে বিনোদ জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা ?"

"তোমার শালী আমার সামনে বেরিয়েছিলেন, সে কথা মেসের কারুর কাছে বলবে না।"

"কেন, তাতে দোষ কি ?"

আবেগের সহিত সুবোধ কহিল, "না, কিছুতেই বলতে পারবে না। তুমি হয়ত জান না, আমাদের অদ্ভুত দলটির মধ্যে এমন সব কিম্ভূত-কিমাকার আছে, যাদের কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান নেই। একজন ভদ্রঘরের মেয়েকে জড়িত ক'রে তারা ইচ্ছামত ঠাট্টা-তামাশা করবে—এ কিছুতেই হতে দেওয়া হবে না।"

বিনোদ হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা, সে কথা না বললেই হবে।"

উভয়ে যখন মেসে পৌঁছিল তখন এক দলের আহার হইয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় দল প্রস্তুত হইতেছিল। সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে সুবোধ পাচককে লক্ষ্য করিয়া উচ্চ কণ্ঠে কহিল, "ঠাকুর, আমি আজ খাব না, আমার ভাত দিয়ো না।"

সুবোধের কর্ণের নিকট মুখ আনিয়া বিনোদ নিম্নকণ্ঠে বলিল, "কিন্তু তা হ'লে ত সকলে বুঝতে পারবে যে, আমরা পুরো খাওয়া খেয়ে এসেছি, তা থেকে যদি ক্রমশ—"

সুবোধ থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "ক্রমশ কি ?"

"সুনীতি তোমার সামনে বেরিয়েছিল, ক্রমশ যদি সে কথাও প্রকাশ হয়ে পড়ে?"

বিনোদের কথার আর কোন উত্তর না দিয়া তিন-চার সিঁড়ি নামিয়া উচ্চকণ্ঠে সুবোধ কহিল, "ঠাকুর, আমারও ভাত দাও, আমি আসছি এখনি।"

অতি কষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়া বিনোদ উপরে উঠিয়া গেল; এবং আহারের জন্য সুবোধ নীচে নামিয়া গেলে দুই-তিনজন বন্ধুকে সংক্ষেপে শ্বশুরালয়ের ঘটনার বিবরণ দিয়া এবং ট্রাম হইতে নামিয়া সুবোধ যে অনুরোধ করিয়াছিল তাহাও জানাইয়া নীচে আসিয়া খাইতে বসিল।

কাহারও সহিত কথা না কহিয়া সুবোধ নীরবে যথাসাধ্য আহার করিয়া যাইতেছিল। সন্ধ্যাকালের সুখস্বপ্নে তাহার মন তখনও আচ্ছন্ন।

আহারের চেয়ে আহার্য লইয়া সুবোধ নাড়াচাড়াই বেশী করিতেছিল। প্রকাশ তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল, "সুবোধের মুখে যে কথাটি নেই; নিঃশব্দে ঘাড় গুঁজে আহার ক'রে চলেছ! ব্যাপার কি হে? বাগবাজার হাঁটাহাঁটি ক'রে আজ পেটে ক্ষুধানল জ্ব'লে উঠল নাকি? এমন ক'রে আহারে মনোযোগ দেওয়া ত মোটেই কাব্যশাস্ত্রের অনুমোদিত নয়!"

সুবোধ কোন উত্তর না দিয়া শুধু একটু হাসিল।

প্রবোধ কহিল, "তোমার কোন অপরাধ নেই সুবোধ। বিনোদের পাল্লায় প'ড়ে আমারও একদিন ঠিক এই অবস্থা হয়েছিল।"

মুখে অতিশয় বড় এক গ্রাস অন্ন পুরিয়া গাল ফুলাইয়া নীরদ কহিল, "কি রকম?"

প্রবোধ কহিল, "আর ভাই, সে কষ্টের কথা আর বল কেন? বোধ হয় মাস দুই-তিন হবে—একদিন বিকেলবেলা ঠিক আজকের মত বিনোদ

ধ'রে বসল—চল, শ্বশুরবাড়ি বেড়িয়ে আসি। সুবোধ রসগোল্লার শর্ত ক'রে নিয়েছিল, আমি কিন্তু তেমন কিছু করি নি। মনে করেছিলাম, বন্ধুর শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ডান হাতের ব্যাপারটা ভাল রকমই হবে। সেই আশায় দেড় ক্রোশ পথ হেঁটে ঘর্মাক্ত হয়ে ত পৌছনো গেল। বন্ধু কি করলেন, জান? আমাকে বললেন—পাঁচ মিনিট তুমি অপেক্ষা কর, আমি দেখা ক'রেই আসছি। প্রথমে একটু আশ্চর্য হলাম; দেড় ক্রোশ পথ হেঁটে এসে রাস্তায় অপেক্ষা কর, কি রকম কথা! তারপর মনে করলাম, শ্বশুরবাড়িতে ও নিজে ত আর ওপরপড়া হয়ে খাতির-যত্ন করতে পারে না, বাড়ির লোক টের পেলে তখন যথেষ্টই হবে। কিন্তু কে কার খাতির করে! দশ মিনিট পনরো মিনিট হয়ে গেল—আমি ত ঘর্মাক্ত হয়ে পথেই পায়চারি ক'রে বেড়াচ্ছি—এমন সময় দেখলাম, একজন চাকর এক ঠোঙা খাবার নিয়ে বাড়ি ঢুকছে। উঁকি মেরে দেখলাম, ঠোঙার খাবার একজনের পক্ষে যথেষ্ট বেশী। তখন ভেবে দেখলাম, ওর অর্ধাংশ, এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল, আর গোটা দুই-চার পান পেলেও এক রকম ক'রে মনকে সান্ত্বনা দেওয়া যাবে। কিন্তু হায় মরীচিকা! কোথায় খাবার, কোথায় ঠাণ্ডা জল আর কোথায় পান! প্রায় এক ঘণ্টা আমাকে রাস্তায় পায়চারি করিয়ে, আমাকে প্রায় অর্ধ-অচৈতন্য ক'রে অবশেষে বন্ধুবর পান চিবুতে চিবুতে বেরিয়ে মুচকি হেসে বললেন—একটু দেরি হয়ে গেল, কিছু মনে ক'রো না।"

গল্পটা যে একেবারেই কল্পনা-প্রসূত তাহা বুঝিলেও বিবরণের ভঙ্গিমায় সকলের উচ্চহাস্যে ভোজন-কক্ষ কম্পিত হইয়া উঠিল।

হাসিতে হাসিতে নীরদের বিষম লাগিয়া গিয়াছিল। কোনরূপে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "তার পর? তুমি কি বললে?"

প্রবোধ বলিল, "আমি আর কি বলব? মুগ্ধ হয়ে বন্ধুর মুখচন্দ্র

নিরীক্ষণ করতে লাগলাম। তার পর প্রায় আধ পো রাস্তা এগিয়ে এসে হাত থেকে দুটো পান বার ক'রে বললেন—নাও, পান খাও। আমার ত রাগে মাথা থেকে পা পর্যন্ত জলছিল। পান দুটো হতভাগার অলক্ষ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পথ চলতে লাগলাম।"

আবার উচ্চহাস্যে গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল। প্রকাশ কহিল, "সেদিন মেসে এসে বুঝি সুবোধের মত এই রকম গোগ্রাসে খেয়েছিলে ?"

প্রবোধ কহিল, "ঠিক এই রকম।" তাহার পর সুবোধকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "কি বল সুবোধ, আমার ইতিহাসে আর তোমার ইতিহাসে বোধ হয় বিশেষ কোন তফাত নেই ?"

অল্প মুখ তুলিয়া, বিনোদের প্রতি বক্র দৃষ্টিপাত করিয়া স্মিতমুখে সুবোধ কহিল, "প্রায় নেই।"

প্রবোধ উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "প্রায় কি হে! তবে তোমার ভাগ্যে কিছু জুটেছিল নাকি ?"

প্রকাশ বলিয়া উঠিল, "তা জুটবে না কেন ? আমার অভিজ্ঞতা ত একেবারে অন্য রকম প্রবোধ। বিনোদের শ্বশুরবাড়িতে আমার ত খাতির-যত্নের কোন অভাব হয় নি। দিব্যি নবীন ময়রার রসগোল্লা আর সন্দেশ, আর বাড়ির তৈরী নানা রকম—সে আর কত বলব! তবে ওদের বাড়িতে পুরুষমানুষ নেই ব'লে বাড়ির লোক উপস্থিত হয়ে আদর-অভ্যর্থনা করতে পারে না। কিন্তু বিনোদের শাশুড়ী এমন ভদ্র যে পাছে আমি কোন ত্রুটি মনে করি, সেই জন্যে বিনোদের শালীকে দিয়ে শেষকালে পান পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বিনোদের সে শালীটি কিন্তু একটি দেখবার জিনিস। সে আজ প্রায় এক বৎসরের কথা হ'ল—বোধ হয় এতদিনে বিয়ে হয়ে গিয়েছে—নইলে সুবোধ, তুমিও আজ দেখে আসতে। মেয়েটির নাম কি বিনোদ ? সুনীতি, না ?"

বিনোদ কহিল, "হ্যাঁ! এতদিনের কথা তোমার মনে আছে দেখছি।"

প্রকাশ কহিল, "কি বলব! তার কিছুদিন আগে হতভাগ্য আমি সাতপাকে জড়িয়ে গিয়েছিলাম, নইলে সে নাম আমার জপমালা হ'ত। তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে কি?"

বিনোদ যেন একটু কুণ্ঠিত ভাবে কহিল, "না।"

"হয় নি? তা হ'লে বড় হয়ে গিয়েছে ব'লে বোধ হয় আর বাইরে বেরোয় না। নইলে সুবোধ, দেখতে, ফিরে এসে তোমার আর এ রকম ক্ষিদে থাকত না; বিশেষ তুমি যখন কবি-মানুষ!"

প্রবোধ কহিল, "এও ত হতে পারে, দেখে এসেছে, তাই মনের আনন্দে ক্ষিদে বেড়ে গিয়েছে। ক্ষিদে জিনিসটা শরীর ও মনের সুস্থতার পরিচায়ক নয় কি?"

প্রবোধ কহিল, "তাই না কি? তবে দেখে এসেছ না কি হে সুবোধ?"

সুনীতির প্রসঙ্গে সুবোধ উত্তরোত্তর রক্তবর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। প্রকাশের প্রশ্নে সে এবার মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল, "দেখ প্রকাশ, রসিকতা আমরা ক'রে থাকি, আর ভবিষ্যতে করতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু ভদ্রলোকের মেয়েকে উপলক্ষ ক'রে রসিকতা করতে আমি কিছুতেই প্রস্তুত নই। এ বিষয়ে আমাদের সংযমের দরকার।"

প্রকাশ কহিল, "দেখ সুবোধ, জীবনে আমাদের এত বিষয়ে সংযমের দরকার যে, বন্ধুর অবিবাহিতা শালীকে নিয়ে একটু রসিকতা করলে মহাভ রত অশুদ্ধ হয়ে যায় না। তা ছাড়া, এ কথা আজ কেন তুলছ ভাই? রোজই ত আমার স্ত্রীকে উপলক্ষ ক'রে কত রসিকতা ক'রে থাক। আমার শ্বশুরের ভদ্রতার বিষয়ে তোমার কি কোন সন্দেহ আছে?"

প্রকাশের কথায় বন্ধুবর্গ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

সুবোধ কহিল, "না, একটুও নেই। কিন্তু তোমার স্ত্রীকে নিয়ে পরিহাস করবার দাবী আমার তত দিন থাকবে, যত দিন তোমার উপর বন্ধুত্বের দাবী থাকবে। বিনোদের শালীকে নিয়ে পরিহাস করবার দাবী আমাদের তেমন কিছুই নেই, যেমন বিনোদের স্ত্রীকে নিয়ে আছে।"

উৎসাহিত হইয়া প্রকাশ কহিল, "এই যদি তোমার রসিকতা করবার ধারা হয়, তা হ'লে বিনোদের শালী অবিবাহিতা আছে শুনে বিনোদের কাছে যে প্রস্তাব আমি করব ব'লে মনে মনে ভাবছিলাম, তা শুনলে তোমার আর কোন আপত্তি থাকবে না। ভাবছিলাম, কথাটা নির্জনেই বিনোদকে বলব। কিন্তু এমন ক'রে দাবী-দাওয়ার কথা যখন উঠল তখন প্রকাশ্যে বলাই ভাল।" তাহার পর বিনোদের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমার শালা সুরেনকে তুমি ত দেখেছ বিনোদ? সে এবার এম. এস-সি. দিয়ে মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্যে বিলেত যাচ্ছে। শ্বশুরের ইচ্ছা, বিয়ে দিয়ে বিলেত পাঠান; আমাকে সেদিন পাত্রীর জন্যে বলছিলেন। তোমার শালীটিকে দেখলে আর কোন কথা নেই, তখনই সব স্থির হয়ে যাবে। তোমার শ্বশুরের যদি মত হবার সম্ভাবনা থাকে, তা হ'লে বল না হয় ঘটকালি আরম্ভ করি।"

বিনোদ কহিল, "সাধুচরণ, ভাত খাবে? না, হাত ধোব কোথায়! এও ঠিক সেই রকম কথা হ'ল। তোমার শালা নিখিল শ্বশুরকুলের উপাস্য বস্তু, তার বিষয়ে মতামতের কথা ত কিছু নেই।"

"তা হ'লে ঘটকালি আরম্ভ করি?"

সোৎসাহে বিনোদ কহিল, "নিশ্চয়ই।"

উৎফুল্ল হইয়া প্রকাশ কহিল, "বেশ কথা। তা হ'লে তোমার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক হবে বিনোদ? তুলনায় ভায়রাভাই ত?"

বিনোদ হাসিয়া কহিল, "সে যাই হোক না, একটা ভারি মধুর রকমই হবে,—তোমার শালা, আমার শালী।"

প্রবোধ হাসিয়া কহিল, "আর আমরা গোল্লা খাব খালি!"

সকলে পুনরায় উচ্চরবে হাস্য করিয়া উঠিল।

তাহাদের উচ্চহাস্যে কৃষ্ণবর্ণা সুদীর্ঘা বৃদ্ধা ঝি কাদম্বিনী চকিত হইয়া পাচককে কহিল, "বাবুদের আজ সকাল থেকে হাসিতে লেগেছে গো! এ হাওয়া লাগল না কি?"

পাচক ঔদাস্যসহকারে কহিল, "ও বয়সের হাওয়া। এমন আমি অনেক মেসে দেখেছি।"

প্রকাশ কহিল, "এর পর যদি একটু রসিকতা করি, তোমার বোধ হয় আপত্তি হবে না সুবোধ?"

সুবোধ তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আসন হইতে উঠিয়া পড়িয়া কহিল, "তোমার রুচিতে যা ভাল হয় তা করবে, আমার অনুমতির কোন দরকার নেই।"

উচ্চহাস্যের সহিত সকলে উঠিয়া পড়িল।

৫

পরদিন প্রত্যূষে—তখনও মেসের কোনও কক্ষের দ্বার খোলা হয় নাই—বিনোদের কক্ষের দ্বারে আঘাত পড়িল : "বিনোদ ! বিনোদ ! উঠেছ ?"

বিনোদের কক্ষ ক্ষুদ্রপরিসর বলিয়া তাহাতে মাত্র দুইজন ছাত্রের স্থান ছিল। প্রবোধ হাসিয়া উঠিল। কহিল, "বিনোদ, বঁড়শিতে বেশ ভাল রকমেই গেঁথেছ ভাই ! এ যে চমৎকার খেলতে আরম্ভ করলে !"

স্মিতমুখে নিম্নকণ্ঠে বিনোদ কহিল, "চুপ চুপ, শুনতে পেলে খুলে যাবে। কিন্তু শেষ রাত্রে খেলতে আরম্ভ করলে, এ যে ভারি বিপদ হ'ল !"

প্রবোধ কহিল, "বোধ হয় সমস্ত রাত্রি ঘুমোয় নি।"

আবার দ্বারে আঘাত পড়িল : "বিনোদ ! বিনোদ !"

এবার বিনোদ সাড়া দিল, "দাঁড়াও, খুলছি।" তাহার পর প্রবোধকে কহিল, "তুমি ঘুমোবার ভান ক'রে প'ড়ে থাক।"

প্রবোধ তাড়াতাড়ি পাশ ফিরিয়া শুইল।

দ্বার খুলিয়া বিনোদ কহিল, "কি হে, এত ভোরে কি মনে ক'রে ?"

"চল, একটু বেড়িয়ে আসা যাক।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিনোদ কহিল, "কি সর্বনাশ ! এই শেষ রাত্রে বেড়িয়ে আসা যাক ?"

সুবোধ হাসিয়া কহিল, "একটু ভুল হচ্ছে ভাই। এখন ঠিক শেষ রাত্রি নয়, রাত্রিশেষ। বেড়াবার সময়ই এই। দুপুর রোদে তোমাকে যদি বেড়াতে ডাকতাম, তা হ'লে আপত্তি করতে পারতে।"

গাত্রবস্ত্রখানা ভাল করিয়া গায়ে দিয়া বিনোদ কহিল, "আপত্তি ত

এখনও করছি। কোথায় আর যাবে? এইখানে ব'সে পড়। শুয়ে শুয়ে গল্প করা যাক।"

সুবোধ বলিল, "বেড়াতে বেড়াতে গল্প তার চেয়ে ঢের ভাল লাগবে।"

"রুচিভেদও ত আছে সুবোধ। বিশেষত তোমাদের মত কবি-মানুষদের সঙ্গে আমাদের মত অকবিদের রুচির পার্থক্য হ্য়েই থাকে।"

সুবোধ কহিল, "কিন্তু এমনও অনেক বিষয় আছে, যাতে কবি আর অকবির কোন রুচিভেদ নেই। প্রাতর্ভ্রমণও ঠিক সেই রকম একটা বিষয়। প্রমাণ যদি চাও ত অন্তত আজকের দিনটা চল, দেখবে, যত লোক বেড়াচ্ছে তার এক আনাও যদি কবি হ'ত তা হ'লে প্রত্যহ কলকাতা শহরের মোড়ে মোড়ে কবির লড়াই চলত।"

বিনোদ কহিল, "তারা সব পেন্‌শন পাওয়া সবজজ্‌—বহুমূত্ররোগী। কবিদের চেয়েও তাদের বেড়ানো বেশী দরকার। আমরা কেন অকারণ তাদের মধ্যে ভিড় করি?"

কিন্তু এত প্রকার আপত্তি সত্ত্বেও বিনোদকে প্রাতর্ভ্রমণের জন্য শয্যাত্যাগ করিতে এবং অত্যন্ত অসন্তুষ্ট চিত্তে প্রস্তুত হইতে হইল।

বিনোদ কহিল, "প্রবোধকেও নিয়ে যাওয়া যাক।"

ব্যগ্র ভাবে সুবোধ কহিল, "না না, থাক্, বেচারা ঘুমুচ্ছে, ঘুম ভাঙিয়ে কাজ নেই।"

করুণভাবে বিনোদ কহিল, "সে কার্য ত আমিও করছিলাম!"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সুবোধ কহিল, "আমি যখন ডাকছিলাম, তখন কি তুমি ওঠ নি? পাছে তোমার ঘুম ভেঙে যায় ব'লে আমি আস্তে আস্তে ডাকছিলাম।"

মনে মনে সুবোধকে কটূক্তি করিয়া বিনোদ বাহির হইয়া পড়িল।

প্রত্যূষে রাজপথে বাহির হইয়া শীতল মুক্ত বায়ুর প্রভাবে বিনোদের

মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। পথে লোক-চলাচল তখনও বেশী হয় নাই। কলেজ ষ্ট্রীটে পড়িয়া উভয়ে গড়ের মাঠের দিকে চলিতে আরম্ভ করিল।

আসল কথার অবতারণা করিতে স্থবোধের লজ্জা করিতেছিল, তাই অবান্তর কথাই চলিতেছিল। বিনোদ দেখিল, এ সকল কথায় অনর্থক সময় নষ্ট হইতেছে; কারণ, কিছু সময় স্থবোধ স্থনীতির প্রসঙ্গে লইবেই। তাই সে নিজেই কথা তুলিল।

"স্থনীতিকে কেমন লাগল স্থবোধ?"

"চমৎকার! যেমন শিক্ষিত, তেমনি মার্জিত।"

বিনোদ হাসিয়া কহিল, "আর একটা কথা বাদ দিচ্ছ কেন হে? দেখতে কেমন লাগল?"

বিনোদের দিকে চাহিয়া স্মিতমুখে স্থবোধ বলিল, "সেটাও কি বলতে হবে ভাই? চক্ষুর যা ধর্ম, তা থেকে আমার চক্ষু ত বাদ পড়ে নি।"

"কিন্তু কবি-চক্ষু কেমন দেখলে তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া স্থবোধ কহিল, "আমি কবি নই। কিন্তু এ কথা সাহস ক'রে বলতে পারি, তোমার ছোট শালী, শুধু কবি-চক্ষুই নয়, জগতের সমস্ত অকবি-চক্ষুকেও মুগ্ধ করতে সক্ষম। এমন কোনো কাব্য আমি জানি নে, যা স্থনীতিকে আশ্রয় ক'রে ফুটতে পারে না।"

বিনোদ মনে মনে বলিল, 'তবুও ত আসল জিনিসটি দেখ নি।'

স্থনীতির প্রসঙ্গ স্থবোধের নিকট রুচিকর হইলেও, উপস্থিত অন্য একটা ব্যাপার এরূপ প্রবলভাবে তাহার চিত্ত অধিকার করিয়াছিল যে, এ সকল কথাবার্তায় তাহার আগ্রহ হইতেছিল না। তাই বিনোদ একটু চুপ করিতেই স্থবোধ আসল কথা পাড়িল।

"প্রকাশের শালাকে তুমি দেখেছ বিনোদ?"

মনে মনে হাসিয়া বিনোদ কহিল, "দেখেছি বই কি, অনেকবার দেখেছি।"

"কেমন ছেলে ?"

"খুব ভাল ; বি. এস্-সি.তে ফিজিক্সে ফার্স্ট ক্লাস অনার্সে সেকেণ্ড হয়েছিল।"

"স্বাস্থ্য ? দেখতে-শুনতে ?"

"খুব সুন্দর। দেখলে তোমার ভারি পছন্দ হবে। এমন বলিষ্ঠ কান্তিমান ছেলে হাজারের মধ্যে একটাও বেরোয় কি-না সন্দেহ।"

"অবস্থা ?"

বিনোদ সবিস্ময়ে কহিল, "কেন, প্রকাশের শ্বশুরের অবস্থা তুমি জান না ? তিনি ত কলকাতার একজন প্রসিদ্ধ ধনী লোক। বড়বাজারের ভাড়া বাড়ি থেকেই তাঁর মাসিক আয় সাত-আট হাজার টাকা হবে।"

কিছুক্ষণ উভয়ের মধ্যে কোন কথাবার্তা হইল না। তাহার পর বিনোদ বলিল, "সুরেনের সঙ্গে বিয়ে স্থির হ'লে সুনীতির খুব সৌভাগ্যই বলতে হবে।"

একটু নীরব থাকিয়া সুবোধ কহিল, "আমি কিন্তু ঠিক তা মনে করি নে।"

সাগ্রহ-বিস্ময়ের ভাব দেখাইয়া বিনোদ বলিল, "কেন বল দেখি ? এমন পাত্র ত সহজে পাওয়া যায় না।"

সুবোধ কহিল, "ঐ যে বিলেত যাওয়ার কথা, ঐটেকে আমি বড় ভয় করি। বিলেত গিয়ে চরিত্র ভাল রাখতে পারে খুব কম লোকে।"

বিনোদ কহিল, "কিন্তু এ যে বিয়ে ক'রে তার পর বিলেত যাবে।"

সুবোধ সজোরে কহিল, "সে আরও খারাপ ; সেখান থেকে মন্দ হয়ে এলে আর কোনও উপায় থাকবে না। তার চেয়ে বিলেত থেকে ফিরে

এলে তারপর তাকে দেখে-শুনে সন্তুষ্ট হয়ে যদি বিয়ে দাও, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই।"

ঈষৎ চিন্তিত ভাবে বিনোদ কহিল, "সে কথা ঠিক বলেছ। এ একটা ভাববার মত কথা বটে। এ দিকেও দেখ, প্রকাশের শ্বশুরের মত হয় কি না! সুরেনও যেমন খুঁতখুঁতে, তার হয়ত সুনীতিকে দেখে পছন্দ হবে না।"

সুনীতিকে দেখিবার কথায় সুবোধের মনের মধ্যে ধক্ করিয়া একটা আঘাত লাগিল। চমকিয়া উঠিয়া সে কহিল, "সুরেন দেখবে না কি ?"

বিনোদ শান্ত ভাবে কহিল, "প্রকাশ ত কাল রাত্রে সেই রকমই বলছিল। সে বলে, সুরেন দেখে পছন্দ করলে তার শ্বশুরের আর কোন আপত্তি থাকবে না। আট-ন দিন পরে সুরেন এখানে আসবে, তারপর তাকে দেখানো হবে, এই কথা হয়েছে।"

সুবোধ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "উঁহু, এ কোন কাজের কথা নয়; আগে তোমরা ঠিক কর, যে-ছেলে বিলেত যাচ্ছে তার সঙ্গে বিয়ে দেবে কি-না—তারপর দেখানো-শুনানো।"

বিনোদ কহিল, "হ্যাঁ, তা ঠিক বটে; আগে সেই কথাটাই স্থির করা যাক, তারপর অন্য কথা।"

আত্মরক্ষার স্বাভাবিক বুদ্ধি দ্বারা সুবোধের মনে হইতেছিল, সুনীতিকে সুরেন দেখিলে ব্যাপারটা অগ্রসরই হইয়া যাইবে। সুনীতিকে দেখিয়া সুরেন পছন্দ করিবে না, ইহা সম্ভাবনার অন্তর্গত বলিয়া তাহার মনে হইতেছিল না। এই আত্মরক্ষার উদ্বেগ তাহার কোন্ স্বত্ব-জ্ঞান, কোন্ অধিকার-বোধকে বেষ্টন করিয়া জাগিয়া উঠিল, তাহা একটি সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের কথা। সুনীতিকে একদিন দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও দুই-এক দিন দেখিবার লালসা এবং সম্ভাবনা আছে,

এইটুকুই তাহার স্বার্থ বল, আর অধিকারই বল। এই সদ্যোজাত অনির্দিষ্ট অধিকারকণার বিরুদ্ধে সহসা একজন অর্ধ-পরিচিত ব্যক্তির সুদৃঢ় এবং সুস্পষ্ট অধিকার উৎপন্ন হইয়া অতিক্রম করিয়া যাইবে, ইহা তাহার অসহ্য বোধ হইতেছিল। তাই সে সুরেনের বিরুদ্ধে উদ্যত হইয়াছিল। সুরেন প্রতিরুদ্ধ হইলেই যে জগৎ প্রতিরুদ্ধ হইল তাহা নহে; কিন্তু উপস্থিত ত দ্বার উন্মুক্ত রহিল। সে যে কোন্ আশা-আকাঙ্ক্ষা-সম্ভাবনার দ্বার, তাহা এখনও অনির্ণীত; কিন্তু উন্মুক্ত ত রহিল।

পথ চলিতে চলিতে সুবোধ বিলাত এবং বিলাত-ফেরতদের বিরুদ্ধে সত্য এবং কল্পিত যত প্রকার অভিযোগ হইতে পারে, সোৎসাহে বলিতে লাগিল। বিলাত-প্রত্যাগত ছাড়াও যে দেশে বিদ্যাবুদ্ধি এবং অর্থে উপযুক্ত পাত্র যথেষ্ট পাওয়া যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে বহুবিধ যুক্তি এবং উদাহরণ দেখাইতে ছাড়িল না।

একই বিষয়ে পুনঃ পুনঃ বিস্তৃত আলোচনায় বিনোদ মনে মনে উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর, ধর্মতলার মোড়ে আসিয়া সুবোধ যখন বলিল, "চল বিনোদ, কার্জন পার্কে ব'সে এ বিষয়টা একটু ভেবে দেখা যাক," তখন বিনোদ নিজেকে অতিশয় বিপন্ন বোধ করিয়া করুণ ভাবে কহিল, "আর ভাববার দরকার কি ভাই? সুরেনের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব করতে প্রকাশকে মানা ক'রে দিলেই হবে। এখন চল, বাসায় ফেরা যাক।" বলিয়া সুবোধের অনুমোদনের অপেক্ষা না করিয়া একটা শ্যামবাজারগামী ট্রামে সহসা উঠিয়া পড়িল।

ট্রামে উঠিয়া সুবোধ বলিল, "এইটুকু পথের জন্যে ট্রামে উঠলে বিনোদ? বেশ ত গল্প করতে করতে ফেরা যেত।"

বিনোদ কহিল, "না ভাই, আমায় তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

অরুণের কাছ থেকে ক'দিন একটা নোট এনেছি, সেটা এখনই গিয়ে লিখে ফেলা দরকার।"

বহুবাজারের মোড়ে আসিয়া সুবোধ বলিল, "তবে আমিও একটা কাজ সেরে যাই।" বলিয়া ট্রাম হইতে নামিয়া গেল।

বাসায় পৌঁছিয়া বিনোদ বলিল, "না ভাই, রণে ভঙ্গ দিলাম। আর পারছি নে, অসহ্য হয়েছে।"

"কি হয়েছে বল, কি হয়েছে বল ?" বলিয়া প্রকাশ প্রবোধ নীরদ প্রভৃতি বিনোদকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

সংক্ষেপে সমস্ত কথা বলিয়া বিনোদ কহিল, "এই ত কথা, কিন্তু হতভাগা বিশ বার আমাকে একই কথা বলেছে, আর বলিয়েছে।" কিন্তু বন্ধুবর্গের সনির্বন্ধ অনুরোধে বিনোদকে স্বীকৃত হইতে হইল যে, যত বিরক্তকরই হউক না কেন, মধ্যপথে চক্রান্তটিকে পরিত্যাগ করা হইবে না। স্থির হইল, এ অভিনয়ের যবনিকা পড়িবে যোগেশের সহিত সুবোধের বস্তুহীন বিবাহ-বাসরে।

৬

বৈকাল হইতে না হইতে সুবোধ ঝামাপুকুরের বদ্ধ মেস হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া বাগবাজারের গৃহবিশেষে উপনীত হয়। তথায় সুনীতি তাহার অপূর্ব রূপলাবণ্য লইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, এবং তাহার সুমিষ্ট হাস্যে এবং সুমধুর বাক্যে বিমুগ্ধ হইয়া সুবোধ ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকে। এইরূপ একটা কল্পিত দিবাস্বপ্নে তাহার কাব্য-তৃষিত হৃদয় প্রত্যহ মগ্ন হইয়া থাকিত, এবং সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হওয়ার সহিত অবাস্তব কল্পনার অসারতায় যখন তাহার মনে সূক্ষ্ম নৈরাশ্য দেখা দিত তখন কিন্তু এই কথা ভাবিয়াই সে মনে মনে সান্ত্বনা লাভ করিত যে, সেদিন বাগবাজারে যাওয়া হইল না বলিয়া পরদিন তথায় যাইবার পক্ষে তাহার অধিকার বাড়িয়াই গেল।

পাঁচ-ছয় দিন পরে একদিন অপরাহ্ণে সুবোধ প্রত্যহেরই মত মনে মনে সঙ্কল্প করিতেছিল যে, আজ নিশ্চয়ই সমস্ত লজ্জা এবং সঙ্কোচ অতিক্রম করিয়া বাগবাজারে বেড়াইতে যাইবার জন্য বিনোদকে অনুরোধ করিবে, এমন সময়ে বিনোদ স্বয়ং উপস্থিত হইল এবং হাসিয়া কহিল, "তোমার নিমন্ত্রণ এসেছে সুবোধ—প'ড়ে দেখ।" বলিয়া খামে মোড়া একখানা চিঠি সুবোধকে দিল।

উদ্বেগ-ব্যাকুল হৃদয়ে সুবোধ তাড়াতাড়ি চিঠিটা খুলিয়া উল্টাইয়া দেখিল, লেখিকা সুনীতি।

"পড়ব ?"

সস্মিত মুখে বিনোদ কহিল, "পড়বার জন্যেই ত দিলাম,—তোমার ত অধিকার আছে পড়বার।"

সুবোধ একবার দ্বারতবেগে চিঠিটার উপর দৃষ্টি বুলাইয়া গেল। তাহার পর ধীরে ধীরে সমস্তটা পাঠ করিয়া বিনোদের হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "সত্যি বলছি বিনোদ, তোমার ওপর হিংসা হয়। এমন শালী পাওয়া অনেক সৌভাগ্যের কথা। এঁরই বোন ত তোমার স্ত্রী!"

সহাস্য মুখে বিনোদ কহিল, "তা বটে। কিন্তু তোমাকে হিংসা করবারও ত কম কারণ নেই সুবোধ? বন্ধুর শালী পাওয়াও ত কম সৌভাগ্যের কথা নয়। এমন ত আমার অনেক বন্ধু—"

বিনোদকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই সুবোধ কহিল, "না না, বিনোদ, ফাজলামি ক'রো না। তোমার শালী এ সব রসিকতার অনেক ওপরে।"

ঈষৎ শান্ত অথচ দৃঢ় ভাবে বিনোদ কহিল, "ফাজলামি নয় সুবোধ, এ বাস্তবিকই সত্যি কথা। এখন বেশ বুঝতে পারছি, তোমার কাব্য-চর্চা একটুও বৃথা যায় নি। তপস্বীর আত্মনিহিত শক্তির মত তোমার মধ্যেও কাব্য-তপস্যার ফলে এমন একটা অলক্ষ্য শক্তি জন্মগ্রহণ করেছে, যার প্রভাবে আমার শালীর মত এমন একটি দৃঢ়হৃদয়ও শিথিল হয়ে আসছে।"

মনে মনে যথেষ্ট আপ্যায়িত হইয়া সুবোধ জিজ্ঞাসা করিল, "দৃঢ় কেন?"

বিনোদ হাসিয়া কহিল, "কেন, তা বলতে পারি নে, কিন্তু ভারি দৃঢ়। অনেক তীক্ষ্ণ অস্ত্র বর্ষণ করা হয়েছে, কিন্তু কেউ তাকে ভেদ করতে পারে নি। এখন তুমি যদি পার। তা সে সব বাজে কথা যাক, তুমি যাচ্ছ কি না বল?"

মনের দুর্দমনীয় আবেগ অতি কষ্টে রোধ করিয়া সুবোধ বলিল, "চিঠিখানা আর একবার দেখি, আমার যাবার কথা স্পষ্টভাবে লেখা আছে কি না!"

চিঠিখানা সুবোধের হস্তে দিয়া বিনোদ বলিল, "অস্পষ্ট বলে ত মনে হচ্ছে না সুবোধ।"

কোন একটা বিশেষ কথা এবং পরামর্শের জন্য রতনময়ী বিনোদকে ডাকিয়াছেন, ইহাই পত্রের প্রধান মর্ম। অপরাপর দুই-একটা কথার মধ্যে পত্রের শেষদিকে সুবোধের বিষয় দুই-তিন ছত্র এইরূপ লেখা ছিল :—"আপনার বন্ধু সুবোধবাবু আশা করি ভাল আছেন। ভারি চমৎকার লোক। এমন সুমার্জিত ভদ্রলোক কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর যদি অসুবিধা না হয় ত আসবার সময়ে তাঁকেও ধ'রে নিয়ে আসবেন।" পত্রের শেষে সুবোধকে চিঠি দেখাইবার বিষয়ে নিষেধ-অনুরোধও ছিল।

উল্লিখিত অংশ সুবোধ বারংবার পড়িতেছে দেখিয়া বিনোদ কহিল, "মুখস্থ ক'রে আর কি হবে? ছাড়পত্রটা না হয় নিজের কাছেই রেখে দাও, ভবিষ্যতে সময়ে-অসময়ে কাজে আসতে পারে।"

উৎফুল্ল হইয়া সুবোধ কহিল, "আমি রাখব?"

"রাখ, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা যেন ক'রো না। চিঠির শেষে দেখেছ ত তোমাকে দেখাবার পক্ষেও কি রকম কড়া হুকুম আছে।"

দ্বিতীয় কথা আর না বলিয়া সুবোধ চিঠিখানা পকেটে পুরিয়া ফেলিল। তৎপরে অর্ধঘণ্টার মধ্যে উভয়ে সজ্জিত হইয়া বাহির হইয়া গেল।

শ্বশুরালয়ে পৌঁছিয়া পূর্বদিনের মত সুবোধকে বাহিরের ঘরে বসাইয়া বিনোদ ভিতরে প্রবেশ করিল। সেদিনকার মত বৈঠকখানায় দ্রব্যাদি আজ অবিন্যস্ত ছিল না। সুবোধ চাহিয়া চাহিয়া দেখিল, আজ সর্বত্রই একটা পারিপাট্য এবং যত্নের প্রমাণ পরিলক্ষিত হইতেছে। টেবিলের উপর জিনিসপত্র সুসজ্জিত; মধ্যস্থলে একটি সুদৃশ্য ফুলদানিতে সদ্য-প্রস্ফুটিত গোলাপের তোড়া শোভা পাইতেছে। ফরাশের উপর একটি পরিচ্ছন্ন চাদর পরিষ্কার করিয়া পাতা। তাহার উপর তিন-চারিটি সদ্য-ধৌত

আচ্ছাদনাবৃত তাকিয়া। আলমারিতে বইগুলি শৃঙ্খলার সহিত সজ্জিত। সর্বত্র যত্ন ও মনোযোগের চিহ্ন সুস্পষ্ট। এ সকল যে তাহারই আগমনের উপলক্ষে, তদ্বিষয়ে মনের মধ্যে কোন সন্দেহই রহিল না। এমন কি, এরূপ আশ্বাসও তাহার মনে হইল যে, শুধু গৃহের দাসদাসীর দ্বারাই এ রূপান্তর ঘটে নাই,—বিশেষ দুইটি পদ্মহস্তের স্পর্শেই এগুলি এমন সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে।

এইরূপ সরস কল্পনা-স্রোতে সুবোধের মন মগ্ন হইবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময়ে বালিকাবেশী যোগেশকে লইয়া বিনোদ কক্ষে প্রবেশ করিল।

যুক্ত করে সুবোধকে নমস্কার করিয়া যোগেশ স্মিতমুখে কহিল, "ভাল আছেন সুবোধবাবু?"

ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিয়া সুবোধ কহিল, "আপনি ভাল আছেন ত?"

যোগেশ কোনও উত্তর দিবার পূর্বেই বিনোদ কহিল, "এ নিরর্থক প্রশ্নোত্তরের কোনও প্রয়োজন নেই; যেহেতু উভয়ের মধ্যে কাউকেই অসুস্থ দেখাচ্ছে না।"

সুবোধ হাসিয়া কহিল, "চোখে কি সব জিনিসই ঠিক দেখা যায় ব'লে তুমি মনে কর? যথার্থ অবস্থা জানবার পক্ষে চোখের দ্বারা আমরা একটা স্থূল সাহায্য পাই মাত্র।"

বিনোদ বলিল, "কিন্তু এই রক্তমাংসের স্থূল দেহের পক্ষে স্থূল চক্ষুই যথেষ্ট। শুধু যথেষ্ট নয়, প্রচুর। তবে তিন শ্রেণীর জীব আছে যারা চর্মচক্ষুর উপর একটি মর্মচক্ষু বসিয়ে অনেক জিনিস বেশী দেখতে পায়; তারা হচ্ছে কবি, প্রেমিক আর দার্শনিক। তুমি হচ্ছ প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত; দ্বিতীয় শ্রেণীতেও হয়ত প্রবেশ করতে শুরু করেছ; অতএব

তুমি কতকটা অন্ধ, এবং সেই জন্যেই সাধারণ চক্ষুর উপর তোমার আস্থা নেই।"

বিনোদের কথা শুনিয়া সুবোধের মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল, কিন্তু তখনি সম্বৃত হইয়া সে কহিল, "তোমার যুক্তিটা ত ঠিক হ'ল না ভাই। অসাধারণ চক্ষু আমার নেই ব'লেই ত ওঁর শারীরিক কুশল জেনে নিতে চাচ্ছিলাম। অতএব দেখা যাচ্ছে, তোমার তিন শ্রেণীর মধ্যে কোনও শ্রেণীতেই আমি পড়ি নে।"

সহাস্য মুখে যোগেশকে লক্ষ্য করিয়া বিনোদ ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে কহিল, "তুমি এ কথার সাক্ষী রইলে সুনীতি। আমি বলছি, সুবোধ আমার শ্রেণীগুলির মধ্যে একটিতে নয়, দুটিতে নয়, তিনটিতেই পড়ে। আর একটু ঘনিষ্ঠতা হ'লেই তুমি দেখবে, সে একজন মস্ত কবি। তার পর আরও কিছুদিন ঘনিষ্ঠতার পর বুঝতে বাকি থাকবে না, সে আমার দ্বিতীয় শ্রেণীতেও প্রবেশ করেছে। তার পর যেদিন জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হয়ে সে দেখবে, কিছুই কিছু নয়—সমস্তই মায়া, সে দিন দেখবে সুবোধ একজন বিচক্ষণ দার্শনিক।"

এবার সুবোধের মুখ আরও বেশী রঞ্জিত হইয়া উঠিল; কিন্তু সে শুধু লজ্জা এবং সঙ্কোচে নহে, বিরক্তিতেও। একজন বয়স্কা বালিকাকে জড়িত করিয়া তাহারই সম্মুখে এরূপ রসিকতা করা অতিশয় অসমীচীন বলিয়া তাহার মনে হইল। কিরূপ ভাবে প্রতিবাদ করিলে অশোভনতাকে আরও পরিস্ফুট করা হইবে না, তা বুঝিতে না পারিয়া সে নিরুত্তর হইয়া রহিল। লজ্জাহত বালিকার মত যোগেশ নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল এবং দ্বারান্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যে দুইটি প্রাণী ঘরের ভিতরের অভিনয় দেখিতেছিল ও শুনিতেছিল, তাহারা সকৌতুক-বিস্ময়ে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

সুমতি বলিল, "বিনোদ, বলতে আর বাকি রাখলে কি? সবই ত ব'লে দিলে! সুবোধবাবুকে বিনোদ যে অন্ধ বলেছিল, তা মিছে বলে নি দেখছি!"

সুনীতি কহিল, "শুধু কি অন্ধই? বধিরও। শেষের কথাগুলো কি কানেই গেল না!"

সুমতি হাসিয়া কহিল, "তৃতীয় গুণও আছে। এখন একেবারে বোবা। মুখে কথাটি নেই।"

সুবোধকে নির্বাক থাকিতে দেখিয়া বিনোদ হাসিয়া কহিল, "কি হে, ভাবছ কি? আমি যা বলেছি, তা একেবারে অকাট্য। তার আর জবাব নেই।"

সুবোধ হাসিয়া কহিল, "আমি তার জবাব ভাবছি নে ভাই, আমি ভাবছি তোমার জন্যে একটা চতুর্থ শ্রেণী তৈরি করা দরকার। কবিদেরই কথার সংযম নেই শোনা যায়। কিন্তু তোমার মত অকবির যখন কথার ওপর এত অসংযম, তখন তোমাকে চতুর্থ শ্রেণীতে ফেলা গেল,—অর্থাৎ তুমি একটি আস্ত—"

বিনোদ হাসিয়া কহিল, "আস্ত পাগল বলছ ত? এ চতুর্থ শ্রেণী তুমি আজ কর নি সুবোধ,—এ তুমি অনেক দিন আগেই করেছ; আর এর ভেতর শুধু আমাকেই পোর নি, সারা মেসটা পুরেছ।"

দ্বারান্তরালে মৃদু হাস্যধ্বনি শুনা গেল।

যোগেশের দিকে চাহিয়া সুবোধ স্মিতমুখে কহিল, "আমাদের দুই বন্ধুর ঘরুয়া লড়াইয়ে অনেক কথা জানতে পারবেন। এ কথা বোধ হয় আপনি জানতেন না যে আপনাদের জামাইবাবুটি কবিতা শুনলে ক্ষেপে যান?"

মৃদু হাসিয়া যোগেশ কহিল, "না, তা ত জানতাম না।"

বিনোদ কহিল, "কবিতা শুনলে ক্ষেপি নে, কবিতা কামড়ালে ক্ষেপি।

আমার একটি বিলাত-ফেরত বন্ধু আছে, মিস্টার চ্যাটার্জি। তার সঙ্গে তোমার যদি আলাপ হয় তা হ'লে বোধ হয় একদিন হাতাহাতি হয়ে যায়। সে কি বলে জান? সে বলে, শিক্ষিত লোকের প্রলাপ হচ্ছে কবিতা। সে বলে, কুলোর বাতাস দিয়ে পৃথিবী থেকে যদি কোন জিনিস বিদায় করতে হয় ত সে কাব্য-সাহিত্য।"

ব্যগ্র কণ্ঠে সুবোধ কহিল, "তোমার বিলেত-ফেরত বন্ধুর আর বেশী পরিচয়ের দরকার নেই; যা দিয়েছ, তাই যথেষ্ট।"

বিনোদ কহিল, "কিন্তু মনে ক'রো না, সে একটা যা-তা লোক। কেম্‌ব্রিজের সে এম. এ.। তার মত শিক্ষিত, মার্জিত লোক আমাদের দেশে খুব বেশী নেই।"

সুবোধ হাসিয়া কহিল, "সেটা আমাদের দেশের পরম সৌভাগ্য। তাঁর মত একগণ্ডা লোক আমাদের দেশে থাকলে, দেশের জল বাষ্প হয়ে আকাশে উড়ে যেত।"

বিনোদ কহিল, "আচ্ছা, একদিন তার সঙ্গে তোমার পরিচয় ঘটিয়ে দিই। তার পর যা বলতে ইচ্ছা হয়, ব'লো। কিন্তু দোহাই, দুজনে যেন গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ ক'রো না।" বলিয়া যোগেশের দিকে চাহিয়া কহিল, "কি বল সুনীতি, একদিন মিস্টার চ্যাটার্জিকে না হয় তোমাদের বাড়িতেই চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ করা যাক। তোমার সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দোব। তা হ'লে কবি আর অকবির লড়াই দেখতে পাবে।"

মৃদু হাসিয়া সঙ্কুচিত ভাবে যোগেশ কহিল, "নিমন্ত্রণ করতে ইচ্ছা হয় করুন, কিন্তু—" কথা অসমাপ্ত রাখিয়া যোগেশ থামিয়া গেল।

বিনোদ ঔৎসুক্যের ভান করিয়া কহিল, "কিন্তু—কি?"

হাসিয়া যোগেশ কহিল, "আমার সঙ্গে আলাপ না-ই করিয়ে দিলেন।"

"কেন?"

তেমনি স্মিতমুখে একটু ইতস্তত ভাবে যোগেশ কহিল, "তিনি বিলাত-ফেরত, আর আমরা অশিক্ষিত অমার্জিত। তিনি হয়ত আমাদের চাল-চলন পছন্দ করবেন না।"

বিনোদ হাসিয়া কহিল, "এই তোমার আপত্তি? তা হ'লে কোন ভয় নেই। সে মোটেই সে-হিসাবে বিলাত-ফেরত নয়, ঠিক আমাদের মতই বাঙালী।"

যোগেশ হাসিয়া কহিল, "ঠিক আমাদের মত বাঙালী হ'লে মিস্টার চ্যাটার্জি ব'লে আপনি তাঁর উল্লেখ করতেন না। সে যাই হোক, তিনি হয়ত খুব ভাল লোক; কিন্তু বিলাত-ফেরতদের ওপর আমার কেমন একটা আতঙ্ক আছে। আমি কিছুতেই তাঁদের কথা সহ্য করতে পারি নে। তা ছাড়া, কবির সঙ্গে যিনি লড়াই করেন, তিনি শুধু অকবি নন—তিনি অকরুণ।" বলিয়া যোগেশ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

যোগেশের কথা শুনিয়া শ্রদ্ধা আশা ও আনন্দে সুবোধ একেবারে বিহ্বল হইয়া গেল। প্রকাশের শ্যালক সুরেনের বৈরী মূর্তি তাহার অনির্ণীত আকাঙ্ক্ষা ও অনির্দিষ্ট আশার পথ ছাড়িয়া সহসা খানিকটা দূরে সরিয়া গেল। একটা অকারণ গুরুভার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সে যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে জানিল না বা বুঝিল না যে, একজন অস্তিত্ববিহীন বিলাত-ফেরত মিস্টার চ্যাটার্জিকে লইয়া বিনোদ এবং যোগেশের মধ্যে উপরোক্ত আলোচনা তাহাকে প্রবঞ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে একটি পরিকল্পিত কৌশল মাত্র,—এবং বিনোদের কথার উত্তরে যোগেশের বাক্যগুলি অতিশয় যত্নের সহিত গত দুই দিন ধরিয়া কাগজে লিখিয়া যোগেশকে কণ্ঠস্থ করানো হইয়াছিল।

স্মিতমুখে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বিনোদ যোগেশকে কহিল, "তবে তাই ভাল, অকবিকে এখানে এনে কাজ নেই, কবির হাতে তোমাকে

সমর্পণ ক'রে আমি চললাম। কি জন্যে মা ডাকছেন শুনে আসি।" তাহার পর সুবোধের দিকে ফিরিয়া কহিল, "তুমি বলছিলে মিস্টার চ্যাটার্জি দেশের জল বাষ্প ক'রে উবিয়ে দিতে পারে; কিন্তু সুনীতির কাছে তুমি যে-রকম প্রশ্রয় পেতে আরম্ভ করেছ, দেখো যেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে তার হৃদয়খানি জল ক'রে গলিয়ে দিয়ো না!" বলিয়া হাসিতে হাসিতে বিনোদ অন্দরে প্রবেশ করিল।

সবিস্ময়-সঙ্কোচে সুবোধ ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর যোগেশের প্রতি আরক্ত মুখ স্থাপিত করিয়া কহিল, "বিনোদের সঙ্গে আপনার সম্পর্কের হিসাব ধ'রে আর বিনোদের প্রগল্‌ভতার উপর আমার কোন হাত নেই বিবেচনা ক'রে আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। রামের দোষে শ্যামকে মারবেন না।"

মৃদু হাসিয়া যোগেশ কহিল, "রামের দোষে শ্যামকে ত মারবই না; তা ছাড়া রামেরও দোষ নেই।"

স্মিতমুখে সুবোধ কহিল, "রামের সুমুখে কিন্তু রামকে এমন ক'রে প্রশ্রয় দেবেন না, তা হ'লে তার সীমা-পরিসীমার জ্ঞান থাকবে না।"

দ্বারান্তরালে সুমতি ও সুনীতির নিকট উপস্থিত হইয়া বিনোদ সকৌতুকে যোগেশ ও সুবোধের কথোপকথন শুনিতেছিল। সুবোধের কথা শুনিয়া সে সহাস্যে কহিল, "সীমা-পরিসীমার জ্ঞান কার থাকবে না, সেটা দু-চার দিনের মধ্যে সকলে বুঝতে পারবে। তখন শ্যামের দোষে রামকেই মার খেতে না হয়!"

সুমতি স্মিতমুখে মৃদু স্বরে কহিল, "আমি অভয় দিচ্ছি, রামকে মার খেতে হবে না, রসগোল্লাই খেতে হবে।"

সুনীতির প্রতি চাহিয়া বিনোদ সহাস্যে কহিল, "তুমিও কি সেই অভয়ই দিচ্ছ সুনীতি?"

সুনীতি হাসিয়া কহিল, "আমি উপদেশ দিচ্ছি, রাম যেন অতটা আশা না করেন।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিনোদ কহিল, "তবে রাম মার খেতেও পারে ব'লে আশঙ্কা করছ না কি ?"

মৃদু হাসিয়া সুনীতি কহিল, "আমি বলছি, রাম হয়ত মার খাওয়া অথবা রসগোল্লা খাওয়ার কোনো অবস্থাতেই উপস্থিত হবেন না।"

সুমতি নিবিষ্ট মনে যোগেশ ও সুবোধের কথোপকথন শুনিতেছিল ; ফিরিয়া বিনোদ ও সুনীতিকে ব্যগ্রভাবে কহিল, "শোন, শোন, আসল কথা আরম্ভ হয়েছে !"

সুবোধ বলিতেছিল, "আপনি ঠিক বলেছেন,—এই তলিয়ে-যাওয়া, হারিয়ে-যাওয়ার যুগে এখন কিছুদিন আমাদের বিলাত যাওয়া বন্ধ রাখা উচিত। চোখ যার খারাপ হতে শুরু হয়েছে, প্রখর সূর্যালোকে গেলে সে যে ভাল দেখবেই—সব সময়ে তা ঠিক নয়। বরং ক্রমশ সে একেবারে অন্ধ হয়ে যেতে পারে। বিলাত গিয়ে সেখানকার সভ্যতার চাকচিক্যে আমরা আমাদের ভারতবর্ষের সভ্যতা আর সংস্কৃতির বিষয়ে যথার্থ ধারণা হারাই ; মনে করি, এটা বিলিতি নয় ব'লেই নিকৃষ্ট। সেইজন্যে আমাদের দৃষ্টিশক্তি যত দিন সতেজ না হচ্ছে, তত দিন বিলাত যাওয়া উচিত নয়।"

সহাস্য মুখে মৃদু স্বরে সুমতি কহিল, "গরজ বড় বালাই ! এখন বিলাত যাওয়াটাও অন্যায় হয়ে দাঁড়াল !"

বিনোদ কহিল, "আর দৃষ্টিশক্তিটাও একেবারে নিস্তেজ হয়ে গেল ! সতেজ হবে সেদিন, যেদিন যোগেশের আসল মূর্তিটি ওঁর চোখের সামনে ব্যক্ত হবে।"

সুমতি ও সুনীতি অস্ফুট হাস্যধ্বনি করিয়া উঠিল।

সুনীতি কহিল, "মেজ জামাইবাবু, একেই বলে—ঘোড়া দেখে খোঁড়া হওয়া।"

বিনোদ হাসিয়া কহিল, "টাট্টু-ঘোড়া দেখেই! তবু ত সাদা আরব মেয়ারটি এখনও দেখে নি। আসল জিনিসটি দেখলে না জানি আরও কি হ'ত! কিন্তু অন্ধের কাছে কাচই বা কি আর হীরাই বা কি!"

ঈষৎ আরক্ত মুখে মৃদুকণ্ঠে সুনীতি কহিল, "তা নয় মেজ জামাইবাবু, আসল জিনিসের চেয়ে নকল জিনিসই বেশী প্রবল হয়। আপনার থিয়েটেরে শালা যে নির্লজ্জতার অভিনয় করছে, তা আপনার কোন শালীই পারত না।"

মাথা নাড়িয়া বিনোদ কহিল "উঁহু, আমি তা স্বীকার করি নে। আতর-মাখানো পশমের ফুলের চেয়ে আসল ফুলের মৃদু গন্ধই বেশী মন মাতায়। গলার চেয়ে গ্রামোফোন কখনই ভাল হয় না।"

বাহিরের ঘরে সুবোধ বলিতেছিল, "স্বদেশী সাহেবদের প্রতি আপনার ঘৃণা দেখে এখন বুঝতে পারছি, কেমন ক'রে আপনার স্বদেশ বইখানির নোটগুলি অমন সুন্দর হতে পেরেছিল। আপনি দয়া ক'রে আপনার বইখানি একদিনের জন্যে আমাকে দেবেন, আমি আমার বইয়ের পাশে পাশে নোটগুলি লিখে নোব।"

শুনিয়া সুমতি অতি কষ্টে হাস্যধ্বনি রোধ করিয়া কহিল, "এ যে একেবারে চটপট্ সুবোধ বালক হয়ে দাঁড়াল দেখছি! গুরু-শিষ্য সম্পর্ক পাতিয়ে ফেললে!"

সুনীতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বিনোদ সহাস্যমুখে কহিল, "দেখো সুনীতি,—গুরু হয়েই নিরস্ত থেকো—ক্রমশ যেন গুরুতর হয়ে উঠো না।"

মৃদু হাসিয়া সুনীতি কহিল, "না, আমাকে অত লঘু মনে করবেন না।"

হস্ত সঞ্চালনের দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া সুমতি কহিল, "শোন শোন, ভারি মজার কথা হচ্ছে!"

তিনজনে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল। যোগেশ নতনেত্রে কহিতেছিল, "আমি কিছুমাত্র বিরক্ত হব না সুবোধবাবু, আপনি যা বলতে চান, অনায়াসে বলুন।"

একটু ইতস্তত ভাবে আরক্ত মুখে সুবোধ কহিল, "দেখুন, যখন দরকার হচ্ছে, আপনি আমাকে সুবোধবাবু ব'লে নাম ধ'রে সম্বোধন করছেন; কিন্তু প্রয়োজন হ'লে আমি কি ব'লে আপনাকে ডাকতে পারি, তা ত ভেবে পাচ্ছি নে।"

বিস্মিত হইয়া যোগেশ কহিল, "কেন, আমারও ত নাম আছে। আপনি কি আমার নাম ভুলে গেছেন?"

সুবোধের ধমনীর মধ্যে রক্তপ্রবাহ দ্রুত হইয়া উঠিল। একটা কথা ওষ্ঠাগ্রে আসিয়া ফিরিয়া গেল। যথাসম্ভব নিজেকে সম্বৃত করিয়া লইয়া সে বলিল, "আপনার নাম আমি এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলি নি; কিন্তু শুধু নাম ধ'রে ত ডাকতে পারি নে। অথচ আপনার নামের সঙ্গে কোন্ কথা যোগ করলে আপনাকে নাম ধ'রে ডাকা চলতে পারে, তাও বুঝতে পারছি নে। চলতি প্রথামত আপনার নামে মিস্ যোগ করা ত চলবেই না।"

স্মিতমুখে যোগেশ কহিল, "না, তা চলবে না। কিন্তু শুধু সুনীতি ব'লে ডাকলেই ত চলে।"

কুণ্ঠা-কম্পিত স্বরে সুবোধ কহিল, "আপনি ব'লে সম্বোধন করার সঙ্গে শুধু সুনীতি ত বলা যায় না।"

যোগেশ হাসিয়া কহিল, "তারও ত সহজ উপায় আছে। আমাকে তুমি ব'লে ডাকতে আরম্ভ করুন, তা হ'লে শুধু সুনীতি ব'লে ডাকাও চলবে।"

দ্বারান্তরালে সুনীতির মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। বিনোদ ক্ষণকালের

জন্য অন্যত্র গিয়াছিল। সুমতির দিকে চাহিয়া সুনীতি কহিল, "ডেঁপো ছেলেটা আমাকে সব রকমে নাকাল করবে! আমার নাম ধ'রেও ওকে ডাকাবে দেখছি। যে রকম হ্যাংলা মানুষ—একবার ডাকতে আরম্ভ করলে মুখ আর বন্ধ থাকবে না।"

সুমতি হাসিয়া কহিল, "যোগেশ যে-রকম ক'রে বেচারাকে লোভ দেখাচ্ছে, হ্যাংলা না হয়ে আর করে কি বল্? যোগেশ কিন্তু চমৎকার অভিনয় করছে।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সুনীতি কহিল, "মাগো! একটুও নয়,—সুবোধ-বাবু বাস্তবিকই অন্ধ। অন্য লোক হ'লে যোগেশের ডেঁপোমিতে এতক্ষণ বিরক্ত হয়ে যেত। ও যে-রকম ক'রে কথাবার্তা কইছে, একজন পনের-ষোল বছরের মেয়ে দু'দিনের পরিচয়ে কখনও তা করতে পারে না; একেবারে অস্বাভাবিক, অসম্ভব।"

বিনোদ প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কতদূর এগুলো দিদি?"

সুমতি হাসিয়া কহিল, "তা বেশ এগুচ্ছে। তোমার শালা সুবোধকে সুনীতির নাম জপ করাবার চেষ্টায় আছে।"

উৎফুল্ল হইয়া বিনোদ বলিল, "চলুন চলুন, শুনি।" তিনজনে দ্বারের নিকটে আসিয়া কান পাতিল।

সুবোধ বলিতেছিল, "আজ তুমি আমাকে যে অধিকার দিলে সুনীতি, আমি যেন তার উপযুক্ত হতে পারি। এ অধিকারের অপব্যবহার করবার প্রবৃত্তি আমার যেন কখনও না হয়। কিন্তু কি জানি কেন, আজ আমার ভারি আনন্দ হচ্ছে সুনীতি। আমার কেবলই মনে হচ্ছে, তোমাকে নাম ধ'রে ডাকি, সুনীতি সুনীতি সুনীতি—"

নতনেত্রে যোগেশ কহিল, "কেন বলুন দেখি সুবোধবাবু?"

চেয়ার হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সুবোধ কহিল, "তা জানি নে। তুমি

হয়ত গত জন্মে আমার নিতান্ত আপনার কেউ ছিলে; কিংবা হয়ত তুমি—” সুবোধের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল; তাহার দেহের অর্ধেক রক্ত তাহার মুখমণ্ডলে আসিয়া উপস্থিত হইল।

“কিংবা হয়ত আমি—কি, সুবোধবাবু?”

সুবোধ ত্রস্ত হইয়া কহিল, “আমাকে ক্ষমা কর সুনীতি, আমি কি বলতে কি বলছি, কি করতে কি করছি! আমার মাথা ঠিক থাকছে না।”

আর্দ্র কণ্ঠে যোগেশ কহিল, “আপনি অমন কচ্ছেন কেন সুবোধবাবু? একটু স্থির হয়ে বসুন।”

বিনোদ দ্বারের নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, “কি সর্বনাশ! এ যে একেবারে উন্মাদ হয়ে উঠল! সুনীতি, সুনীতি, সুনীতি, সুনীতি! বাস্তবিকই যে জপ করতে শুরু করলে!”

সুমতি স্মিতমুখে সুনীতির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া কহিল, “আর ব'লো না, সুনীতি আবার এখনি ক্ষেপে উঠবে। হাতের লেখা আর নামের জন্যে একেই ত ক্ষেপে রয়েছে।”

সুনীতির দিকে চাহিয়া সহাস্য মুখে বিনোদ বলিল, “লক্ষ্মী সুনীতি, তুমি আর ক্ষেপো না ভাই। সুবোধ ত ক্ষেপেইছে,—তার ওপর আবার তুমি যদি ক্ষেপ, তা হ'লে ব্যাপারটা মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবে।”

সুনীতি তাহার বিরক্তি-বিরস মুখে জোর করিয়া মৃদু হাস্যের রেখা আনিয়া কহিল, “মারাত্মক যদি হয়, তার জন্যে আপনারাই দায়ী হবেন। আপনারাই ক্রমে ক্রমে আমার নাম, আমার লেখা, এমন কি আমাকে দিয়ে চিঠি লেখানো পর্যন্ত আরম্ভ করেছেন। এখন যদি কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ে, তাতে আমার দোষ কি বলুন?”

সুনীতির করুণ মুখ এবং কাতর কণ্ঠস্বরে ব্যথিত হইয়া বিনোদ স্নিগ্ধ

কণ্ঠে কহিল, "না, তোমার কোন দোষ নেই। কিন্তু একটা কথা সুনীতি,—এ আমি বেশ জানি ভাই, নিতান্তই যদি কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ে, তার জন্যে কেউ মারা যাবে না। এ মিথ্যা খেলা যদি ক্রমশ সত্যি হয়ে দাঁড়ায়, আমি জোর ক'রে বলতে পারি, তার জন্যে কাউকে পরিতাপ করতে হবে না; তোমাকেও না, আমাকেও না।"

সুনীতির মুখ পুনরায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে হাসিয়া কহিল, "সে ত খুব ভাল কথা। কিন্তু এ মিথ্যা খেলা যদি সত্যি সত্যিই মিথ্যা থেকে যায়, তা হ'লে আপনার বন্ধুটিকে পরিতাপ করতে হবে কি না, সে কথা ভেবেছেন কি?"

উৎফুল্ল ভাবে বিনোদ কহিল, "কোন ভয় নেই ভাই। আমার বন্ধুর ওপর যদি কোন করুণাময়ীর করুণা ক্রমশ গাঢ় থেকে প্রগাঢ় হয়ে ওঠে, তা হ'লে তাকেও পরিতাপ করতে হবে না।"

বিনোদের এ কথার মধ্যে সত্যের কোন সংস্রব উপস্থিত দৃষ্টিগোচর না হইলেও সুনীতির হৃদয় যেন অদৃষ্ট ভবিষ্যতের অপরিজ্ঞাত সম্ভাবনায় কাঁপিয়া উঠিল। এই নির্বিচার, নির্বিকল্প, আকস্মিক উক্তিকে যেন ঋষিমুখনিঃসৃত অভিশাপ অথবা বরের মত অমোঘ বলিয়া তাহার মনে হইল। তাই পরিহাস-প্রত্যুত্তরে অক্ষমা না হইলেও, এবার তাহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না।

সুমতি হাসিয়া কহিল, "ঈশ্বর করুন তাই যেন হয়। আমার ত ছেলেটিকে ভারি পছন্দ হয়েছে।"

সুনীতির নীরব-নিরুদ্ধ ভাব লক্ষ্য করিয়া বিনোদ এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া অন্য কথা পাড়িল। বলিল, "সে পরের কথা পরে হবে; উপস্থিত তোমাকে আমার আর আমার বন্ধুদের হয়ে বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি সুনীতি। চিঠিখানি তুমি চমৎকার লিখেছিলে। ভবিষ্যতেও মাঝে মাঝে

লিখতে হবে। তোমার লেখাটা যখন চ'লে গিয়েছে, তখন শেষ পর্যন্ত তোমারই লেখা চালানো ভিন্ন উপায় নেই। বেশীদিন তোমাকে কষ্ট করতে হবে না। মাস খানেকের মধ্যেই আমরা মালা-বদল করাতে চাই। তারপর তোমার অব্যাহতি।"

এমন সময়ে যোগেশ প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিল যে, সুবোধ সহসা চলিয়া গিয়াছে। বিনোদকে ডাকিয়া আনা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে সে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও সে স্বীকৃত হয় নাই।

সবিস্ময়ে বিনোদ কহিল, "কিছু ব'লে গেল ?"

"বললেন—শরীরটা ভাল মনে হচ্ছে না; তোমার জামাইবাবুর আসতে দেরি হবে, আমি চললাম। আপনাকে ডাকবার কথা বলায় বললেন—সে এলে আর যেতে দেবে না। ব'লেই উঠে পড়লেন। আমি তাঁকে আটকাবার জন্যে সদর-দরজা পর্যন্ত গিয়েছিলাম, কিন্তু ফিরলেন না, চ'লে গেলেন।"

সুনীতি কহিল, "কোনও অভদ্রতা করিস নি ত? রেগে চ'লে গেলেন না ত ?"

প্রসন্ন মুখে একগাল হাসি হাসিয়া যোগেশ কহিল, "রাগ বলছ কি সেজদিদি ? আমার উপর খুব খুশী হয়েছেন।"

যোগেশের কথায় সুমতি ও বিনোদ হাসিয়া উঠিল।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সুনীতি সবিদ্রূপে কহিল, "খুশী আর হবেন না কেন! যে রকম ক'রে আমার মাথাটি চিবুচ্ছ, তাতে কে না খুশী হয় ?"

বালিকাবেশী যোগেশের পৃষ্ঠে সস্নেহে হস্তার্পণ করিয়া বিনোদ কহিল, "না না সুনীতি, যোগেশকে আর ব'কো না। ও আজ যা অভিনয় করেছে, তা চমৎকার! আমার বন্ধুরা স্থির করেছে, বিয়ের রাত্রে তারা যোগেশকে একটা সোনার মেডেল গড়িয়ে উপহার দেবে।"

কয়েকদিন হইতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া অবিশ্রান্ত টিপিটিপি বৃষ্টি পড়িতেছিল। কলিকাতার পথ কর্দমাক্ত হইয়া উঠিয়াছে; তাহার উপর শীতকালের দিনে বর্ষায় অত্যধিক ঠাণ্ডা পড়ায় ক্লিষ্ট পথিকগণ অতিশয় কষ্টে পথ চলিতেছিল। সুনীতি তাহার কক্ষে বসিয়া দুঃখার্দ্র চিত্তে পথচারীদের কষ্ট দেখিতেছিল। এমন সময়ে খামে-মোড়া একখানা চিঠি লইয়া প্রবেশ করিয়া যোগেশ বলিল, "সেজদিদি, তোমার একখানা চিঠি আছে।"

সুনীতি জানালার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "কার রে?"

"তা জানি নে, এই নাও।" বলিয়া চিঠি দিয়া যোগেশ চলিয়া গেল।

খামের উপর অপরিচিত হস্তাক্ষর দেখিয়া সুনীতি একটু বিস্মিত হইল; তাহার পর চিঠি খুলিয়া লেখকের নাম দেখিয়া তাহার মুখ রঞ্জিত হইয়া উঠিল। চিঠি লিখিয়াছে সুবোধ।

এ কয়েকদিন সুবোধের সহিত রঙ্গ-কৌতুকের মধ্যে তাহার কতকটা অংশ থাকিলেও, প্রত্যক্ষ যোগ বিশেষ কিছু ছিল না। আজ সহসা সুবোধের নিকট হইতে তাহার সম্বোধনে পত্র আসিয়া তাহারই নিকট একেবারে উপস্থিত হওয়ায় সুনীতি হৃদয়ের মধ্যে একটা অনির্বচনীয় উদ্বেগ বোধ করিল। সুবোধের সম্মুখে সহসা তাহাকে দাঁড় করাইয়া দিলে তাহার যেমন অবস্থা হইত, তাহার নামে সুবোধের পত্র হস্তে লইয়া নির্জন কক্ষেও সে ঠিক তেমনি অবস্থাই বোধ করিতে লাগিল। সুবোধ লিখিয়াছিল,—

শ্রীমতী স্থনীতিবালা দেবী,

কল্যাণীয়াস্থ,

সেদিন সন্ধ্যায় তোমাদের বাড়ি থেকে হঠাৎ ও-রকম ক'রে চ'লে আসায় তুমি নিশ্চয় খুব আশ্চর্য ও বিরক্ত হয়েছিলে। এসে পর্যন্ত আমার ইচ্ছা হচ্ছিল যে, আমার এই অদ্ভুত আচরণের একটা কৈফিয়ত দিই, কিন্তু কি রকম ক'রে দিই তার উপায় ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না। আজ অনেক ভেবে-চিন্তে তোমাকে চিঠি লেখাই স্থির করলাম, বিশেষত বিনোদ যখন আশ্বাস দিলে যে, তোমাকে চিঠি লিখলে অন্যায় কিছু হবে না। তবুও এই চিঠি লেখার জন্য প্রথমেই তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি। তুমি যে সেদিন তোমাকে স্থনীতি ব'লে ডাকবার অধিকার আমাকে দিয়েছিলে, আশা করি, এই চিঠি লেখার স্পর্ধাকেও সেই অধিকারের অনুবর্তী অধিকার ব'লে গ্রহণ করবে।

কৈফিয়ত ত দিতে ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু কি কৈফিয়ত দোব, তাও বুঝে উঠতে পাচ্ছি নে। কারণ সেদিন অমন ক'রে কেন পালিয়েছিলাম, তা আমি নিজেই এখনও ঠিক করতে পারি নি। আমার বোধ হয়, তুমি আমাকে যে অধিকার দিয়েছিলে, পাছে তার মর্যাদা না রাখতে পারি সেই আশঙ্কায় পালিয়েছিলাম। এ আমার বেশ মনে আছে যে, তোমার সহজ স্থন্দর ভদ্র ব্যবহারের প্রত্যুত্তরে আমি ঠিক সঙ্গত ব্যবহার করতে পারছিলাম না। তোমার পরিমিত আচরণের কাছে আমার আচরণটা বাড়াবাড়ি রকমেরই হয়ে উঠেছিল,—যেটা আমি পছন্দও করছিলাম না, আটকাতেও পারছিলাম না। কাজেই রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়েছিলাম। সেদিন আমার বাক্যে ও ব্যবহারে যদি কোন অসঙ্গতি বা অভদ্রতা প্রকাশ পেয়ে থাকে, তা হ'লে তার জন্য আমি বাস্তবিকই দুঃখিত। আশা করি তুমি তোমার সহৃদয়তায় আমার অপরাধ ক্ষমা করবে।

কিন্তু সেদিন তোমাকে যত অসঙ্গত কথাই ব'লে থাকি না কেন, তার মধ্যে অন্তত একটা সত্য কথা বলেছি। বাস্তবিকই আমার মনে হয় সুনীতি, তুমি আমার বহু-জন্ম-জন্মান্তরের আপনার জন। এই যে দুদিনের পরিচয়—যা হয়ত এ জীবনে আর একটুও বাড়বার সুযোগ পাবে না, এমন কি, অদূরভবিষ্যতে একদিন লুপ্তই হয়ে যাবে,—আমার মনে হয় তোমার সঙ্গে আমার কেবল এইটুকুমাত্রই যোগ নয়। এর চেয়ে ঢের বড় যোগ তোমার-আমার মধ্যে ছিল, যার আকর্ষণ এখনও আমার মধ্যে প্রবল হয়ে রয়েছে। তোমার মধ্যে আছে কি না তুমিই জান।

সেদিন যে-রকম অভদ্র ভাবে চ'লে এসেছি, যতক্ষণ না সে অপরাধের জন্য তোমার ক্ষমা পাচ্ছি, ততক্ষণ তোমার কাছে যাবার আমার অধিকার নেই, এই শাস্তি আমি নিজে গ্রহণ করেছি।

অবশেষে একটা কথা ব'লে চিঠি শেষ করি। বিনা সম্মতিতে অপরের চিঠি পড়ার কুপ্রথা তোমাদের বাড়িতে নেই, বিনোদের কাছ থেকে এই সংবাদটি জানতে পেরে, তবে তোমাকে এই চিঠি লিখতে বসেছি। এই চিঠির বক্তব্যের সঙ্গে তুমি ছাড়া আর কারও সম্পর্ক নেই, সেইজন্য তুমি ছাড়া আর কারও পড়বার কারণও নেই। আশা করি, তোমরা সকলে ভাল আছ। ইতি

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সুবোধের চিঠিখানা সুনীতি একবার, দুইবার, তিনবার পড়িল ; এবং যতবারই পড়িল, চিঠির মধ্যে সুপ্রকাশ সহজ সরল ভদ্রতা উত্তরোত্তর অনুভব করিয়া সুবোধের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি বাড়িয়া গেল। প্রথম যেদিন এই চক্রান্ত কল্পিত হয় সেই দিনই ইহার নির্মমতা সুনীতিকে পীড়ন করিয়াছিল। তাহার পর নানা প্রকার অবস্থা ও অনুরোধে বাধ্য

হইয়া ক্রমশ তাহাকে এই চক্রান্তের মধ্যে কতকটা লিপ্ত হইয়া পড়িতে হইয়াছে সত্য; কিন্তু এ পর্যন্ত তাহাকে মুখ্যত এমন কোন অংশই গ্রহণ করিতে হয় নাই, যেমন আজ সুবোধের পত্র পাইয়া করিতে হইল এবং তাহার উত্তর দিতে গিয়া করিতে হইবে। এ পর্যন্ত এ চক্রান্তে যোগেশই ছিল চক্রী, কিন্তু আজ হইতে এই যে পত্র-পত্রোত্তরের ব্যাপার আরম্ভ হইল, ইহা হইতে যোগেশ একেবারে অপসৃত হইয়া গেল এবং তাহার স্থান অধিকার করিল সে নিজে।

স্পষ্ট নিষেধ না থাকিলেও, সুবোধের পত্র সুনীতি কাহাকেও দেখাইবে না, পত্রমধ্যে সে ইঙ্গিত এবং বিশ্বাস ছিল। তাই সুমতিকে পত্র দেখাইবে কি-না, সমস্ত দিন ভাবিয়া ভাবিয়াও সুনীতি স্থির করিতে পারিল না; এবং সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে ক্রমশ তিন-চার দিন কাটিয়া গেল।

সুনীতিকে সুবোধ পত্র লিখিয়াছিল, বিনোদ যে শুধু তাহা জানিত তাহা নহে, সে পত্র সে পাঠও করিয়াছিল। তিন-চার দিনেও তাহার কোন উত্তর আসিল না দেখিয়া অবশেষে একদিন সে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইল।

সুমতি বলিল, "সুবোধবাবুর চিঠি এসেছে, কই, আমি ত কিছু জানি নে!"

সুমতি ও বিনোদ তখন সুনীতির নিকট উপস্থিত হইয়া চিঠির কথা জিজ্ঞাসা করিল। সুনীতি কহিল, "হ্যাঁ, এসেছে।"

সবিস্ময়ে সুমতি কহিল, "এসেছে? কবে? আজ?"

মৃদু হাসিয়া সুনীতি কহিল, "আজ নয়; দু-তিন দিন হ'ল।"

অধিকতর বিস্মিত হইয়া সুমতি বলিল, "দু-তিন দিন হ'ল এসেছে! আমাকে দেখাস নি কেন?"

একটু ইতস্তত করিয়া স্মিতমুখে সুনীতি কহিল, "দেখাতে মানা ব'লে দেখাই নি।"

একবার বিনোদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সুমতি কহিল, "কার মানা? সুবোধবাবু চিঠিতে মানা করেছেন?"

"হ্যাঁ।"

পুনরায় বিনোদের দিকে চাহিয়া সুমতি বলিল, "একবার আক্কেলটা দেখ! সুবোধবাবু মানা করেছেন, তাই আমাদের চিঠি দেখাবে না। হঠাৎ যে সুবোধবাবুর এমন বাধ্য হয়ে উঠলি?"

সুনীতি কহিল, "বাধ্য আবার কি মেজদিদি? একজন ভদ্রলোক একটা অনুরোধ করেছেন, সেটা রাখাই ত উচিত।"

এবার বিনোদ কথা কহিল; বলিল, "অনুরোধ করেছেন সত্যি; কিন্তু কাকে অনুরোধ করেছেন, সুনীতি? তোমাকে করেছেন, না, যোগেশকে?"

ঈষৎ বিমূঢ় ভাবে এক মুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া সুনীতি বলিল, "আমাকেই নিশ্চয় করেছেন; কারণ, চিঠি-লেখালেখির সঙ্গে যোগেশের ত কোনও সম্বন্ধ নেই।"

সহাস্য মুখে বিনোদ কহিল, "নিশ্চয়ই আছে। যার সঙ্গে সুবোধের পরিচয় হয়েছে, সেই যোগেশকেই সে চিঠি লিখেছে, আর কাউকে নয়।"

অসতর্ক তর্কের পথ দিয়া সুনীতি অজ্ঞাতসারে কোন্ দিকে চলিয়াছিল তাহা না বুঝিয়া সবেগে বলিল, "আপনি কি বলতে চান, আমাদের বাড়িতে যোগেশ নামে একটি যে ছেলে আছে, সুবোধবাবু তাকেই চিঠি লিখেছেন?"

মৃদু হাসিয়া বক্র দৃষ্টিতে সুমতির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বিনোদ কহিল, "তুমি কি বলতে চাও, এ বাড়িতে সুনীতি নামে একটি যে মেয়ে আছে, সুবোধবাবু তাকেই চিঠি লিখেছেন?"

এবার সুনীতি ঈষৎ রক্তিম হইয়া উঠিল। তাহার প্রশ্নের দ্বারা সে যে বিনোদকে এমন একটি প্রশ্ন করিবার সুযোগ দিতেছিল, তাহা সে পূর্বে

বুঝিতে পারে নাই ; তাই প্রথমটা সে বিমূঢ় হইয়া নিরুত্তর রহিল। কিন্তু পরক্ষণেই সামলাইয়া লইয়া সহাস্য মুখে বলিল, "নিশ্চয়ই লিখেছেন। বিশ্বাস না হয় ত আপনি সুবোধবাবুকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখুন, তিনি চিঠি লিখেছেন এ বাড়ির মেয়ে সুনীতিকে, না, ছেলে যোগেশকে !"

বিনোদের মুখ কৌতুকের নীরব হাস্যে ভরিয়া উঠিল। কহিল, "শুধু এ কথা কেন ? সুবোধকে জিজ্ঞাসা করলে, সে এমন অনেক কথাই ত বলবে। সে বলবে, এ বাড়িতে সুনীতি নামে যে মেয়ে আছে, তারই জন্যে সে দিন দিন পাগল হয়ে উঠছে ; এ বাড়ির ছেলে যোগেশের জন্যে, তা কখনই বলবে না। তার চিঠিকে যেমন প্রশ্রয় দিচ্ছ, তার পাগলামিকেও কি তেমনি প্রশ্রয় দেবে সুনীতি ?"

বিনোদের কথা শুনিয়া সুমতি বিশেষ কৌতুক অনুভব করিল। হাসিয়া কহিল, "তা যদি দিস সুনীতি, তা হ'লে তোর চিঠি আর একবারও দেখতে চাইব না। তোর মেজ জামাইবাবুর চিঠি তোর মেজদিদি যেমন ক'রে লুকিয়ে রাখে, তোর মেজ জামাইবাবুর বন্ধুর চিঠি তুই ঠিক তেমনি ক'রেই লুকিয়ে রাখিস।"

সুনীতির মুখ কঠিন এবং রঞ্জিত হইয়া উঠিল। সুবোধের অনুরোধ অনুযায়ী সুবোধের চিঠি কাহাকেও না দেখাইতে যে সে ন্যায়ত বাধ্য তদ্বিষয়ে সে মনে মনে নিঃসন্দেহ ছিল না। এমন কি, চিঠিখানা সুমতিকে দেখাইবে বলিয়াই সে মনে মনে স্থির করিয়াছিল—কতকটা দ্বিধাগ্রস্ততার জন্যই কয়েকদিন তাহা হইয়া উঠে নাই। কিন্তু এই কথা-কাটাকাটি ও পরিহাস-কৌতুকের খোঁচাখুঁচিতে তাহার প্রবল মন সহসা বিরূপ হইয়া দাঁড়াইল। মুখে কিন্তু হাস্য আনিয়া সে কহিল, "যেমন ক'রে লুকিয়ে রাখা উচিত, ঠিক তেমনি ক'রেই লুকিয়ে রাখব ; সেজন্যে দিদি কিংবা মেজ-দিদির উদাহরণের দরকার নেই।" তাহার পর বিনোদকে সম্বোধন করিয়া

বলিল, "সুবোধবাবুর পাগলামিকে প্রশ্রয় দিতে বাকি আর কি থাকছে, মেজ জামাইবাবু? আপনারা মেস-শুদ্ধ যেমন দিচ্ছেন, আমরা বাড়ি-শুদ্ধও ঠিক তেমনি দিচ্ছি। কিন্তু এখনও যদি আমার প্রশ্রয় দেওয়ার দরকার থাকে, তা হ'লে চিঠিপত্র সম্বন্ধে দুটি বিষয়ে আমাকে স্বাধীনতা দিতে হবে।"

বিনোদ কহিল, "কি, বল?"

সুনীতি কহিল, "প্রথমত, আমার লেখা চিঠি আমি একটিও আপনাদের দেখাব না; আর সুবোধবাবুর লেখা চিঠি দেখানো না-দেখানো আমার ইচ্ছা আর বিবেচনার উপর নির্ভর করবে।"

"দ্বিতীয়ত?"

"দ্বিতীয়ত, আপনারা আমাকে যা লিখতে বলবেন, নির্বিচারে তা-ই লিখতে আমি বাধ্য থাকব না। যেটা লেখা অন্যায় বা অনুচিত ব'লে আমার মনে হবে, তা আমি কখনই লিখব না।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া বিনোদ কহিল, "এ বিষয়ে আমার তা হ'লে দুটি কথা আছে। প্রথমত, তোমাদের দুজনের চিঠিপত্রগুলোর মর্ম জানা না থাকলে, সুবোধের সঙ্গে যখন যোগেশের কথাবার্তা হবে তখন সে ভারি অসুবিধায় পড়তে পারে।"

সুনীতি কহিল, "সে ঠিক বলেছেন। কিন্তু সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন, চিঠিপত্রের বিষয়ে আমি যোগেশকে ঠিক তালিম ক'রে দোব। তা ছাড়া মেজ জামাইবাবু, আমি যে চিঠিগুলো লিখব, অন্তত সেগুলো যোগেশের কখনই দেখা উচিত নয়। আপনার দ্বিতীয় কথা কি?"

"আমার দ্বিতীয় কথা, তোমার পক্ষে অন্যায় বা অনুচিত কথা লিখতে যেমন তুমি বাধ্য থাকবে না, আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর কথা লিখতেও তেমনি তোমার কোন অধিকার থাকবে না। অর্থাৎ, তুমি এমন কোন কথা লিখবে না, যা আমাদের ফন্দির পক্ষে ক্ষতিজনক হতে পারে।"

দৃঢ়ভাবে সুনীতি কহিল, "নিশ্চয়ই নয়; সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন। আমার চিঠি লেখবার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে, আপনাদের ফন্দিটি সফল করবার চেষ্টা। তা ভিন্ন চিঠি লেখার সঙ্গে আমার কোন সংস্রবই ত নেই।"

অবশেষে বিনোদ ও সুমতিকে সুনীতির প্রস্তাবেই স্বীকৃত হইতে হইল। তাহারা উভয়েই সুনীতিকে বিলক্ষণ চিনিত; তাই অধিক পীড়াপীড়ি করিয়া অনর্থক সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন দেখিল না।

একটু দ্বিধাভরে সহাস্য মুখে সুনীতি কহিল, "আমার আর একটা অনুরোধ আছে মেজ জামাইবাবু।"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বিনোদ কহিল, "আবার কি অনুরোধ?"

সুনীতির উপর সুমতি একটু বিশেষরূপই ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। চিঠি পড়িবার আনন্দ হইতে বঞ্চিত হওয়ায় তাহার অর্ধেক উৎসাহই চলিয়া গিয়াছিল। তাই সে ব্যঙ্গস্বরে কহিল, "অনুরোধ আর কেন বলছ? তোমার ত হুকুম! আবার কি হুকুম বল? বাপ রে, কি জবরদস্ত মেয়ে!"

শুধু একটু মৃদু হাস্যে সুমতির কথার উত্তর দিয়া সুনীতি বলিল, "এক মাসের মধ্যে আপনাদের এ ব্যাপারটা শেষ করতে হবে। এক মাস পরে বাবা আসবেন, তখন কিন্তু আমি আর এর মধ্যে থাকব না।"

বিনোদ কহিল, "তথাস্তু। এক মাস কেন, যে রকম ভাবে ব্যাপারটা এগুচ্ছে, আমার আশা হয় পনের দিনের মধ্যেই সুবোধের নকল বিয়ে আমরা দিতে পারব। কেবল অভিনয়ের পঞ্চমাঙ্কে তোমরা বিশেষ ভাবে একটু সাহায্য ক'রো।"

সুনীতি হাসিয়া কহিল, "আমি শুধু চিঠি লিখেই খালাস। নকল বিয়েতে আমার যোগ থাকবে না, তা আগে থেকে ব'লে রাখলাম।"

বিনোদ একটু হাসিল। তাহার পর স্নেহার্দ্র স্বরে কহিল, "সে আমি তোমারও আগে ভেবে রেখেছি সুনীতি, তোমার যোগ থাকবে শুধু আসল বিয়েতে। লক্ষণ দেখে বুঝতে পাচ্ছ না, লেখালেখির ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত ভাবে প'ড়ে গেল তোমারই ওপর! লেখাপড়া ক'রে যে জিনিসটা দাঁড়ায় সেইটেই ত পাকা জিনিস হয়।"

সুনীতির মুখ-চক্ষে নিমেষের জন্য সরক্ত আভা খেলিয়া গেল। কিন্তু পর-মুহূর্তেই হাসিয়া বলিল, "আবার অনেক সময় লেখাপড়ার দোষে পাকা জিনিসও কাঁচা হয়ে যায় মেজ জামাইবাবু।"

বিনোদ কহিল, "সে বিশ্বাসটুকু তোমার উপর আমার আছে। তোমার লেখার গুণে কাঁচা জিনিসও পাকা হবে—এ তুমি স্থির জেনো।"

সুনীতি হাসিয়া কহিল, "আমার লেখার গুণে চিন্তায়-চিন্তায় আপনার বন্ধুর মাথার কাঁচা চুল পাকা না হয়ে যায় দেখবেন।"

বিনোদ কহিল, "তা যদি হয়, আবার একদিন আনন্দের কলপে তুমিই তা কাঁচিয়ে দিয়ো।"

খুশী হইয়া সুমতি হাসিতে লাগিল।

কলেজ হইতে সেদিন সুবোধ সকাল সকাল ফিরিয়াছিল। সিঁড়িতে উঠিবার সময় প্রত্যহ যেমন চিঠির বাক্সটা দেখিয়া যায়, তেমনি দেখিতে গিয়া দেখিল, নীলাভ রঙের পুরু কাগজের খামে তাহার নামে একটা চিঠি রহিয়াছে। পরিচ্ছন্ন, সুগঠিত, অর্ধ-পরিচিত হস্তাক্ষর দেখিয়া একটা অধীর উল্লাসে তাহার হৃদয়টা নাচিয়া উঠিল; এবং সহসা পথমধ্যে মণি-রত্ন কুড়াইয়া পাইলে লুব্ধ পথিক যেমন লুকাইয়া অন্তরালে লইয়া গিয়া সোৎসাহে তাহা নিরীক্ষণ করে, তেমনি সে তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া চিঠিখানা লইয়া বসিল। সন্দেহ প্রায় কিছুই না থাকিলেও সুবোধ চিঠি খুলিয়া প্রথমেই নামটা দেখিতে ব্যস্ত হইল; এবং পত্রের তলদেশনিবদ্ধ বর্ণমালার তিনটি বর্ণ মুগ্ধ-চকিত দৃষ্টিপথ দিয়া তাহার হৃদয়কে একেবারে আলোড়িত করিয়া তুলিল।

প্রথমে তাড়াতাড়ি, তাহার পর ধীরে ধীরে, তাহার পর আরও কয়েক প্রকারে পাঠ করিয়া সুবোধ আর একবার চিঠিখানা পড়িতে যাইতেছিল, এমন সময়ে দ্বারে করাঘাত পড়িল, "দোর বন্ধ ক'রে কে হে? খোল, খোল, দোর খোল।"

তস্করের কক্ষ-দ্বারে সহসা পুলিস আসিয়া উপস্থিত হইলে সে যেমন ব্যস্ত হইয়া পড়ে, দ্বারদেশে কণ্ঠস্বর শুনিয়া সুবোধের অবস্থা ঠিক সেইরূপ হইল; এবং পর-মুহূর্তেই "খুলছি" বলিয়া সাড়া দিয়া তাড়াতাড়ি চিঠিখানা বাক্সর মধ্যে পুরিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

নীরদ ও প্রকাশ ঘরে প্রবেশ করিল। ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিয়া

সন্দিগ্ধ ভাবে প্রকাশ কহিল, "দোর বন্ধ ক'রে কি কচ্ছিলে হে? নায়িকার ধ্যান করছিলে না কি?"

প্রথমে সুবোধ একটু বিমূঢ় হইয়া গেল। তাহার পরই হাসিয়া কহিল, "তোমাদের মত অরসিকরা যেখানে উপদ্রব ক'রে বেড়ায় সেখানে কি ধ্যান করবার যো আছে? দোর ভাঙতে যেখানে দেরি হয় না, যোগ ভাঙতে সেখানে আর কত দেরি হয় বল?"

হাতের বহিগুলা টেবিলের উপর ফেলিয়া, গাত্রবস্ত্রখানা আলনায় রাখিয়া নীরদ বলিল, "মেসের বাসায় কি দোর বন্ধ ক'রে যোগ করে সুবোধ? এই রকম ক'রে করতে হয়।" বলিয়া সে সটান লেপের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল।

প্রকাশ কহিল, "তা ছাড়া, যোগ-যাগের পক্ষে এখানকার আবহাওয়া একেবারেই অনুকূল নয়। চাঁদের আলো, ফুলের হাসি, এই সব সূক্ষ্ম জিনিস না খেয়ে যারা পাঁঠার মাংস, ছানার পায়েস প্রভৃতি স্থূল জিনিস খায়, তাদের সংস্পর্শে যোগ বিয়োগ হয়ে যায়।"

মৃদু হাসিয়া সুবোধ কহিল, "তোমাদের যোগী ত পাঁঠার মাংস, ছানার পায়েস, এ সব স্থূল জিনিসের চেয়ে আরও স্থূল জিনিস—যেমন চিংড়ির কাটলেট, ডিমের ডেভিল প্রভৃতি খেয়ে থাকেন। প্রমাণ চাও ত ভোলা ঠাকুরকে ডেকে পাঠাও।"

লেপের ভিতর হইতে মাথা বাহির করিয়া নীরদ বলিল, "সে তোমার স্থূল মুখ খায় ভাই; সূক্ষ্ম মুখ খায় না। তোমার স্থূল মুখ পাখীর মাংস খায়, আর সূক্ষ্ম মুখ পাখীর গীতি-সুধা পান করে।"

সুবোধ কহিল, "তোমাদের অবস্থাও ঠিক তাই নীরদ। তোমাদেরও সূক্ষ্ম মুখ পাখীর মাংস না খেয়ে পাখীর গীত-সুধা পান করে।"

নীরদ বলিল, "আমাদের সূক্ষ্ম মুখই নেই, তা আবার পাখীর গীত-সুধা!

সে যাক সুবোধ, তুমি কয়েক দিন থেকে গম্ভীর হয়ে গেছ কেন হে? আর কবিতা আওড়াও না, আমাদের মনে বাক্য-ইন্‌জেক্‌শন ফোটাও না, দোর বন্ধ ক'রে একা ব'সে থাক, ব্যাপারখানা কি? প্রকাশ, তুমি কিছু আন্দাজ করতে পার?"

সুবোধের প্রতি মুখ টিপিয়া হাসিয়া প্রকাশ কহিল, "আন্দাজ কেন? সঠিক ব'লে দিতে পারি। কি বল সুবোধ, বলব?"

সুবোধের সন্দেহ হইল যে, প্রকাশ হয়ত কোন প্রকারে প্রকৃত কথা জানিতে পারিয়াছে। সন্দেহ-ভঞ্জনের জন্য সে বলিল, "জ্যোতিষ শাস্ত্রের ওপর যদি তোমার এতটা দখল হয়ে থাকে, তা হ'লে বল। আমিও ঠিক ক'রে বুঝে নিই, ব্যাপারখানা কি?"

স্মিতমুখে প্রকাশ বলিল, "মাছ ধরা দেখেছ নীরদ? প্রথমে যখন চুঁনো-পুঁটি টোপ ঠোকরাতে আরম্ভ করে তখন ফাতনাটা চঞ্চল হয়ে কি রকম নাচতে থাকে! কিন্তু যখন যোল-সেরী লাল টকটকে রুই মাছ এসে টোপটা একেবারে গিলে ফেলে, তখন একেবারে নিঃশব্দে ফাতনাটা জলের মধ্যে অন্তর্হিত হয়। এখন বুঝতে পারছ কি, সুবোধের কাব্য-ফাতনা হঠাৎ কেন অদৃশ্য হয়েছে?"

লেপখানা সজোরে দূরে নিক্ষেপ করিয়া খাটের উপর উঠিয়া বসিয়া নীরদ কহিল, "রূপকের ভাষা ত্যাগ না করলে ঠিক বুঝতে পারছি নে। তুমি সাদা কথায় বল, কি হয়েছে!"

"সাদা কথায় বলতে গেলে, আর একবার সুবোধের অনুমতি নিতে হয়। কি বল সুবোধ? অভয় দাও ত বলি।" বলিয়া প্রকাশ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

কথাটা পরিষ্কার করিয়া না জানিয়া সুবোধও সুস্থির হইতে পারিতেছিল না। বলিল, "তোমার মর্জি হয়, বল।"

পূর্ববৎ হাসিতে হাসিতে প্রকাশ বলিল, "ফাতনা ত বলেইছি, সুবোধের কাব্য-রুচি; টোপ হচ্ছে, সুবোধের প্রেম কিংবা সুবোধ সশরীরে নিজে; বঁড়শী হচ্ছে, আমাদের বন্ধু বিনোদচন্দ্র; আর ষোল-সেরী টকটকে রুই হচ্ছে তার ষোড়শী ফুটফুটে শালী সুনীতি।"

"সত্যি?" বলিয়া সজোরে বালিশ চাপড়াইয়া নীরদ গান ধরিল, "প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে—প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে!"

এক মুহূর্ত নিঃশব্দ থাকিয়া সুবোধ ধীরে ধীরে বলিল, "অন্যায়—ভারি অন্যায় প্রকাশ। আর একদিন—"

সুবোধকে কথা শেষ করিতে না দিয়া প্রকাশ কহিল, "তোমারই অন্যায় সুবোধ, আমার অন্যায় একটুও নয়। আর একদিন যখন এ কথা বলেছিলে, তখন তার মধ্যে, বিশেষ না থাকলেও, কতকটা অর্থ ছিল। আজ তোমার কথার মধ্যে কোন অর্থ ই নেই। বন্ধুর ভাবী পত্নীর উল্লেখে একটু পরিহাস-কৌতুক করবার অধিকার বন্ধুদের আছেই। তুমি অবন্ধুর মত কথা ব'লো না।"

সুবোধ বলিল, "সে পরিহাস করবার অধিকার নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু অকারণে একজন ভদ্রঘরের মেয়েকে জড়িত ক'রে প্রলাপ বকবার অধিকার কারও নেই।"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুবোধের প্রতি চাহিয়া প্রকাশ বলিল, "মিথ্যে ছলনা করছ সুবোধ, মিথ্যে লুকোবার চেষ্টা করছ। আমার ত কোন কথা জানতে বাকি নেই।"

ক্রুদ্ধ স্বরে সুবোধ বলিল, "কি জানতে বাকি নেই?"

মৃদু হাসিয়া প্রকাশ কহিল, "জানতে বাকি নেই যে, তুমি সুনীতিকে ভালবেসেছ, আর খুব সম্ভবত সুনীতিও তোমাকে ভালবেসেছে। অস্বীকার করছ?"

সুবোধের মুখমণ্ডল ক্রোধে রক্তিম হইয়া উঠিল। সে অধিকতর কুপিত কণ্ঠে বলিল, "বিনোদ বুঝি এ সব কথা বলেছে?"

শান্ত কণ্ঠে প্রকাশ কহিল, "হ্যাঁ, বিনোদই বলেছে। কিন্তু কেন বলেছে তা শুনলে, তার ওপর ত রাগ থাকবেই না, আমার ওপরও থাকবে না। বিনোদ যে তোমার কত বড় হিতৈষী তা তোমাকে একটু বুঝিয়ে দেওয়া দরকার হয়েছে। প্রথমে তোমাকে দুখানা চিঠি দেখাই।" বলিয়া উঠিয়া গিয়া তাহার বাক্স হইতে দুইখানা চিঠি আনিয়া একখানা সুবোধের হস্তে দিয়া বলিল, "আমার শালা সুরেনের চিঠি। সবটা পড়বার তোমার ধৈর্য থাকবে না, এইটুকু পড়।" বলিয়া প্রকাশ পত্রের মধ্যে বিশেষ একটা স্থান দেখাইয়া দিল।

তথায় এইরূপ লেখা ছিল: "তোমার চিঠি পেয়ে লুব্ধ হয়ে বিনোদ-বাবুর শালী সুনীতির সংবাদ নিয়েছি। আমার এক দূর-সম্পর্কের বউদিদি সুনীতিদের বাড়ির কাছেই থাকেন। তাঁকে সংবাদ নেবার জন্যে লিখেছিলাম। তিনি লিখছেন, ছেলেবেলা থেকেই তিনি সুনীতিকে জানেন; আর, তাঁদের মধ্যে সর্বদাই যাতায়াত চলে। তাঁর দীর্ঘ চিঠি প'ড়ে বেশ বুঝতে পারছি যে, সুনীতি বাংলা দেশের মেয়েদের মধ্যে একটি রত্ন—রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি—সব বিষয়েই। তোমার কথার যথার্থতা সম্বন্ধে আর তা হ'লে কোন সন্দেহ নেই। ভেবেছিলাম, বিলেত থেকে ফিরে এসে বিবাহ করব; কিন্তু এ সুযোগটা ছাড়তেও ভরসা হচ্ছে না। ধ্রুব ত্যাগ ক'রে অধ্রুবের মধ্যে গেলে প্রায় ঠকতে হয়। বাবার বিশেষ ইচ্ছা, বিবাহ ক'রে বিলেত যাই। তাই হোক, এক ঢিলে দুই পাখী মারা যাক; পিতৃ-ইচ্ছাও পালন করি, আর নিজের জীবনও সৌভাগ্যে মণ্ডিত ক'রে নিই। তুমি পত্রপাঠ তাঁদের মত নিয়ে আমাকে জানাবে। তার পর সব ব্যবস্থা ঠিক ক'রে ফেলা যাবে। আর, তার

পরেই মাঘে মাসি, শুক্লে পক্ষে, পৌর্ণমাস্যাং তিথৌ। বউদিদি লিখেছেন যে, বিনোদবাবুর শ্বশুরবাড়িতে বিনোদবাবুর কথা আইনের মত চলে। তবে আর বাধা কোথায়? তোমার পত্রের আশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলাম। আমি মার্চ মাসে বিলেত যাচ্ছি। অতএব মনে রেখো, সময় বেশী নেই।"

চিঠিখানা প্রকাশকে প্রত্যর্পণ করিয়া সুবোধ কহিল, "এ ত বেশ কথা. তা এ আর আমাকে দেখাচ্ছ কেন?"

প্রকাশ কহিল, "হ্যাঁ, বেশ কথা। তার পর শোন কি হ'ল! এ চিঠি আমি বিনোদকে দেখিয়ে সুনীতির সঙ্গে সুরেনের বিয়ের প্রস্তাব করতে অনুরোধ করি। তখন বিনোদ বাধ্য হয়ে আমাকে জানায় যে, 'তোমার সঙ্গে সুনীতির পরিচয় হয়েছে, আর তোমাদের উভয়ের পরিচয় এমন একটা বিশেষ ভাবে পরিণত হবার উপক্রম করছে যে, আরও কিছুদিন তার গতি না দেখে সে কিছুতেই তার মধ্যে একটা হাঙ্গামা বাধাতে রাজী নয়। সে কথা শুনেই আমি সুরেনের চিঠির উত্তর দিই। তার উত্তরে সুরেন কি লিখেছে দেখ।" বলিয়া অপর পত্রখানা সুবোধের হস্তে দিল।

সুরেন লিখিয়াছিল, "তোমার চিঠি পেয়ে সব কথা অবগত হলাম। যেখানে এমন একটি সুন্দর প্রেম গ'ড়ে উঠছে, এমন হৃদয়হীন কেউ নেই যে, তার মধ্যে প্রবেশ করতে চাইবে, আমি ত নই-ই। অতএব এ কথার এইখানেই শেষ। কুমার অবস্থাতেই বিলেত যাব। কিন্তু তোমরা নিশ্চিন্ত থেকো, সেখান থেকে মেম ঘাড়ে ক'রে ফিরব না।"

পত্র পাঠ করিয়া সুবোধ নীরবে চিঠিখানা প্রকাশকে ফিরাইয়া দিল।

স্মিতমুখে প্রকাশ কহিল, "কি সুবোধ, এখনও কি বিনোদের ওপর আর আমার ওপর তোমার রাগ হচ্ছে?"

একটু ভাবিয়া সুবোধ বলিল, "তোমাদের সহৃদয়তার জন্যে তোমাদের দুজনের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু বিনোদের শালীর সঙ্গে আমার যতটুকু পরিচয় হয়েছে তাতে এ রকম পরিহাস কোন মতেই সঙ্গত নয়। সে যাই হোক, আমি যদি কোন রূঢ় কথা তোমাকে ব'লে থাকি তার জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি প্রকাশ।"

প্রকাশ কহিল, "না না, সুবোধ, আমাদেরই তোমার কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। তুমি যখন কাব্য-সাধনা করতে আর বলতে যে, তোমার সাধনা কখনই বৃথা যাবে না,—একদিন তোমার মানস-প্রতিমা মূর্তিমতী হয়ে ধরা দেবে, ফুলের গন্ধ ফলের রসে পরিণত হবে, তখন আমরা হাসতাম আর ভাবতাম যে, তোমার জন্যে চাঁদা ক'রে এক শিশি মধ্যম-নারায়ণ তেল কিনলে ভাল হয়। এখন দেখছি বাস্তবিকই তোমার মধ্যে একটা দুর্নিবার শক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল, যা একটুও নিষ্ফল হ'ল না। আমাদেরই তোমার কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত।"

নীরদ পূর্বের মত সজোরে বালিশ চাপড়াইয়া কেবলই গাহিতে লাগিল, "প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে—প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে!"

সন্ধ্যার সময়ে বিনোদকে একা পাইয়া সুবোধ বলিল, "প্রকাশকে সব কথা বলেছ বিনোদ?"

শান্তভাবে বিনোদ কহিল, "সব বলি নি, যতটুকু বলা দরকার তাই বলেছি। কিন্তু কেন বলেছি, তা ত তুমি আজ সব শুনেছ।"

"তা শুনেছি।" বলিয়া সে প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সুবোধ হাসিমুখে বলিল, "আজ সুনীতির চিঠি পেয়েছি বিনোদ।" তাহার চক্ষু দুইটি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া নাচিতেছিল।

"পেয়েছ? কই, দেখি?" সুবোধকে সুনীতি কি পত্র লিখিল, দেখিবার জন্য বিনোদের যৎপরোনাস্তি আগ্রহ হইল।

মৃদু হাসিয়া এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া সুবোধ বলিল, "বড় সমস্যায় প'ড়ে গেছি ভাই। সুনীতির চিঠি তোমাকে দেখাব না, তা ত ভাবতেই পারি নে; অথচ চিঠি কাউকে দেখাতে সুনীতি এমন ক'রে নিষেধ করেছে যে, সে নিষেধ অগ্রাহ্য করাও অনুচিত। তুমি যদি দয়া ক'রে না দেখাবার অনুমতি দাও, তা হ'লে বিপদ থেকে বাঁচি।"

একটু পীড়াপীড়ি করিয়া বিনোদ যখন বুঝিল যে অনুমতি না দিলে বিনা অনুমতিতেও চিঠি দেখিবার সম্ভাবনা কম, তখন অগত্যা অনুমতি দেওয়াই উচিত বলিয়া সে মনে করিল।

সুবোধ হাসিয়া কহিল, "শুধু তাই নয়। আমি যে চিঠি সুনীতিকে লিখব, সে চিঠিও কাউকে দেখানো বারণ।"

স্মিতমুখে বিনোদ কহিল, "বেশ, বেশ। একেবারে রীতিমত গুপ্ত-ভাবে চিঠি লেখালিখি আরম্ভ হ'ল,—আর বাজে লোকেরা বাইরে প'ড়ে গেল! তোমার কিন্তু বাহাদুরি আছে সুবোধ!—এত অল্প সময়ের মধ্যে এত উন্নতি! তুমি বোধ হয় যাদু জান।"

আত্মপ্রসাদে সুবোধ নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল।

প্রকাশ ও নীরদ নিদ্রিত হইলে সুবোধ সুনীতির পত্রখানা বাহির করিয়া পুনরায় দুই-তিনবার পড়িয়া ফেলিল।

সুনীতি লিখিয়াছে—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

তিন-চার দিন হ'ল আপনার একখানি স্নেহলিপি পেয়েছি। উত্তর দিতে বিলম্ব হ'ল ব'লে অনুগ্রহ ক'রে ক্ষমা করবেন।

আপনার চিঠি পেয়ে অতিশয় আনন্দিত হয়েছি। কিন্তু আমাকে চিঠি লিখতে আপনি সঙ্কোচ বোধ করছিলেন, এবং চিঠি লিখেছেন তার জন্যে ক্ষমা চেয়েছেন,—এ সকল কথায় বাস্তবিকই দুঃখিত হয়েছি। সঙ্কোচ কিসের আর ক্ষমা চাওয়া কেন, তা বুঝতে পারলাম না।

তারপর আপনার কৈফিয়ত চাওয়ার কথা। আপনার আচরণ সেদিন কিছুমাত্র অসঙ্গত বা অপরিমিত হয় নি, যার জন্যে আপনার কৈফিয়ত দেওয়া দরকার। অত শীঘ্র কেন চ'লে গিয়েছিলেন, শুধু সেই বিষয়েই আপনি কৈফিয়ত দিতে বাধ্য। আমরা ঠিক করেছি, এবার যেদিন আপনি আসবেন সেদিন আপনাকে দু ঘণ্টা বেশী আটকে রেখে সেদিনের ক্ষতিপূরণ ক'রে নোব।

আমাদের মধ্যে জন্মজন্মান্তরের আত্মীয়তার কথা আপনি যা লিখেছেন আমারও মনে হয় তা সত্যি। নইলে প্রথম সাক্ষাতেই এত আপনা-আপনি ভাব কেমন ক'রে আসতে পারে। এমন ত আমাদের বাড়িতে অনেকেই আসেন, কিন্তু কারো সঙ্গে ত এমনতর এ পর্যন্ত হয় নি। কিন্তু এই বন্ধনকে আপনি এত ক্ষণভঙ্গুর মনে করছেন কেন যে অদূর-ভবিষ্যতে একদিন লুপ্ত হয়ে যাবে ব'লে আপনার আশঙ্কা হচ্ছে? আমার ত মনে হয়, এ বন্ধন আমাদের মধ্যে ক্রমশ দৃঢ়তরই হয়ে উঠবে।

আপনি লিখেছেন যে, আপনার সেদিনের অভদ্র আচরণ যতক্ষণ আমি ক্ষমা না করছি, ততক্ষণ আমাদের বাড়ি আসবার আপনার অধিকার থাকবে না। আশ্চর্য কথা! এত ভদ্র আর মার্জিত ব্যবহারকে যে কি ক'রে ক্ষমা করতে হয়, তা আমি বুঝতেই পারি নে। এ বিষয়ে আমার এইমাত্র নিবেদন যে, ক্ষমা অনুমতি প্রভৃতির কোন কথাই নেই,—এ বাড়িতে আপনার আসবার অধিকার অপ্রতিহতই আছে। আপনার যেদিন সুবিধা হয়, যখন ইচ্ছা হয় আসবেন। তার জন্যে কারও অনুমতির প্রয়োজন নেই, যখন সে বিষয়ে সকলের অনুরোধই রয়েছে।

আপনার আদেশ নিশ্চয়ই প্রতিপালিত হবে; আপনার চিঠি আমি কাউকে দেখাব না। আমারও কিন্তু আপনার প্রতি এই অনুরোধ রইল যে, আমার লিখিত চিঠি বা আমাকে লেখা চিঠি আপনি কাউকে দেখাবেন না। আমি জানি, আমার অনুরোধও রক্ষিত হবে।

আশা করি, আপনি ভাল আছেন। আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন।

বিনীতা
সুনীতি

তিন-চারবার সুনীতির চিঠি পড়িয়া সুবোধ তাহার উত্তর লিখিতে উদ্যত হইল। অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে সহসা অনেকখানি জল আসিয়া পড়িলে তাহা যেমন নিষ্ক্রান্ত হইতে পারে না, আটকাইয়া যায়,—তেমনি সুবোধের লেখনীমুখে সহসা একেবারে অনেকগুলি চিন্তা আসিয়া পড়ায় কিছুক্ষণের জন্য সুবোধের লেখনী নিরুদ্ধ হইয়া রহিল। কিন্তু, পরে যখন চলিতে আরম্ভ করিল, তখন দেখিতে দেখিতে অল্প সময়ের মধ্যে একেবারে চিঠির কাগজের চারি পৃষ্ঠাই ভরিয়া গেল। দুইবার পড়িয়া চিঠিখানা মুড়িয়া খামে ভরিয়া সুনীতির ঠিকানা লিখিয়া সুবোধ শয়ন করিল।

পরদিন সন্ধ্যার পূর্বে চিঠিখানা যখন সুনীতির হস্তে পৌঁছিল, তখন সুমতি নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল, "কি রে? কার চিঠি? তোর বরের না কি?"

আরক্তমুখে চিঠিখানা দেখিয়া সুনীতি বলিল, "হ্যাঁ।"

"দে না, দেখি। দেখাবি নে?"

"না।"

সুমতি হাসিয়া কহিল, "ও রে, আমরা যে বরের চিঠি সকলকে সেধে সেধে দেখাই,—আর তোর এ কি কাণ্ড বল্ দিখিনি?"

সুনীতি হাসিয়া কহিল, "বিয়ে-করা বরের চিঠি দেখানো যায় দিদি, পাতানো বরের চিঠি দেখানো যায় না।"

"তা হ'লে বিয়ের আগে দেখাবি নে?"

"না।"

"বিয়ে হ'লে দেখাবি ত?"

সুনীতি হাসিয়া কহিল, "তা দেখাব।"

চিঠিখানা তখনই খুলিয়া না পড়িয়া সুনীতি বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিল। কিন্তু কাজে-কর্মে চলিতে-ফিরিতে একটা অনির্দিষ্ট অকারণ শক্তি কেবলই যেন তাহাকে সেই চিঠিটার দিকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করিতে লাগিল। খামের মধ্যে আবদ্ধ ভাষার বাহনে একটি উচ্ছ্বসিত কিন্তু প্রতারিত হৃদয়ের যে আবেগ ও আবেদন নিঃসন্দেহে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার জন্য আগ্রহ ও কৌতূহল সুনীতিকে নিরন্তর পীড়ন করিতে লাগিল। অবশেষে রাত্রে দ্বার বন্ধ করিয়া যখন সে সুবোধের পত্রখানা লইয়া বসিল, তখন আবেগে তাহার ভিতরে হৃদয় এবং বাহিরে হস্ত কাঁপিতে আরম্ভ করিল। আজ ত এ সুবোধের নিকট হইতে অনাহূত পত্র নহে,—আজ এ যে তাহারই পত্রের উত্তর, ইহার জন্য সেই দায়ী।

নিশীথের অসতর্ক অবসরে সুবোধ তাহার সমস্ত হৃদয়খানি ব্যক্ত করিয়া ধরিয়াছিল ; কিছুই প্রচ্ছন্ন বা অস্পষ্ট রাখে নাই। সে লিখিয়াছিল, জীবনে যখন কোন বিষয়েই সে ছলনা কিংবা লুকোচুরি করে নাই তখন আজ তাহার জীবনের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং মহৎ এই যে প্রেম, তাহা লইয়াও করিবে না। তাই সে অসংশয়িত ভাষায় তাহার হৃদয়-কাহিনী সুনীতির নিকট ব্যক্ত করিয়াছিল। সে লিখিয়াছিল, "আমার এ প্রেম বিচার-বিবেচনা বা প্রীতি-পরিচয়ের ফল নয় ; রূপজও নয় এবং গুণজও নয়। বীজ হতে অঙ্কুরের উৎপত্তির মতই আমার এ প্রেমের উৎপত্তি সহজ। এর জন্যে কারও সৎপরামর্শ নেবার দরকার হয় নি, পাঁজিপুঁথিও দেখতে হয় নি। সূর্যকিরণে আকাশ যেমন লাল হয়ে ওঠে, সুনীতি-কিরণে সুবোধের হৃদয়ও তেমনি লাল হয়ে উঠেছে।"

আর এক জায়গায় সুবোধ লিখিয়াছিল—"এই বন্ধনকে ক্ষণভঙ্গুর ব'লে ভয় করেছি ব'লে তুমি আমাকে ভর্ৎসনা করেছ ; বলেছ, তোমার মনে হয় যে আমাদের মধ্যে এ বন্ধন ক্রমশ দৃঢ়তর হয়ে উঠবে। আমি একান্তমনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তোমার এই ভবিষ্যদ্বাণী যেন সত্য হয়। তোমার-আমার মধ্যে এ বন্ধন যেন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর এবং শেষে দৃঢ়তম হয়ে ওঠে—যেন অবিচ্ছিন্ন পাশে তোমার সহিত আমি আবদ্ধ হই। এর বড় মঙ্গল কামনা আর আমার হতে পারে না সুনীতি।"

আর এক স্থানে সুবোধ লিখিয়াছিল—"তোমার চিঠি কাউকে দেখাতে নিষেধ ক'রে তুমি লিখেছ, 'আমি জানি, আমার এ অনুরোধ রক্ষিত হবে'। এ অধিকারের বিশ্বাস তোমার কোথা থেকে এল সুনীতি? কেমন ক'রে তুমি জানলে যে রক্ষিত হবে? কে তোমাকে বললে? আমি বলব কে বললে? যে প্রেম যুগ-যুগান্তর জন্ম-জন্মান্তর তোমার-আমার মধ্যে জেগে রয়েছে, সে-ই তোমাকে বলেছে। যে বাতাসে আমি নিরন্তর কাঁপছি

সুনীতি, তুমিই কি তাতে স্থির আছ? কখনই নয়। এই জগতের সমস্ত মাধুর্য আমার চক্ষের সামনে নৃত্য করতে করতে বলছে, কখনই নয়; তুমিও কাঁপছ, তুমিও কাঁপছ!”

পত্রের শেষে সুবোধ লিখিয়াছিল—“আমি সমস্ত কথাই তোমাকে জানালাম, কোন কথাই আমার অ-বলা থাকল না। আমার সমস্ত সাক্ষী-সবুদ, আইন-নজির নিয়ে তোমার কাছে দাঁড়িয়েছি। তোমার বিচারে যদি তোমার কাছে আমার যাবার এখনও অধিকার অপ্রতিহত থাকে, তা হ'লে ভক্ত যেমন ক'রে তীর্থদর্শনে যায়, আমিও ঠিক তেমনি ক'রে তোমার বাড়ি যাব। আর তা যদি না হয়, তা হ'লে আজ থেকেই বিদায়। তবুও তোমাকে ধন্যবাদ; কারণ, যে মাধুরীতে তুমি আমার হৃদয় ভ'রে দিয়েছ, তোমার অপেক্ষায় এ জীবন কাটিয়ে দেবার জন্যে মৃত্যু পর্যন্ত সে আমাকে আনন্দ দান করবে।”

ঘরের একটা জানালা উন্মুক্ত ছিল। তাহা দিয়া শীতের হিম-স্নাত আকাশে একটা উজ্জ্বল তারা দেখা যাইতেছিল। সুবোধের চিঠিটা হাতে করিয়া সুনীতি তাহার দিকে অপলকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। মনে হইতে লাগিল, সে যেন তারা নয়—সুবোধের বহু-জন্ম-জন্মান্তরের প্রেম ব্যাকুলভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। একটা তীক্ষ্ণ শীতল কম্পন সুনীতির দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে মৃদু মৃদু কাঁপাইতে লাগিল।

তাহার পর ধীরে ধীরে সুনীতির মনের মধ্যে একটা অনির্ণেয় ক্ষোভ ও কোপ জাগিয়া উঠিল। কেন সে তাহার পত্রমধ্যে সুবোধকে এমন প্রশ্রয় দিয়াছিল, যাহাতে সুবোধ তাহাকে এরূপ পত্র লিখিতে সাহসী হইল! সুবোধেরই বা এ কি অন্যায় আচরণ যে, সে অবলীলাভরে তাহার প্রেমের কাহিনী তাহাকে লিখিয়া জানাইল, একটু দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করিল না! সে একজন ভদ্রঘরের কন্যা,—মানমর্যাদা সকলই

তাহার আছে ; বয়সও তাহার নিতান্ত অল্প নহে ;—এ সকল গুরুতর কথা সুবোধের উদ্যত হৃদয়োচ্ছ্বাসকে একটুও সংহত করিতে পারিল না, এতই সে দুর্বল। একটা দুর্জয় অভিমানে সুনীতির দুই চক্ষে অশ্রু ভরিয়া আসিল। কিন্তু পরক্ষণেই সহসা একটা কথা মনে পড়ায়, তাহার চিন্তাস্রোত একেবারে ভিন্ন পথে ফিরিয়া চলিল। সে কে যে, একটা অলীক কল্পনায় সে এতক্ষণ আপনাকে পীড়ন করিতেছিল? একটা চক্রান্তের কয়েকজন চক্রীর মধ্যে সে-ও একজন,—ইহার বেশী সে ত কিছুই নহে। তবে তাহার এ সকল মান-অভিমানের অনধিকার-চর্চা কেন? সুবোধের প্রেমপত্র লইয়া সে যদি এরূপভাবে কলহ করিতে পারে তাহা হইলে থিয়েটারের অভিনেত্রীও ত তাহার অভিনয়ের নায়কের সহিত ঠিক সেই রকম করিতে পারে। সুনীতির মনে হইল, সুবোধের এই যে মিথ্যা-গঠিত প্রেম, যাহার কোন ভিত্তি কোন মূল্য নাই,তাহাকে একেবারে মিথ্যা বলিয়া না ধরিলেই তাহা মূল্যবান হইয়া উঠিবে! সুখ দুঃখ, ক্রোধ অভিমান—এ সকল লইয়া তাহার সহিত খেলা করিলেই জীবনহীনকে জীবিত করিয়া তোলা হইবে!

তখন সুনীতি আর একবার সুবোধের পত্রখানা আদ্যন্ত পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইল। পড়িতে পড়িতে আবার সে অন্যমনস্ক হইয়া গেল। আবার সে ভুলিয়া গেল যে, সুবোধের এ প্রণয়োচ্ছ্বাস একেবারে অলীক, এবং ইহার সহিত তাহার প্রকৃত-পক্ষে কোন সম্পর্কই নাই। এই প্রাণভরা ভালবাসা, এই মুগ্ধ-বিহ্বল হৃদয়ের ঐকান্তিক উপাসনা, এই সুনীতি সুনীতি বলিয়া ছত্রে ছত্রে আকুল আহ্বান—ইহা কি একেবারেই মিথ্যা, এবং ইহার বিন্দুমাত্রও কি তাহার প্রাপ্য নহে? এ তবে কাহার পূজা? কাহাকে আবাহন? বিনোদ হয়ত বলিবে, যোগেশকে। হইবে।—পুনরায় সুনীতির দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল।

অদূরে পালঙ্কের উপর যোগেশ শয়ন করিয়া ছিল। চক্ষু মুছিয়া সুনীতি উঠিয়া তাহার পার্শ্বে গিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাকিল, "যোগেশ!" যোগেশ নিদ্রা গিয়াছিল, সাড়া দিল না। দুই-তিন মিনিট সুনীতি নিদ্রিত বালকের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার পরে ফিরিয়া আসিয়া সুবোধের পত্রখানা বাক্সে তুলিয়া রাখিয়া এই সঙ্কল্প করিয়া শয়ন করিল যে, এই নিষ্ঠুর প্রাণহীন ছলনার খেলা হইতে সে নিজেকে সরাইয়া লইবে এবং সে বিষয়ে কাহারও অনুরোধে কর্ণপাত করিবে না।

শয্যায় আশ্রয় লইয়া কিন্তু সুনীতি চিন্তার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইল না। সে যতই এই কথাটা মনে মনে স্থির করিয়া লইতে চেষ্টা করিতে লাগিল যে, বাস্তব অবস্থাটা একেবারেই অপ্রকৃত, সুবোধের প্রেমেরও কোন সত্য কারণ নাই, এবং কয়েকখানা কল্পিত চিঠি লেখা ছাড়া তাহারও আর কোন হাঙ্গামা পোহাইবার কথা ছিল না,—ততই একটা সূক্ষ্ম রিক্ততাবোধের কাঁটা তাহার হৃদয়কে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। যতই সে মনে মনে সঙ্কল্প করিতে লাগিল যে এই অবৈধ অভিনয় হইতে নিজেকে সে মুক্ত করিয়া লইবে, ততই একটা বিরস মাধুর্যহীন দিনাতিপাতের নিরুৎসাহে তাহার হৃদয় ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। অবশেষে বহুবিধ পরস্পর-বিসম্বাদী চিন্তা ও যুক্তি অতিক্রম করিয়া হঠাৎ যখন তাহার মনে হইল যে, সে বিনোদের নিকট এই সত্যে আবদ্ধ যে এমন কোন আচরণ করিবে না, যদ্দ্বারা কল্পিত চক্রান্তের কোন প্রকার ক্ষতি হইতে পারে এবং তাহার সহিত এ কথাও মনে হইল যে, সুবোধের পত্রের কোন উত্তর না দিলে সুবোধ আর এ গৃহে হয়ত আসিবে না, তখন সুনীতি স্থির করিল যে অন্তত এ চিঠিটার উত্তর সে দিবে; এবং তাহার কিছুক্ষণ পরে যখন বুঝিল যে, চিঠির উত্তর আজই না লিখিলে

নিদ্রা হওয়ার আশা অল্প, তখন অগত্যা শয্যাত্যাগ করিয়া সুবোধের চিঠির উত্তর লিখিতেই সে বসিল।

সংক্ষেপে এবং কতকটা সহজেই চিঠি শেষ হইয়া গেল ; কিন্তু আজ 'শ্রদ্ধাস্পদেষু' লিখিতে সুনীতির শ্রদ্ধা না হওয়ায় 'শ্রীচরণেষু' লিখিল, এবং পত্রের শেষে 'বিনীতা'র স্থানে অন্যমনস্ক হইয়া লিখিল 'অনুগতা'।

তাহার পর মাসখানেকের মধ্যে সুবোধ আরও দুই-তিনবার সুনীতিদের বাড়ি আসিয়াছে এবং আরও পাঁচ-ছয়বার সুনীতির সহিত তাহার পত্র-ব্যবহার চলিয়াছে। সুবোধের পত্র পাইলে এখন আর সুনীতি তাহা লইয়া বিচার-বিশ্লেষণ করিতে বসে না, তাহার যথোপযুক্ত উত্তর লিখিয়া পাঠায়, এবং যথাসময়ে সুবোধের নিকট হইতে প্রত্যুত্তর না আসিলে মনে মনে একটু ব্যস্ত হইয়া উঠে।।

রাত্রে আহারের পর যোগেশ তাহার শয্যায় শয়ন করিয়া ছিল। সুনীতি আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া ডাকিল, "যোগেশ !"

"কি সেজদিদি ?"

"জেগে আছিস ?" সুনীতি যোগেশের খাটের এক পার্শ্বে গিয়া বসিল।

একটু সরিয়া শুইয়া যোগেশ সুনীতির বসিবার স্থান করিয়া দিল। প্রসঙ্গ কি হইবে, তাহা যোগেশ অনুমানেই বুঝিয়াছিল ; কারণ, আজ এই প্রথম নয়,—রাত্রে ঘরে ঘরে দ্বার বন্ধ হইয়া গেলে নির্বিঘ্নে ভাই-ভগিনী দুইজনের মধ্যে ও-প্রসঙ্গ প্রায়ই হইয়া থাকে। তাই যোগেশ বলিল, "সেজদি, কাল সুবোধবাবু আসবেন, না ?"

সুনীতি বলিল, "হ্যাঁ, তাই তো লিখেছেন।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "লিখেছেন, কাল তোকে সুবোধবাবু আর মেজ জামাইবাবু এক জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাবেন। কাল বোধ হয় মেজ জামাইবাবুরা সুবোধবাবুকে একটা কোন নতুন রকমে ঠকাবার ফন্দি করেছেন।"

একটু ভাবিয়া যোগেশ বলিল, "বোধ হয়।" তাহার পর সোৎসাহে

খানিকটা মাথা তুলিয়া বলিল, "কি লিখেছেন, সেখানটা প'ড়ে শোনাও না সেজদি।"

ঘরের স্তিমিত আলোকেও সুনীতির মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল; বলিল, "কি আর শুনবি ভাই, শুধু ঐ কথাই লিখেছেন, খুলে কিছু লেখেন নি।" একটু নীরব থাকিয়া বলিল, "যে ফন্দিই থাকুক না কেন যোগেশ, তুই কিন্তু তাঁকে বেশী রকম কিছু অপ্রস্তুত করিস নে।"

ব্যস্ত হইয়া যোগেশ কহিল, "তা ত আমি করি নে সেজদি, আমি নিজের ইচ্ছেয় কিছু ত করি নে।"

সুনীতি বলিল, "সুবোধবাবু তোকে অত ভালবাসেন যোগেশ, অত আদর-যত্ন করেন, তাঁকে ঠকাতে তোর মনে কষ্ট হয় না?"

"আজকাল হয় সেজদি।"

"তবে ঠকাস কেন?"

অর্ধোত্থিত হইয়া বাহুর ভরে ঠেস দিয়া বসিয়া যোগেশ কহিল, "আমি কি আজকাল ইচ্ছে ক'রে করি? আমাকে যেমন করতে বলেন, আমি তাই করি। তুমি কেন চিঠি লেখ? বল?"

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সুনীতি বলিল, "সত্যি।"

যোগেশ হৃদয়ের মধ্যে একটা অব্যক্ত বেদনা বোধ করিল; স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, "তুমি যদি বল সেজদি, আমি একেবারে এ সব বন্ধ ক'রে দিই। তুমি যদি বল, তা হ'লে কাল থেকে আমি আর একদিনও মেয়ে সেজে সুবোধবাবুকে ঠকাব না।"

সুনীতি হাসিয়া কহিল, "সে কি রে! মাঘ মাসের দোসরা সুবোধ-বাবুর সঙ্গে তোর বিয়ে হবে ঠিক হয়েছে, তখন তুই কত জিনিস পাবি; মেজ জামাইবাবুর বন্ধুরা তোকে সোনার মেডেল দেবে স্থির করেছে—"

যোগেশ প্রবলভাবে কহিল, "আমি সে সব কিছু চাই নে সেজদি,

আমার আর এ ভাল লাগে না। তা ছাড়া বিয়ের পর সুবোধবাবু যখন জানতে পারবেন যে, তাঁকে ঠকানো হয়েছে, সব মিথ্যে, তখন তিনি এত রেগে যাবেন যে জীবনে আর এ বাড়িতে পা দেবেন না। সুবোধবাবুর সঙ্গে আমাদের আলাপ থাকবে না, এ কথা ভাবলেও আমার কষ্ট হয়।"

সুনীতি হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "কেন রে, সুবোধবাবুকে তুই ভালবেসেছিস না কি?"

একটু ইতস্তত করিয়া ঢোক গিলিয়া যোগেশ কহিল, "তা বেসেছি।"

সুনীতি তেমনি হাসিয়া কহিল, "তা বেসেছিস ত তুই মনে করিস কি বরাবর সুবোধবাবুকে এই রকম ক'রে ভুলিয়ে আটকে রাখবি? আর ছ মাস পরে ত তোর গোঁফের রেখা দেখা দেবে; তখন কি করবি?"

সুনীতির হৃদয়ের সন্ধান এবং সেখানে কোন্ কাঁটা কতখানি ফুটিয়া ব্যথা দিতেছিল, এই চতুর্দশবর্ষীয় বালকটি যেমন করিয়া হউক না কেন যতটুকু বুঝিয়াছিল, তেমন এ বাড়ির বোধ করি আর কেহই বুঝে নাই। তাই ভয়ে ভয়ে সাহস করিয়া সে কহিল, "একটা উপায় ত হতে পারে সেজদি, তোমার ত গোঁফের রেখা দেখা দেবে না, তুমি যদি আমার বদলে—" তাহার পর কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া যোগেশ নীরব হইয়া গেল।

সুনীতি হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "কি বোকা রে তুই! আমি যদি তোর বদলে গিয়ে দাঁড়াই, তা হ'লে ত সুবোধবাবু সব কথা বুঝতেই পারবেন!"

সাহস পাইয়া যোগেশ সবেগে কহিল, "কিন্তু রাগ করবেন না—এ আমি জোর ক'রে বলতে পারি। তুমি যদি বল সেজদি, আমি একদিন লুকিয়ে সব কথা সুবোধবাবুকে জানিয়ে দিতে পারি। তখন ঠকাতে গিয়ে মেজ জামাইবাবুরাই উলটে ঠ'কে যাবেন, আর সুবোধবাবুই জিতে যাবেন।"

নিরুদ্ধ-নিশ্বাসে সুনীতি জিজ্ঞাসা করিল, "জিতে যাবেন কেন ?"

"তোমার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবে। বলব সেজদি ? সত্যি বলছি তোমাকে, এক এক সময়ে আমার মনে হয়, সব কথা সুবোধবাবুকে ব'লে দিই !"

আরক্ত মুখে শশব্যস্ত হইয়া সুনীতি কহিল, "খবরদার, এসব যা-তা কথা কখ্খনো তুই সুবোধবাবুকে বলিস নে। লক্ষ্মী ভাই, আমার বিনা অনুমতিতে কোনও কথা তুই তাঁকে বলিস নে। তাতে আমারও খারাপ হবে, তোরও খারাপ হবে।"

যোগেশ বলিল, "তোমার কি খারাপ হবে ?"

একটু ভাবিয়া সুনীতি কহিল, "মেজ জামাইবাবুরা আমাকে ভারি ঠাট্টা করবে ; বলবে, যোগেশকে দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে নিজের বিয়ে ঠিক ক'রে নিলে।"

"আর আমার খারাপ কি হবে ?"

"তোর সোনার মেডেলটা ফসকে যাবে।"

যোগেশ হাসিয়া কহিল, "তাতে কিছু ক্ষতি হবে না, সুবোধবাবু আমাকে আরও বড় মেডেল গড়িয়ে দেবেন।"

সুনীতি যোগেশের দুই হাত চাপিয়া ধরিল : "তুই আমায় ছুঁয়ে বল্ যোগেশ, আমাকে না জানিয়ে কোন কথা বলবি নে। তা নইলে আমি ভারি রাগ করব।"

যোগেশ প্রতিশ্রুত হইল, সুনীতিকে না জানাইয়া কোনও কথা বলিবে না।

"আচ্ছা সেজদি, সুবোধবাবুকে তোমার ভাল লাগে না ?"

সুনীতি যোগেশের বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িয়া কহিল, "ঘুমো

যোগেশ, ঘুমো। অনেক রাত হয়েছে, ঘুমিয়ে পড়্।" বলিয়া একবারে তাহার নিজ শয্যায় গিয়া আশ্রয় লইল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে যোগেশকে সাজাইয়া দিতে দিতে সুনীতি বলিল, "এমন কিছুই করিস নে যোগেশ, যাতে তোর নিন্দে হয়। যদি কিছু ভাল জিনিস কিনে দিতে যান, কখ্খনো কিনতে দিস নে; যদি বায়োস্কোপ কিংবা সার্কাস-টার্কাসে নিয়ে যেতে চান, তাও সহজে যাস নে। আর একটা কথা বিশেষ ক'রে ব'লে দিচ্ছি। যদি তাঁদের মেসে তোকে নিয়ে যেতে চান, কিছুতেই যাবি নে। কখনও না, বুঝেছিস যোগেশ, মেসে কিছুতেই যাবি নে।"

মেসে যাইতে সুনীতি এত বেশী করিয়া কেন নিষেধ করিতেছে, তাহা জানিবার জন্য যোগেশের অতিশয় আগ্রহ হইল। সে বলিল, "মেসে ত কখনই যাব না। কিন্তু তুমি এত ক'রে মানা কেন করছ সেজদি? কি ক্ষতি হবে মেসে গেলে?"

সুনীতি কহিল, "তোর সঙ্গে সুবোধবাবুর মালা-বদল করার মধ্যে অনেক হাঙ্গামা আছে। তাই সে ফন্দি ছেড়ে দিয়ে আজ তোকে মেসে নিয়ে গিয়ে তুই মেয়ে নয়—ছেলে, সকলের সামনে প্রকাশ ক'রে দিয়ে সুবোধবাবুকে ঠকানো,—তাও ত হতে পারে? তা হ'লে ত আজ থেকেই তোর সঙ্গে সুবোধবাবুর মনান্তর হয়ে যাবে।"

ব্যগ্র হইয়া যোগেশ বলিল, "তা হ'লে বেড়াতে গিয়েই কাজ নেই সেজদি। আমি বাড়ির বার হব না।"

একটু ভাবিয়া সুনীতি বলিল, "তিনি যখন অত বেশী অনুরোধ ক'রে লিখেছেন, তখন না-যাওয়াটা ভাল হবে না। তোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ সুবোধবাবু করবেন না। তুই একটু শক্ত হয়ে চলিস, তা হ'লেই হবে।"

আজ রতনমণির বাত বাড়িয়াছিল বলিয়া সুমতি তাঁহার পায়ে ঔষধ মালিশ করিয়া দিতেছিল, তাই যোগেশকে সাজাইবার ভার সুনীতির উপর পড়িয়াছিল। গৃহদ্বারে একটা গাড়ি দাঁড়াইবার শব্দ শুনা গেল।

যোগেশ বলিল, "সুবোধবাবুরা বোধ হয় এলেন সেজদি।"

সুনীতি বলিল, "বোধ হয়।"

কিছু পরেই বিনোদ আসিয়া কহিল, "কত দেরি সুনীতি? তয়ের ত?"

যোগেশের কপালে টিপ পরাইয়া দিতে দিতে সুনীতি বলিল, "হ্যাঁ, তয়ের। আজ আপনাদের প্ল্যান কি মেজ জামাইবাবু? আজই যবনিকা-পতন না কি?"

বিনোদ হাসিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই নয়। যবনিকা-পতন দোসরা মাঘ সন্ধ্যাবেলায়। মালাবদলের সমস্ত মতলব আমাদের পাস হয়ে গিয়েছে সুনীতি, তার মধ্যে আর গোলযোগ নেই।"

সে বিষয়ে কোনপ্রকার ঔৎসুক্য না দেখাইয়া সুনীতি বলিল, "আজ আপনাদের মতলব কি?"

"সে এখন বলব না। যোগেশ ফিরে এলেই জানতে পারবে। চল যোগেশ, দেরি ক'রে কাজ নেই, সুবোধকে গাড়িতে বসিয়ে এসেছি।" বলিয়া বিনোদ যোগেশকে লইয়া প্রস্থান করিল।

সন্ধ্যার পূর্বে বিনোদ যোগেশকে লইয়া ফিরিয়া আসিল; সুবোধ বরাবর মেসে চলিয়া গিয়াছিল।

সুমতি ও সুনীতি উভয়েই ঔৎসুক্যের সহিত অপেক্ষা করিতেছিল; কারণ, যোগেশকে লইয়া বাটির বাহিরে যাওয়া আজ এই প্রথম, সুতরাং আজ যে একটা নূতন রকমের ফন্দি ছিল তদ্বিষয়ে উভয়েরই কোন সন্দেহ ছিল না।

বিনোদ সহাস্যে কহিল, "আজ খুব মজা হয়েছে দিদি, বর-কনের

ফোটো তোলা হয়ে গিয়েছে। মালাবদলের পালাটা যদি একান্ত না পেরে ওঠা যায় ত সুবোধকে ক্ষেপাবার জন্য এটাও খানিকটা চলবে। মেসের প্রত্যেক মেম্বার একখানা ক'রে কপি নেবে ঠিক করেছে।" বলিয়া কি প্রকারে তাহাদের এক বন্ধু-ফোটোগ্রাফারের বাটি গিয়া সুবোধ ও যোগেশের একসঙ্গে ফোটো তোলা হইয়াছে, তাহা সবিস্তারে বিবৃত করিল।

যৎপরোনাস্তি পুলকিত হইয়া সুমতি কহিল, "চমৎকার হয়েছে। আমরা কবে ফোটো পাব বিনোদ?"

"শিগগিরই পাবেন।" তাহার পর সুনীতিকে লক্ষ্য করিয়া বিনোদ কহিল, "প্রথমে তুমি যে-রকম বিদ্রোহের ভাব দেখাতে সুনীতি, তাতে মনে হ'ত যে, তোমাকে সামলানোই কঠিন হবে। কিন্তু এখন দেখছি যে, যোগেশ না হ'লেও চলতে পারত, কিন্তু তুমি না হ'লে চলত না। ভাগ্যে তুমি তোমার নাম আর হাতের লেখা দিয়ে এর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলে!"

ফোটো তোলার কথা শুনিয়া সুনীতি মনে মনে অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। বিনোদের কথা শুনিয়া সবিদ্রূপে সে কহিল, "তা হ'লে যোগেশকে বাদ দিয়ে দিন না। তাকে নিয়ে ফোটো তোলানো, মালাবদল করা—ওসব আর করছেন কেন?"

বিনোদ হাসিয়া কহিল, "ফোটো তোলা ত হয়েই গেছে। তুমি যদি রাজী হও ত মালাবদলটা তোমাকে দিয়েই করি। কিন্তু ঠাট্টা নয় সুনীতি, সুবোধকে তুমি যতটা মুগ্ধ করেছ, যোগেশ তার অর্ধেকও করে নি। সে প্রাণে প্রাণে দুটি পৃথক সুনীতির সত্তা বেশ যেন বুঝতে পারে। সে কি বলে জান? সে বলে, চোখের সুনীতিকে তার যত ভাল লাগে, তার দশগুণ ভাল লাগে চিঠির সুনীতিকে। আমি শুনে হাসি, আর মনে মনে ভাবি—যতই কর না কেন, দুধে আর ঘোলে তফাত হবেই।"

সুমতি ব্যগ্র হইয়া বলিল, "সুবোধবাবুর মনে কোন রকম সন্দেহ হয়েছে না কি ?"

বিনোদ কহিল, "আসলে কোন সন্দেহই হয় নি। তবে যে কথাগুলো বলে তা ভারি মারাত্মক। বলে, সুনীতির মুখের কথা শোনার চেয়ে সুনীতির চিঠির কথা শুনতে তার অনেক ভাল লাগে ; সুনীতির সঙ্গে কথা কওয়ার চেয়ে, সুনীতিকে চিঠি লেখাতে সে বেশী আনন্দ পায়। তোমার চিঠিগুলি দেখতে দাও না ব'লে প্রথমে আমরা একটু দুঃখিত হয়েছিলাম সুনীতি, এখন কিন্তু দেখছি না-দেখে ভালই হয়েছে। আমাদের চোখের ওপর দিয়ে গেলে সেগুলোতে তুমি কখনই এমন মারাত্মক সজীবতা দিতে পারতে না।"

সুনীতির মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু তখনই সামলাইয়া লইয়া হাসিয়া কহিল, "যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর। এ তাই হ'ল মেজ জামাইবাবু।"

বিনোদ হাসিয়া কহিল, "তুমি আমার জন্যে, কি তোমার জন্যে চুরি কর, তা জানি নে ; কিন্তু সুবোধের মনটিকে যে তুমি চুরি করেছ, তাতে আর সন্দেহ নেই। সে যাই হোক, চিঠি দেখাতে তুমি যখন রাজী হও নি তখন ভারি ভয় হয়েছিল যে, কি করতে তুমি কি করবে ! বিশ্বাসের মর্যাদা এতটা যে তুমি রাখবে সে ভরসা তখন সম্পূর্ণ হয় নি।"

সুনীতি হাসিয়া কহিল, "এখন ভরসা হয় ?"

বিনোদ কহিল, "এখন ভয়ও হয় না। রোগ হয় নি ব'লে কি আর রুগী চিনতে পারি নে সুনীতি ? এই যে মাঝে মাঝে মুখ লাল হয়ে ওঠা, এই যে কথা কইতে কইতে চোখ ছলছলিয়ে আসা, এই যে গলা কাঁপা—"

বিনোদের বাক্য শেষ হইতে না দিয়া সুনীতি সহাস্যে কহিল, "এই

যে মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস পড়া, হা-হুতাশ করা! ব'লে যান মেজ জামাই-বাবু, ব'লে যান। আপনার বন্ধুর কাছে গিয়ে এই রকম অভিনয় ক'রে বলবেন। তা হ'লে যতটুকু পাগল হতে বাকি আছে, তাও আর থাকবে না।" বলিয়া হাসিতে হাসিতে সুনীতি চলিয়া গেল।

যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল সুমতি ও বিনোদ নিঃশব্দে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর সুমতি বলিল, "কিছু বুঝতে পার বিনোদ?"

মৃদু হাসিয়া বিনোদ কহিল, "কিছু না। ভারি শক্ত মেয়ে; একটি কথাও ধরবার যো নেই। অথচ মুখেও ত কথার কামাই নেই।"

সুমতি কহিল, "আমার ত মনে হয় রঙ ধরেছে।"

বিনোদ হাসিয়া কহিল, "তা হবে। আপনারা আমাদের চেয়ে ভাল সমঝদার। সে যাই হোক, আমাদের নক্শাটা ত আগে হয়ে যাক। তার পর আসল পালায় হাত দেওয়া যাবে।"

রাত্রে শয়ন করিতে আসিয়া সুনীতি দ্বার বন্ধ করিলে, যোগেশ তাহার শয্যা হইতে বলিল, "আমার ওপর রাগ করেছ সেজদি?"

স্নিগ্ধ কণ্ঠে সুনীতি কহিল, "একটুকুও না যোগেশ।"

যোগেশ ধড়মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া কহিল, "কেন?"

সুনীতি কহিল, "আমি জানি, তুই অনিচ্ছায় ফোটো তুলিয়েছিস,—অনেক ওজর আপত্তি করেছিলি।"

বিস্মিত হইয়া যোগেশ কহিল, "কেমন ক'রে জানলে! মেজ-জামাইবাবু বলেছেন বুঝি?"

সুনীতি হাসিয়া কহিল, "তা নয় রে। আমি জানতাম, তুই তোর সেজদিদির মান নষ্ট করবি নে।" বলিয়াই কিন্তু সুনীতি সবিস্ময়ে থামিয়া গেল। অন্যমনস্ক হইয়া এ সে কি বলিতেছে!

ধীরে ধীরে এই দুইটি ভাই-ভগিনীর হৃদয় সমসুখে ও সমবেদনায় একটানে বাঁধিয়া আসিতেছিল।

যোগেশ বলিল, "ফোটো তোলার সব গল্প শুনবে সেজদি ?"

স্নিগ্ধ স্বরে সুনীতি কহিল, "কাল শুনব ভাই, আজ রাত হয়েছে, ঘুমো।"

সুনীতি আজ আর কোন কার্যে না বসিয়া একেবারে শয্যায় যাইয়া আশ্রয় লইল। আজ সন্ধ্যা হইতে তাহার কর্ণে কেবলই বাজিতেছিল বিনোদের কয়েকটা কথা—চোখের সুনীতির চেয়ে চিঠির সুনীতিকে সুবোধের ভাল লাগে। কি সুন্দর! কি চমৎকার! তবে ত চিঠি সামান্য ব্যাপার নয়! তবে ত চিঠি দিয়াও মানুষকে মানুষ বুঝতে পারে, ধরিতে পারে!

নিদ্রায় সুনীতি স্বপ্ন দেখিল, সে চিঠির রাজ্যের রাণী হইয়াছে। সেখানে রাজার সহিত কথাবার্তা হয় চিঠিতে, প্রেমালাপ চলে চিঠিতে। রাজা আকাশে আকাশে চিঠি পাঠান, রাণীর উত্তর বাতাসে বাতাসে উড়িয়া যায়।

তিন দিন পরে সুনীতি একখানা রেজেষ্ট্রি-করা বাণ্ডিল পাইল। খুলিয়া দেখিল, দুইখানা ফোটো ও একটা চিঠি সুবোধ পাঠাইয়াছে। একটা গোল টেবিলের উপর একটা ফুলদানিতে ফুলের তোড়া; তাহারই পার্শ্বে সুবোধ ও যোগেশ পাশাপাশি বসিয়া। সুবোধের মুখ-চক্ষু দিয়া উল্লাস ও আনন্দের দীপ্তি ঝরিয়া পড়িতেছে। দেখিয়া সুনীতির চক্ষু সজল হইয়া আসিল। আর কত ছলনায় তুমি লাঞ্ছিত হবে? আর কত উৎপীড়ন তোমার উপর চলবে? কত দিনে কেমন ক'রে তোমার প্রতি এ উপদ্রবের শেষ হবে?

পদশব্দ পাইয়া সুনীতি তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া একখানা ফোটো লুকাইয়া ফেলিল।

সুমতি প্রবেশ করিয়া সাগ্রহে বলিল, "নীতি, সুবোধের কাছ থেকে ফোটো এল বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

"কই, দেখি?"

সুনীতি ফোটোখানা সুমতির হস্তে দিল। ফোটোখানা কিছুক্ষণ সপুলকে নিরীক্ষণ করিয়া সুমতি বলিল, "আহা, এ যদি যোগেশ না হয়ে তুই হতিস নীতি, তা হ'লে কত আনন্দের হ'ত!"

সুনীতি কহিল, "তা হ'লে এত মজার হ'ত না দিদি।"

নীরবে ক্ষণকাল সুনীতির দিকে চাহিয়া থাকিয়া সুমতি বলিল, "তা তুই রাগই করিস আর ঠাট্টাই করিস নীতি,—তুই যদি রাজী হোস, তা হ'লে আমরা এখনই মজা বন্ধ ক'রে দিয়ে আনন্দের ব্যবস্থা করি।"

সহসা সমস্ত ধৈর্য হারাইয়া সুনীতি দৃঢ়স্বরে কহিল, "দিদি, আমাকে

কি তোমরা ময়লা-ফেলা গাড়ি পেয়েছ যে, যত নোংরা কাজ আমাকে দিয়েই করাতে হবে? এতদিন তোমাদের মজা দেবার জন্যে একজন পরপুরুষকে প্রেমপত্র লিখে এলাম; এখন তোমাদের মনের গতি বদলাল ব'লে আমাকে অন্য রকমে রাজী হতে হবে?"

দক্ষিণ বাহু দিয়া সুনীতিকে অর্ধবেষ্টিত করিয়া ধরিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে সুমতি বলিল, "বলিস নে নীতি, বলিস নে। এ কথা বললেও পাপ হয়। সুবোধকে বিয়ে করতে রাজী হওয়া কি নোংরা কাজ রে? আচ্ছা, প্রেমপত্র লেখার কথাই যখন অমন ক'রে তুললি তখন বল্ দেখি, এর পর সুবোধ ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে তোর রুচি হবে?"

এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া সুনীতি কহিল, "তা যদি না হয়, তা হ'লে অবস্থাটা কি রকম দাঁড়িয়েছে একবার ভেবে দেখ। সব কথা জেনে সুবোধবাবু যদি আমাকে বিয়ে করতে রাজী না হন, তিনি যদি মনে করেন যে, যে-মেয়ে এমন একটা অন্যায় চক্রান্তে যোগ দিতে পারে, যে পরিহাসের জন্যে অজানা পুরুষকে প্রেমপত্র লিখতে পারে, সে স্ত্রী হবার যোগ্য নয়, তখন আমার রুচি-অরুচি কোথায় থাকবে বল?"

সুনীতির কথা শুনিয়া সুমতি বাস্তবিকই চিন্তিত হইয়া উঠিল। সে তাহার এই অভিমানিনী প্রবলমনা ভগিনীটিকেও চিনিত, এবং সে যে রঙ্গ-কৌতুকের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা বুঝিতেও তাহার বাকি ছিল না। এই অকিঞ্চিৎকর হাস্য-পরিহাসের মূল্য অবশেষে যদি দুইটি জীবনের সুখ-দুঃখ দিয়া পরিশোধ করিতে হয়, তাহা হইলে আর পরিতাপের সীমা থাকিবে না। উৎকণ্ঠিত চিত্তে সে কহিল, "আচ্ছা নীতি, তা হ'লে নকল বিয়ের বদলে আসল বিয়ে হয়ে যাক না। শুভদৃষ্টির সময় যোগেশের জায়গায় তোকে দেখে সুবোধ অবাক হয়ে যাবে। তাতে মজাও হবে, সব দিক রক্ষাও পাবে।"

প্রবল ভাবে সুনীতি বলিল, "তা কখনই করব না,—ম'রে গেলেও না। অত বড় একটা মিথ্যার ওপর দিয়ে জীবন আরম্ভ করব না,—তা সে কোন সুবোধেরই জন্যে নয়।"

সুমতি কহিল, "তবে চিঠিতে সব কথা লিখে সুবোধকে জানিয়ে দে না ; তা হ'লেই ত সব সহজ হয়ে যায় ?"

সুনীতি কহিল, "তাই বা কি ক'রে করব ? তোমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি যে, চিঠিতে এমন কোন কথা লিখব না, যাতে তোমাদের মজার ক্ষতি হতে পারে।"

সুমতি হাসিয়া কহিল, "আমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিস, আমরাই ত লিখতে বলছি, তবে আর দোষ কোথায় ?"

সুমতির বাহুপাশ হইতে নিজেকে ধীরে ধীরে মুক্ত করিয়া লইয়া সুনীতি কহিল, "প্রতিজ্ঞার নিয়মই তা নয় দিদি, প্রতিজ্ঞা একবার করলে আর ভাঙা যায় না। মহাভারত এরই মধ্যে ভুলে গেছ কি ? সত্যবতীও ত ঠিক তোমার মত ভীষ্মকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করবার অনুমতি দিয়েছিলেন ; কিন্তু ভীষ্ম তাতে রাজী হয়েছিলেন কি ?"

সুনীতির দিকে ক্ষণকাল একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া সুমতি হাসিয়া কহিল, "বাপ রে ! তুইও কলিকালের ভীষ্ম হ'লি না কি ?"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া সুনীতি বলিল, "আর আমিই বা ওপর-পড়া হয়ে ও-কথা লিখতে যাব কেন ? আমার অধিকারই বা কি আর গরজই বা কোথায় ?"

সুমতি প্রস্থান করিলে সুনীতি সুবোধের পত্রখানা খুলিল। অন্যবার পত্রের সম্বোধন দেখিয়া সুনীতির কর্ণমূল পর্যন্ত রক্তাভ হইয়া উঠিল। সুবোধ লিখিয়াছে "প্রিয়তমে সুনীতি", এবং পত্রে সর্বাগ্রে 'প্রিয়তমে' সম্বোধন করার কারণ দিয়াছে : "তুমি যখন আমার বাস্তবিকই প্রিয়তমা,

তোমার চেয়ে বেশী বা তোমার মত অত প্রিয় যখন আর আমার কেউ নেই, তখন তোমাকে প্রিয়তমে ব'লে সম্বোধন না করাই অন্যায়। আশা করি, আমার এই অকপট আন্তরিক সম্বর্ধনা তুমি গ্রহণ করবে।"

ফোটোগ্রাফ তোলার বিষয়ে সুবোধ লিখিয়াছিল, "তোমার আপত্তি এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফোটো তুলিয়েছি; সে জন্য তোমার কাছে আমি ক্ষমা ভিক্ষা করছি। অত বড় লাভের লোভটা আমি সম্বরণ করতে পারলাম না,—বিশেষত বিনোদই যখন সে বিষয়ে উদ্যোগী এবং অগ্রণী হ'ল। দুখানা ফোটো তোমাকে পাঠালাম; আর একখানা আমার বউ-দিদিকে পাঠিয়েছি। বউদিদিকে পাঠিয়েছি ব'লে রাগ ক'রো না সুনীতি। তাঁর স্নেহের দৃষ্টি পড়লে আমাদের মিলন চিরদিনের জন্য অক্ষুণ্ণ ও শুভ হবে। বউদিদিকে যে ফোটোখানি পাঠিয়েছি, তার নীচে তোমার নাম লিখে দিয়েছি; আর কি লিখেছি শুনবে? না, এখন থাক্। সেটা মাঘ মাসে তুমি বউদিদির কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে দেখো। আর সেটা পড়তে পড়তে তোমার নির্মল মুখখানি কি অপূর্ব শোভায় প্রত্যূষের আকাশের মত রক্তাভ হয়ে উঠবে, আড়াল থেকে তাই দেখবার লোভে এখন থেকে লুব্ধ হয়ে রইলাম।

"বউদিদিকে ফোটো পাঠিয়েছি,—অনেক ক'রে সে বিষয়ে বিনোদের মত নিয়ে তার পর। তোমার সঙ্গে আমার মিলনের কথা আমার কোন আত্মীয়বন্ধুকে এখন জানাতে বিনোদ বিশেষ ক'রে নিষেধ ক'রে দিয়েছে। কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলে—এখন বললে ভয়ানক ক্ষতি হতে পারে। বিনোদের এই কথা শুনে সময়ে সময়ে একটা অজ্ঞাত, অনির্দিষ্ট আশঙ্কায় আমার হৃদয় কেঁপে ওঠে। যে অসীম সৌভাগ্যের আশ্বাস শুনে আমার কান ধন্য হয়েছে—ভয় হয়, যদি কোন কারণে তা পূর্ণ না হয়! তখন কি করি জান সুনীতি? তখন তোমার চিঠিগুলি বার ক'রে একে একে পড়ি,

সূর্যোদয়ে অন্ধকারের মত সমস্ত সংশয় নিঃশব্দে অন্তর্হিত হয়ে যায়। তোমার চিঠির প্রতি বাক্য, প্রতি অক্ষরগুলি হীরক-খণ্ডের মত সত্যের আলোকে ঝিক্‌ঝিক্ করে, যার মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-অসত্যের কোন সংস্রব থাকতে পারে না। পত্রগুলি ছত্রে ছত্রে যে আনন্দ আর আশ্বাস বহন ক'রে এনেছে, আমার ঐকান্তিক বিশ্বাস, তা একটুও অসম্ভব বা কল্পিত নয়। ঐ দৃঢ় সুগঠিত হস্তাক্ষরের মধ্যে কোনো অসত্যের স্থান হতে পারে না। চিঠিগুলি আমার কাছে এমন অমূল্য সম্পদ ব'লে মনে হয় যে, সমস্ত জীবন শুধু তোমার চিঠির উপর নির্ভর ক'রেই কাটিয়ে দিতে পারি।"

চিঠিখানা খামে ভরিয়া বাক্সর ভিতর রাখিয়া দিয়া সুনীতি টেবিলের একটা কোণ ঠেস দিয়া অপলক নেত্রে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। অনাহুত সূর্যকিরণে সমস্ত কক্ষ ভরিয়া গিয়াছিল। সেই আলোক-প্লাবনের মধ্যে দাঁড়াইয়া সুনীতি চতুর্দিকে এমন একটা দুর্ভেদ্য অন্ধকার দেখিতেছিল, যাহা অতিক্রম করিয়া কোন ক্ষীণতম রশ্মিও তাহার নিকট পৌঁছিতেছিল না। সুবোধ লিখিয়াছে, তাহার চিঠির প্রতি বাক্য প্রতি অক্ষরগুলি সত্যের আলোকে হীরক-খণ্ডের মত ঝিক্‌ঝিকে। কিন্তু হায়, সেগুলা যে কি নিবিড় মিথ্যার কালিমায় লেখা, তাহা ত সুবোধ জানে না! এই যে আশ্বাস, এই যে বিশ্বাস, এই যে সোহাগ, এই যে সাধনা,—ইহার অধিকারিণী হইবার তাহার কোন দাবিই নাই; অথচ প্রাণ যে ইহার একবিন্দুও ছাড়িতে রাজী হয় না! মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার ইন্ধনে সুবোধের হৃদয়ে যে অগ্নি সে জ্বালিয়াছে, তাহা ত মিথ্যা, তাহা হয়ত একদিন সহসা নিবিয়া যাইবে; কিন্তু সুবোধের হৃদয় হইতে নিঃসৃত হইয়া তাহার নিজের হৃদয়ে যে অগ্নি জ্বলিয়াছে, তাহা ত মিথ্যা নহে, তাহা যদি চিরদিন তাহার হৃদয়কে দীপ্ত না করিয়া দগ্ধ করে! দুঃখে ও নৈরাশ্যে সুনীতির দুই চক্ষু দিয়া টপ টপ করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

বড়দিনের ছুটির পূর্বে সুবোধের অনুপস্থিতিকালে ও অজ্ঞাতসারে মেসে আর একটা গুপ্ত মন্ত্রণার অধিবেশন হইয়া দোসরা মাঘ কি উপায়ে ও কৌশলে যোগেশের সহিত সুবোধের মাল্যবদল করিয়া তাহাকে ঠকাইতে হইবে সে বিষয়ে সবিস্তারে পরামর্শ হইয়া গেল।

প্রত্যূষে উঠিয়া বিনোদ তাহার দ্রব্যাদি গুছাইয়া লইতেছিল। বেলা এগারোটার গাড়িতে সে গৃহে গমন করিবে। পূর্বদিন সন্ধ্যার মধ্যে মেসের আর সকলেই বাড়ি চলিয়া গিয়াছিল; কেবল সুবোধ যায় নাই, সে ইতস্তত করিতেছিল।

দ্রব্যাদি গুছানো হইয়া গেলে বিনোদ সুবোধের কক্ষে উপস্থিত হইল। সুবোধ গায়ে একটা গাত্রবস্ত্র জড়াইয়া অলসভাবে শয্যায় শুইয়া ছিল।

"কি সুবোধ, কি ঠিক করলে? আজ বিকেলের গাড়িতে যাচ্ছ ত?"

উঠিয়া বসিয়া ঈষৎ হাসিয়া সুবোধ কহিল, "না-যাওয়াই প্রায় ঠিক করেছি। দেহ আর মন দুই-ই বলছে—গিয়ে কাজ নেই।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিনোদ কহিল, "হঠাৎ দেহ আর মন দুই-ই একযোগে এ রকম বলতে আরম্ভ করলে কেন বল দেখি?"

পূর্ববৎ হাস্য করিয়া সুবোধ কহিল, "মন ত ভাই কিছুতেই সুনীতির রাজ্য ছেড়ে এক পা যেতে চায় না। তার ওপর দেহও অচল হয়ে পড়েছে। কাল রাত থেকে বোধ হয় আমার জ্বর হয়েছে।"

"জ্বর হয়েছে?" বলিয়া বিনোদ তাড়াতাড়ি সুবোধের গাত্র পরীক্ষা করিয়া বলিল, "বোধ হয় কি বলছ? এক শো দুই কি তিন হবে।"

মৃদু হাসিয়া সুবোধ বলিল, "তা হবে।"

সুবোধের অসুখের জন্য বিনোদ বাড়ি যাওয়া বন্ধ করিয়া দিল। কিন্তু সুবোধ তাহাতে প্রবল ভাবে আপত্তি করিয়া তাহাকে নিরস্ত করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। অবশেষে যখন দেখিল যে, সে কথা লইয়া বিনোদ তাহার সহিত যুক্তি-তর্ক করিতে প্রবৃত্ত না হইয়া তাহার রোগ-পরিচর্যায় নিরত হইল তখন সে ক্ষুণ্ন স্বরে কহিল, "সুনীতির দেশ ছেড়ে যেতে আমার এত কষ্ট হচ্ছে ভাই! সুরমার দেশে তোমাকে যেতে বাধা দিলে আমাকে তার দণ্ডভোগ করতে হবে না কি?"

বিনোদ হাসিয়া কহিল, "মাঘ মাসের একটা কোন দিনে তোমাকে সে দণ্ড দেবার চেষ্টায় ত আমরা আছি।"

ব্যগ্রভাবে সুবোধ কহিল, "তা ত আছ, কিন্তু আমার প্রাণ যেন মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠে। কেমন মনে হয়, হয়ত তোমাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হবে। এত সহজে এত সুখ কারও অদৃষ্টে ঘটে না। তাই মনে হয়, এই যে সৌভাগ্যের অনুকূল হাওয়ায় তর্ তর্ ক'রে বেয়ে চলেছি, একদিন না জেগে উঠে দেখি—সব স্বপ্ন, সব মিথ্যে! তা হ'লে ত বিনোদ, পাগল হয়ে যাব ভাই।"

রোগশয্যায় শায়িত পীড়িত সুবোধের মুখ হইতে এই সভীতি সংশয়ের বাণী, যাহা অচিরেই একদিন নির্মম সত্য হইয়া দেখা দিবে, শুনিয়া বিনোদের মন সহসা অনুকম্পা ও অনুশোচনার তীক্ষ্ণ বেদনায় ব্যথিত হইয়া উঠিল। শরাহত হইবার পরে মৃগের যে আকৃতি হইবে, শরাহত হইবার পূর্বেই তাহা দেখিতে পাইয়া মৃগয়ার প্রতি ব্যাধের একটা নিস্পৃহা জাগিল। প্রকাশ্যে কিন্তু মৃদু হাস্য করিয়া বলিল, "পাগল হতে ত আর বাকি কিছু নেই সুবোধ। এর বেশী আর কি পাগল হবে?"

সুবোধ হাসিয়া বলিল, "তা সত্যি। কিন্তু কেন এ-রকম হয় বলতে পার? তুমি ত মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ ক'রে বলবে যে, আশার সঙ্গে যে

আশঙ্কা, কিংবা আনন্দের সঙ্গে যে উদ্বেগ অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়িয়ে থাকে, এ তাই। কিন্তু আমার ঠিক ততটুকুই মনে হয় না। এর অনুভূতি আমি সুনীতির চিঠির মধ্যেই পাই। তার চিঠি প'ড়ে দেখলে দেখবে, আনন্দ আর উৎসাহের কথাতেই তা ভরা। কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারি, তার সঙ্গেই একটা যেন গোপন ইঙ্গিত আমার আশায় আটক দিতে চায়, আমার আনন্দকে সংযত করবার চেষ্টা করে।"

অন্যমনস্ক ভাবে বিনোদ ধীরে ধীরে বলিল, "সে ভারি শক্ত, ভারি সাবধানী ; তাই বোধ হয় সম্পূর্ণ আশ্বাস তোমাকে দিতে চায় না।"

ব্যগ্র হইয়া সুবোধ বলিল, "কেন চায় না? তা হ'লে কি এখনও সন্দেহ আছে?"

সহানুভূতির শান্ত স্বরে বিনোদ বলিল, "আমার ত বিশ্বাস, নেই।"

ধীরে ধীরে শয্যায় শুইয়া পড়িয়া সুবোধ বলিল, "তোমার বিশ্বাসেই আমার বিশ্বাস বিনোদ, তোমার ভরসাই আমার ভরসা। তা ছাড়া আমার আর কিছুই নেই।"

বৈকালের দিকে সুবোধের জ্বর এবং যন্ত্রণা দুই-ই বাড়িয়া চলিল। মাথার যন্ত্রণার জন্য একটা রুমাল শক্ত করিয়া বাঁধিয়া সুবোধ নিঃশব্দে পড়িয়া ছিল। তাহার দিকে একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া মৃদুস্বরে বিনোদ বলিল, "মাথাটা একটু টিপে দোব সুবোধ?"

"না, চুপ ক'রে প'ড়ে থাকলেই ভাল থাকব।"

সুবোধের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া বিনোদ বলিল, "কিছু ইচ্ছে করছে সুবোধ?"

ম্লান হাসি হাসিয়া সুবোধ বলিল, "যা ইচ্ছে করছে, তার উপায় নেই ভাই। কিন্তু একবার যদি দেখাতে বিনোদ, তা হ'লে সব যন্ত্রণা ভাল হয়ে যেত।"

ক্ষণকাল সুবোধের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চিন্তা করিয়া বিনোদ কহিল, "একবার নিয়ে আসব?"

শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া সুবোধ বলিল, "না না বিনোদ, ক্ষেপেছ তুমি? এই মেসের মধ্যে, অসুখ-বিসুখের ভেতর কখনও আনতে আছে? কিন্তু ভারি দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে ভাই। ফোটোখানাই না হয় দাও। আমার মনে হচ্ছে, আমার পক্ষে অত বড় ডাক্তার কলকাতা শহরে আর নেই।"

মৃদু হাসিয়া বিনোদ বলিল, "বড় ডাক্তার রোগ বাড়াবাড়ি হ'লে ডাকলেই হবে; আপাতত পাড়ার বেহারী ডাক্তারকে একবার ডেকে নিয়ে এসে ব্যবস্থা ক'রে নিই?"

ব্যগ্রভাবে সুবোধ বলিল, "কিছু দরকার নেই, বিনোদ। আমার এ জ্বর আজ রাত্রে ছেড়ে যাবে। তুমি অনর্থক ব্যস্ত হ'য়ো না।"

বিনোদ কিন্তু সুবোধের নিষেধ-বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া বিহারী ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিল। ডাক্তার সুবোধকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, সাধারণ জ্বর—আশঙ্কার কোন কারণ নাই।

সন্ধ্যার সময় নবনিযুক্ত বালক-ভৃত্য যদুকে সুবোধের পথ্য ও ঔষধের বিষয়ে সমস্ত উপদেশ দিয়া বিনোদ অল্পক্ষণের জন্য সুবোধের নিকট হইতে বিদায় লইল এবং পথে বাহির হইয়া একটা ঠিকা-গাড়ি লইয়া তাহার শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইল।

বিনোদকে দেখিয়া সুমতি সবিস্ময়ে বলিল, "কাল ব'লে গেলে—আজ রাত্রে সুরমার কাছে পৌছবে, আর আজ এখনও এখানে? মতলব বদলে গেল কেন বল দেখি?"

সুপ্রীতি হাসিয়া কহিল, "নিজের ভালর চেয়ে পরের মন্দটা মিষ্টি লাগে, তাই বোধ হয় বদলে গেল। সুবোধবাবুর পিছনে লাগবার একটা নতুন কোন মতলব হয়েছে বোধ হয়।"

বিনোদ হাসিয়া কহিল, "এবার তোমার আন্দাজে ভুল হচ্ছে সুনীতি। এবার সুবোধের ভালর জন্যেই র'য়ে গেলাম। যতক্ষণ না সে ভাল হচ্ছে, ততক্ষণ যেতে পাচ্ছি নে। কাল রাত থেকে তার জ্বর হয়েছে।"

উৎকণ্ঠিত স্বরে সুমতি জিজ্ঞাসা করিল, "জ্বর হয়েছে? বেশী নাকি?"

বিকেলবেলাটা বেশীই হয়েছিল, এখন একটু কমেছে।"

সুনীতি কোন প্রকারে তাহার উদ্বেগ অবরুদ্ধ রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "যন্ত্রণা আছে?"

বিনোদ বলিল, "যন্ত্রণা ছিল বই কি; সমস্ত দিনই মাথায় যন্ত্রণা ছিল। দুপুরবেলা যখন মাথায় হাত বুলিয়ে দেবার কথা বললাম, তখন কি বললে শুনবে? বললে, 'বিনোদ, আমার বাক্স থেকে সুনীতির একখানা চিঠি বার ক'রে তাই আমার মাথায় বুলিয়ে দাও,—আমার মাথার যন্ত্রণা ভাল হয়ে যাবে।' পাগল আর কাকে বলে বল দেখি? উত্তাপ নিবারণের জন্য সংস্কৃত কাব্যে পদ্মপত্রের ব্যবস্থা আছে; চিঠি-পত্রের ব্যবস্থা, এ নিতান্তই মৌলিক।"

সুমতি হাসিয়া কহিল, "কলকাতা শহরে বেচারা পদ্মপত্র কোথায় পায় বল। চিঠিপত্র ত বাক্স-ভরা আছে। ডাক্তার দেখানো হয়েছে?"

বিনোদ কহিল, "হয়েছে। ডাক্তার বলেছে—কোন ভয় নেই, সহজ জ্বর।" তাহার পর সহাস্যে কহিল, "ডাক্তার দেখানোর কথায় কি বলছিল শুনবেন? বলছিল, তার পক্ষে সুনীতির চেয়ে বড় ডাক্তার কলকাতা শহরে আর কেউ নেই। সুনীতি তাকে দেখলেই সব যন্ত্রণা তার ভাল হয়ে যাবে।"

সুমতি হাসিয়া কহিল, "তুমি কি বললে?"

"আমি বললাম, 'বল ত তাকে নিয়ে আসি।' তাতে কিন্তু ব্যস্ত হয়ে

বললে, 'না না, মেসের মধ্যে অসুখ-বিসুখের ভেতর কখখনও তাকে এনো না।' কি বল সুনীতি, ডাক্তারি করতে যাবে ?"

মৃদু হাসিয়া সুনীতি কহিল, "যদি আপনি নিয়ে যান, আর গেলে উপকার হয়, তা হ'লে নিশ্চয় যাব। কিন্তু মেজ জামাইবাবু, আমি ত খালি প্রেসক্রিপশনই লিখে পাঠাতে পারি ; রোগী দেখা ত আমার কাজ নয়, সে ত যোগেশ করবে।"

স্মিতমুখে বিনোদ কহিল, "এখন বড় ডাক্তারের দরকার। রোগীর অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, তুমি নিজে গিয়ে দেখে ওষুধ না দিলে আর রক্ষা নেই। সে কি বলছিল জান ? বলছিল—হঠাৎ ঘুম ভেঙে যদি দেখে, এতদিন যা দেখছিল সব স্বপ্ন, তা হ'লে পাগল হয়ে যাবে।"

স্মিতমুখে সুনীতি কহিল, "দুবার ক'রে নাকি ? তা হ'লে ত ভালই হবে ; বিষে বিষক্ষয় হয়ে যাবে।"

বিনোদ হাসিয়া কহিল, "তোমাদের বিষের কি প্রতিষেধক বিষ আছে সুনীতি যে, ক্ষয় হবে ? এর রোজাও নেই, ডাক্তারও নেই। বাঁধন দিয়ে যে বিষ আটকানো যাবে, তারও উপায় নেই, কারণ তোমাদের দংশন একেবারে হৃৎপিণ্ডের মধ্যস্থলে।"

সুনীতি কহিল, "কিন্তু এ বিষে মানুষ মরে না।"

বিনোদ হাসিয়া কহিল, "ছটফট ক'রে মরে। সেটা মরারও বাড়া।"

বিনোদ গমনোদ্যত হইলে সুমতি হাসিয়া কহিল, "তা হ'লে সুবোধের চিকিৎসার জন্যে ছোট ডাক্তারকে নিয়ে যাবে না কি ?"

বিনোদ কহিল, "যোগেশকে ?"

সুমতি উত্তর দিবার পূর্বেই সুনীতি ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে কহিল, "না না, দিদি, অন্তত এ অসুখের সময়ে ঠাট্টাটা বন্ধ থাক্।"

ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া সুমতি কহিল, "আমি কি ঠাট্টা করবার

জন্যে বলেছি রে? যাতে বেচারা একটু আরাম পায়, সেই জন্যেই বলছি।"

একটু চিন্তা করিয়া সুনীতি কহিল, "তা-ও থাক্ দিদি, অসুখের সময়ে অভিনয়টা একেবারেই বন্ধ রাখা যাক।"

সুবোধের রোগ-যন্ত্রণার কথা শুনিয়া সুনীতির অন্তঃকরণে এমন একটা বাস্তব করুণা জাগিয়া উঠিয়াছিল যে, তাহাতে একটা মিথ্যা ঔষধের প্রলেপ দিবার প্রস্তাবে তাহার একেবারেই প্রবৃত্তি হইল না।

মৃদু মৃদু হাসিয়া বিনোদ বলিল, "সুনীতি, আমার ভাই, চণ্ডীদাসের একটা বিখ্যাত গান বার বার মনে পড়ছে। শুনবে?"

স্মিতমুখে সুনীতি কহিল, "বলুন।"

বিনোদ বলিতে লাগিল—

"রাধার কি হ'ল অন্তর ব্যথা!
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহার কথা।
সদাই কি ধ্যানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়নের তারা;
বিরতি আহারে, রাঙ্গা বাস পরে,
যেমন যোগিনী পারা।
এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখায় খসায়ে চুলি,
হসিত বয়ানে চাহে মেঘপানে
কি ক'রে দু হাত তুলি।
একদিঠ করি ময়ূর ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।

চণ্ডীদাস কয়, নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে।”

মৃদু হাসিয়া সুনীতি বলিল, “কিন্তু এ ক্ষেত্রে শেষের পদটা একটু বদলে দিতে হয় মেজ জামাইবাবু। ‘নব পরিচয় কালিয়া বঁধুর সনে’র জায়গায় করতে হয় ‘চিঠি বিনিময় সুবোধবাবুর সনে’। পরিচয় আর হ’ল কই ?”

সহাস্যমুখে বিনোদ কহিল, “এই যদি তোমার আপত্তি হয়, তা হ’লে আমি একজন আধুনিক কবির নজির দেখাব। ‘এখনও তারে চোখে দেখি নি শুধু বাঁশী শুনেছি—মন প্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেছি’। এবার তুমি কি বলবে বল !”

একটু ভাবিয়া সুনীতি বলিল, “বলব, ‘শুনেছি সে আস্ত পাগল, তারে না দেখাই ভাল’।” বলিয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল। কিন্তু পরক্ষণেই সে যখন নিজকক্ষে পদার্পণ করিল, তখন মুহূর্তের মধ্যে কেমন করিয়া তাহার মুখের হাসি চোখের জলে পরিবাতিত হইয়া গেল, তাহা নারী-হৃদয়ের বহু বিচিত্র রহস্যের মধ্যে অন্যতম।

সেদিন গভীর রাত্রি জাগিয়া সুনীতি দুইখানি পত্র লিখিল, একখানি সুবোধকে এবং অপরখানি সুরমাকে। সুবোধকে পত্র লিখিবার সময়ে তাহার মনে পড়িল না যে, আজই সন্ধ্যায় সে সুমতিকে বলিয়াছিল—যতদিন সুবোধ অসুস্থ থাকে ততদিন অভিনয়টা বন্ধ রাখা উচিত। চক্রান্তের হিসাবে সুবোধের পত্রের উত্তর দিবার সময় হইয়াছিল বটে, কিন্তু সুবোধের রোগ-সংবাদে সুনীতির মনের মধ্যে এমন একটা উদ্বেগ ও ক্লেশ দেখা দিয়াছিল যে, চিঠি লিখিবার সমস্ত সময়টাই সে একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিল যে, চিঠি লিখিয়া প্রবঞ্চিত করা ভিন্ন তাহার আর কোন কর্তব্য নাই ; একজন নিকট এবং প্রিয় আত্মীয়ের রোগ-সংবাদ

পাইয়া যেমন করিয়া চিঠি লিখিতে হয়, ঠিক তেমনি করিয়া চিঠি লিখিয়া সুনীতি শেষ করিল।

সুরমাকে আজ সুনীতি সুবোধের বিষয়ে প্রথম পত্র লিখিল। বেদনা ও করুণায় সদ্য-দ্রব তাহার হৃদয়খানি কতকটা অজ্ঞাতসারে এবং কতকটা স্বেচ্ছায় ধীরে ধীরে দীর্ঘ পত্রের মধ্যে ঝরিয়া পড়িল। অপরিচ্ছন্ন চক্রান্ত হইতে সুবোধকে মুক্ত করিবার জন্য কয়েক দিন হইতে, এবং বিশেষ করিয়া আজ, তাহার মনে যে আগ্রহ জাগিয়া উঠিয়াছিল, তদ্বিষয়ে সে সুরমার নিকট সনির্বন্ধ প্রার্থনা করিল। সে লিখিল, "এ নিষ্ঠুর খেলা বন্ধ করার ফলে যদি আজ থেকে চিরদিনের জন্য সুবোধবাবুর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় সেও বোধ হয় ভাল, কিন্তু এ নিগ্রহ অসহ্য হয়েছে। সুবোধবাবু এমন কোন অপরাধই আমাদের কাছে করেন নি, যাতে তাঁর এতবড় দণ্ডের ব্যবস্থা আমরা করতে পারি। তুমি মেজদিদি, এ বিষয়ে চিঠি লিখে মেজ জামাইবাবুকে নিরস্ত কর।"

দুইখানি চিঠি শেষ করিয়া খামে মুড়িয়া ঠিকানা লিখিয়া যখন সুনীতি শয়ন করিল, তখন রাত্রি দুইটা বাজিয়া গিয়াছে।

পরদিন অপরাহ্নে সুবোধের জ্বর কতকটা অল্প ছিল বটে, কিন্তু মাথার যন্ত্রণা সে হিসাবে একটুও কমে নাই। জ্বরের চেয়েও একটা কোন কঠিনতর রোগ হয়ত গুপ্তভাবে ভিতরে রহিয়াছে, অপরিমিত মাথার ব্যথা যাহার নিদর্শক—এমনই একটা আশঙ্কা সকালে ডাক্তার করিয়া গিয়াছিলেন। বৈকালে বিনোদ ডাক্তারকে সমস্ত দিনের সংবাদ দিতে গিয়াছিল।

মাথায় একটা রুমাল বাঁধিয়া শয্যায় পড়িয়া সুবোধ নিঃশব্দে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল; পাশে একটা ছোট টেবিলে সকাল হইতে দুধ-সাগু, বেদানা, মিশ্রি এবং অন্যান্য পথ্য অভুক্ত পড়িয়া ছিল; আহারে তাহার কিছুমাত্র রুচি ছিল না। নিঃশব্দে মুদ্রিত নেত্রে পড়িয়া থাকিয়া সে অসংলগ্ন ভাবে নানা প্রকার চিন্তা করিতেছিল; কোনও একটা বিষয়ে যথোচিতরূপে চিন্তা করিবার শক্তি আজ তাহার হ্রাস হইয়াছে।

"বাবু, চিঠি এসেছে।"

চক্ষু উন্মীলিত করিয়া সুবোধ দেখিল, একখানা নীলাভ খাম হাতে লইয়া যদু দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আজ প্রাতঃকাল হইতে রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ—কোন বিষয়েই তাহার কিছুমাত্র আগ্রহ বা রুচি দেখা যায় নাই; কিন্তু যদুর হস্তে এই নীলবর্ণের শুষ্ক কাগজটি দেখিয়া তাহার ব্যাধি-বিরূপ মনে সমস্ত লুপ্ত-প্রবৃত্তি যেন যাদুমন্ত্রে একযোগে ফিরিয়া আসিল। সে সোৎসাহে হাত বাড়াইয়া চিঠিখানা লইয়া একমুহূর্ত পরিপূর্ণ তৃপ্তির সহিত তাহার ও তাহার ঠিকানার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। তাহার পর তাড়াতাড়ি নখ দিয়া খামখানা ছিঁড়িয়া চিঠিখানা বাহির করিল। চিঠির ভাঁজ খুলিতে খুলিতেই কয়েকটা অনুপেক্ষণীয় শব্দ, এমন কি, ছত্র-বিশেষের

প্রতি তাহার দৃষ্টি এবং মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। তাহার পর পত্রের প্রথমেই সম্বোধনবাক্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়া সে পত্রখানা পুনরায় ভাঁজ করিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিল। কিন্তু সেই দৈবাৎ-দৃষ্ট শব্দগুলির অর্থ ও অর্থের গুরুত্ব স্মরণ করিয়া যখন তাহার ঔৎসুক্য ও আশঙ্কা অপরের চিঠি পড়িবার নৈতিক বাধাকে অতিক্রম করিয়া গেল, তখন সে পুনরায় ভাঁজ খুলিয়া চিঠিখানি আদ্যন্ত পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইল। চিঠিখানি এইরূপ—

পূজনীয়া শ্রীমতী মেজদিদিমণি শ্রীচরণকমলেষু,

ভাই মেজদিদি, অনেক দিন তোমার চিঠি পাই নি। মেজ জামাইবাবুর কাছে তোমার খবর সর্বদা পাই ব'লে আমিও তোমাকে অনেক দিন চিঠি-পত্র লিখি নি। হঠাৎ আজ তোমাকে চিঠি লেখবার কথা মনে হ'ল। মনে হ'ল, তোমাকে চিঠি লিখলে যে জটিল অবস্থার মধ্যে আমি ক্রমে ক্রমে জড়িয়ে পড়েছি, তা থেকে উদ্ধার পেলেও পেতে পারি। এ দু-তিন মাসের মধ্যে আমি অনেক চিঠিই লিখেছি,—আশ্চর্য, তোমাকেই শুধু লিখি নি! লিখলে বোধ হয় আজ আমার এ দুরবস্থা হ'ত না।

দু-চার কথায় তোমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিই। মেজ জামাইবাবুর এক বন্ধু আছেন—সুবোধবাবু; পুরো নাম সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তিনি নাকি একজন কাব্যপ্রিয় ভাবুক লোক। তাঁর কাব্যোচ্ছ্বাসের অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়ে তাঁর মেসের বন্ধুরা তাঁকে নাকাল করবার জন্ত একটা ষড়যন্ত্র করেছেন। মাস তিনেক হ'ল, মেজ জামাইবাবু একদিন সুবোধবাবুকে আমাদের বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে এসে যোগেশকে মেয়ে সাজিয়ে তাঁর ছোট শালী ব'লে আলাপ করিয়ে দেন। বাইরের ঘরের টেবিলের উপর আমার একখানা বই প'ড়ে ছিল, তাতে আমার নিজের হাতে আমার নাম লেখা ছিল। সুবোধবাবু বালিকাবেশে যোগেশকে দেখবার আগে সেটা পড়েছিলেন। তার পর যোগেশ যখন তাঁর সম্মুখে

উপস্থিত হ'ল, তিনি তাকেই সুনীতি মনে ক'রে, সুনীতি ব'লে সম্বোধন করতে আরম্ভ করলেন। যোগেশও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে অগত্যা তার সুনীতি নামই স্বীকার ক'রে নেয়। তার পর খুব সহজেই আর খুব সত্বরেই সুবোধবাবু জালের মধ্যে ধরা পড়লেন। নকল সুনীতিকে তিনি ভালবাসতে আরম্ভ করলেন। এখন ক্রমশ তিনি একেবারে উন্মত্ত। নিঃসন্দেহে, চোখ কান বুজে, সুনীতির প্রেমে ডুবে রয়েছেন।

এই চক্রান্তের উদ্‌যাপন হবে মাঘ মাসের কোন একটা বিয়ের তারিখে। মেসের বন্ধুরা, মেজ জামাইবাবু আর দিদি, সকলে মিলে স্থির করেছেন যে, যোগেশের সঙ্গে সুবোধবাবুর মালাবদল ক'রে এ প্রহসনের যবনিকা ফেলবেন। মালাবদলটা একটা যে বিশেষ কিছু কঠিন ব্যাপার হবে, তা মনে ক'রো না। লগ্নের দু ঘণ্টা আগে একটা যা হয় কোন কারণ দেখিয়ে বিয়ে করতে ডাকলেও সুবোধবাবু কোনরকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না ক'রে এ বাড়িতে এসে হাজির হবেন।

এই কপট খেলা প্রথম দিনই আমার কাছে অতিশয় নিষ্ঠুর মনে হয়েছিল; আর সেই দিনই আমি আমার শক্তি ও সামর্থ্য-মত এ বিষয়ে আপত্তি করেছিলাম; কিন্তু মেজ জামাইবাবু দিদি প্রভৃতিকে নিরস্ত করতে পারি নি। সকলের চেয়ে দুঃখের কথা কি জান? শুধু যে তাঁদের নিরস্ত করতে পারি নি, তা নয়—নিজেও এই হৃদয়হীন খেলার মধ্যে বেশ ভাল রকমেই জড়িয়ে পড়েছি—নামে শুধু নয়, কাজেও। আমার সেই বইখানার পাতার পাশে পাশে সুবোধবাবু আমার হাতের লেখা দেখেছিলেন ব'লে আমাকে দিয়েই এ চক্রান্তের চিঠিপত্র লেখানো চলছে। নকল সুনীতিকে লেখা সুবোধবাবুর সমস্ত চিঠির সুনীতি স্বাক্ষর ক'রে আমি উত্তর দিচ্ছি।

আমার এ আচরণ কত দিক থেকে যে কত অসঙ্গত হচ্ছে, তা তুমি একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে। এক দিকে একজন নিরীহ,

নিঃসন্দেহ ভদ্রলোক অসংশয়িত মনে প্রাণ ঢেলে তাঁর ভালবাসা জানাচ্ছেন, আর এক দিকে একজন কাণ্ডজ্ঞানহীন মেয়ে কপট চিঠি লিখে লিখে তাঁকে পাগল ক'রে তুলছে। আমার বয়সের একজন অবিবাহিতা মেয়ের পক্ষে এ যে কত বড় লজ্জা ও নিন্দার ব্যাপার হচ্ছে, তা আমি মর্মে মর্মে বুঝছি; অথচ ক্রমে ক্রমে এমন দুর্মোচ্যভাবে এর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি যে, ইচ্ছা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত এ থেকে কাটিয়ে উঠতে পারলাম না।

কিন্তু মেজদিদি, এই কুৎসিত অভিনয়ে যোগ দিয়ে ক্রমশ আমার মনে এমন ঘৃণা ও বিরক্তি ধ'রে গেছে যে, আমার আর একটুও এতে লিপ্ত থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে না; এমন কি, সুবোধবাবুকে রক্ষা করবার জন্যও নয়। দিদি আর মেজ জামাইবাবুকে নিরস্ত করবার ভার যদি দয়া ক'রে তুমি নাও, তা হ'লে আমি বেঁচে যাই। লক্ষ্মীটি! আর যদি কারও জন্য না কর, আমার জন্য এ ব্যাপারে তুমি মনোযোগ দাও।

এ নিষ্ঠুর খেলা বন্ধ করবার ফলে যদি আজ থেকে চিরদিনের জন্য সুবোধবাবুর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় সেও বোধ হয় ভাল, কিন্তু এ অবস্থা অসহ্য হয়েছে। সুবোধবাবু এমন কোন অপরাধই আমাদের কাছে করেন নি যাতে তাঁর এতবড় দণ্ডের ব্যবস্থা আমরা করতে পারি। তুমি এ বিষয়ে চিঠি লিখে মেজ জামাইবাবুকে নিরস্ত কর।

অনেক রাত হয়েছে, আজ আর থাক্। আশা করি, তুমি বেশ ভাল আছ। এখানে মা তেমনি ভাবে ভুগছেন। আর সব ভাল।

আমার প্রণাম জানবে ও গুরুজনদের দেবে। ইতি

স্নেহের সুনীতি

চিঠিখানা হস্তের মধ্যে নির্দয়ভাবে চটকাইয়া সুবোধ সজোরে তাহা দূরে নিক্ষেপ করিল। তাহার পর কয়েক মুহূর্ত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নীরব নিস্পন্দ ভাবে পড়িয়া থাকিয়া হঠাৎ সে ধড়মড় করিয়া শয্যার উপর

উঠিয়া বসিয়া যদুকে ডাকিল। যদু নিকটেই ছিল। সে উপস্থিত হইলে, তাহার দ্বারা একখানা চিঠির কাগজ, খাম ও দোয়াত কলম সংগ্রহ করিয়া প্রবল ঝোঁকের সহিত দ্রুতবেগে একখানা চিঠি লিখিয়া ফেলিল। তাহার পর চিঠিখানা যদুর হস্তে দিয়া কহিল, "এখ্খুনি ডাকঘরে গিয়ে ডাকে দিয়ে আয়। ভারি দরকারী চিঠি।"

যদু প্রস্থান করিলে সুবোধ টলিতে টলিতে উঠিয়া সুনীতির চিঠিখানা কুড়াইয়া টেবিলের উপর একটা চিঠির প্যাডের ভিতর রাখিয়া দিল। তাহার পর এক গেলাস জল খাইয়া পুনরায় টলিতে টলিতে শয্যায় আসিয়া একেবারে শুইয়া পড়িল।

ঘণ্টাখানেক পরে বিনোদ যখন সুবোধের কক্ষে প্রবেশ করিল, তখন লুপ্তচৈতন্য সুবোধ অনর্গল প্রলাপ বকিতেছিল এবং যদু তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া একটা হাত-পাখা দিয়া মাথায় হাওয়া করিতেছিল।

সভয়ে স্তম্ভিত হইয়া ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া বিনোদ সুবোধের নিকটে আসিয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া কয়েকবার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, কিন্তু কোন উত্তর পাইল না।

"কখন থেকে এ রকম হ'ল রে যদু?"

সুবোধের চিঠি পাওয়া ও চিঠি লেখার কথা যদু কিছু বলিল না, অথবা বলিবার কথা মনেই হইল না; শুধু বলিল, "এই খানিকক্ষণ থেকে।"

আর বিলম্ব না করিয়া বিনোদ তখনই ডাক্তার লইয়া আসিল। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, ব্রেন-ফিভার হইয়াছে, এবং রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলিয়া আত্মীয়দিগকে সংবাদ দিতে বলিলেন।

ঔষধ, বরফ এবং অন্যান্য বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়া যখন বিনোদের অন্ত

বিষয়ে মনোযোগ দিবার অবকাশ হইল, তখন রাত্রি আটটা বাজিয়া গিয়াছে ; সুবোধের ভ্রাতাকে সে রাত্রে তার করা হইয়া উঠিল না।

সমস্ত রাত্রি অনাহারে ও অনিদ্রায় সুবোধের পার্শ্বে বসিয়া বিনোদের কাটিয়া গেল। অসংলগ্ন ও অসম্বদ্ধ প্রলাপ-বাক্যের মধ্যে সুবোধ কতবার সুনীতি ও বিনোদের নাম লইয়াছিল, তাহার সংখ্যা ছিল না। শুনিয়া শুনিয়া দুঃখে ও উৎকণ্ঠায় বিনোদ অবসন্ন হইয়া পড়িল। এক রাত্রির বিভীষিকা তাহার গত দুই-তিন মাসের সমস্ত কৌতুক ও পুলক সুদশুদ্ধ পরিশোধ করিয়া লইয়াছে। সহসা যে ভয়াবহ দৃশ্যের মধ্য দিয়া প্রহসনের যবনিকা পড়িবার উপক্রম করিয়াছে, বিনোদের মনে হইতেছিল, তাহার জন্য একমাত্র সে-ই দায়ী। একটা অক্ষমণীয় অপরাধের চেতনায় ও বেদনায় তাহার শুশ্রূষা করিবার শক্তি পর্যন্ত নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছিল।

বেলা নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। সুনীতি সবেমাত্র স্নানাগার হইতে আসিয়া তাহার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে, এমন সময় যোগেশ আসিয়া তাহার হস্তে সুবোধের পত্র দিল।

সুবোধের পত্র পাইয়া সুনীতির মন আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। এত অসুখের মধ্যেও এত শীঘ্র উত্তর। হায়, এ প্রেম যেমন অমূল্য তেমনই অমূলক! এ যদি মিথ্যা না হইত, অভিনয় না হইত!

সুবোধ কেমন আছে জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া তাড়াতাড়ি সুনীতি পত্র খুলিল। কিন্তু পত্র দেখিয়া ও পড়িয়া তাহার সরক্ত উজ্জ্বল মুখ সীসার মত পাংশু হইয়া গেল। সে ধীরে ধীরে একটা নিকটবর্তী চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

উদ্বিগ্ন হইয়া যোগেশ কহিল, "কি হয়েছে সেজদিদি? সুবোধবাবুর অসুখ বেশী না কি?"

সুনীতি তাহার ক্লিষ্ট-কাতর নেত্র যোগেশের প্রতি কোন প্রকারে তুলিয়া অন্যমনস্কভাবে কহিল, "হ্যাঁ, খুব বেশী।"

সুবোধের জন্য যত না হউক, সুনীতির জন্য যোগেশের মন বিষণ্ণ ও চিন্তিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সান্ত্বনার কোন বাক্যই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া যোগেশ কহিল, "আচ্ছা সেজদি, সুবোধবাবুকে দেখতে গেলে হয় না?"

এত দুঃখের মধ্যেও সুনীতির মুখে মৃদু হাস্য স্ফুরিত হইল। বলিল, "কে যাবে রে? তুই, না, আমি?"

কথাটা যে একটা দুরূহ সমস্যা, যোগেশ তাহা বুঝিতে পারিল। সে

কোন উত্তর না দিয়া নিঃশব্দে চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার পর সহসা চকিত হইয়া উঠিয়া কহিল, "সেজদি, একটা টাকা দেবে ?"

সুনীতি মুখ তুলিয়া কহিল, "কেন ?"

"কালীতলায় মানত ক'রে আসব।"

এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া সুনীতি উঠিয়া তাহার বাক্স হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া আনিয়া যোগেশের হস্তে দিয়া কহিল, "কিন্তু দেখিস ভাই, কেউ যেন টের না পায়।"

"না, কেউ টের পাবে না।" বলিয়া যোগেশ সত্বর ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

যোগেশ চলিয়া গেলে সুনীতি পুনরায় সুবোধের চিঠি খুলিয়া পড়িতে বসিল। প্রথমবারে সে চিঠিখানার উপর অতি দ্রুতগতিতে দৃষ্টি বুলাইয়া গিয়াছিল, এবার সে প্রত্যেক বাক্য ভাল করিয়া পড়িতে লাগিল।

সুচরিতাসু,

ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়েছে,—আপনার দিদিকে যে চিঠি লিখেছিলেন ভুলক্রমে সে চিঠি আমার নামের খামের মধ্যে আমার হাতে এসে পড়েছে। আমি সে চিঠি আদ্যন্ত পড়েছি।

আপনার চিঠি যে সংবাদ আমার কাছে প্রকাশ করেছে, তার দ্বারা আমার কতখানি লাভ-লোকসান হ'ল, সে আলোচনা করবার উপস্থিত আমার সাধ্যও নেই, প্রবৃত্তিও নেই ; আর সে বিষয়ে আমি নিজেও ঠিক বুঝে উঠতে পাচ্ছি নে। শুধু এইমাত্র বুঝতে পারছি যে, আপনার চিঠি পড়ার পর থেকে আমার মাথার মধ্যে বুদ্ধি আর চৈতন্য এমনভাবে ওলট-পালট হয়ে আসছে যে, অনতিবিলম্বে উভয়েই বোধ হয় আমার মস্তিষ্ককে পরিত্যাগ করবে। তার জন্য দুঃখ নেই,—যদি চিরকালের জন্য পরিত্যাগ ক'রে যায়, তার জন্যও দুঃখ নেই। দুঃখ শুধু তা হ'লেই হবে, যদি

আপনার সহানুভূতির জন্য আপনাকে পরিপূর্ণভাবে ধন্যবাদ জানাবার আগেই তারা আমাকে পরিত্যাগ ক'রে যায়। কিন্তু জগতের মঙ্গলের জন্য আজ আমি এই প্রার্থনা করছি যে, আর যেন কখনও কোন হতভাগ্যকে এমন নিষ্ঠুর আর নির্মম সহানুভূতি না পেতে হয়! আপনার ভীষণ ছুরির মুখে যে একবিন্দু সুধা লাগিয়ে দিয়েছেন, তার জন্য আমার অন্তরের অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা জানবেন।

আপনার সহিত আমার কোন দিক থেকেই কোন সম্পর্ক নেই, এ কথা জানবার পর শুধু এই ধন্যবাদ জানানো ছাড়া আপনাকে চিঠি লেখবার আর আমার কোনও অধিকারই নেই। অতএব আমাদের অবাস্তব অলীক আত্মীয়তার এইখানেই হ'ল শেষ। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। ইতি

নিবেদক

শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বিস্ময়-বিহ্বল নেত্রে সুনীতি চিঠিখানার দীর্ঘ ও বক্র অক্ষরগুলার প্রতি চাহিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। দেহ ও মনের কত প্রবল বেদনায় সুবোধের পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষর অমন বিসদৃশ আকৃতি ধারণ করিয়াছে, সে কথা বুঝিতে তাহার একটুও বিলম্ব হইল না। তদুপরি, তাহারই অসাবধানতা ও অসতর্কতায় রোগ-যন্ত্রণার উপর সুবোধকে এই দুর্বিষহ মানসিক ক্লেশ ভোগ করিতে হইল ভাবিয়া সুনীতির হৃদয় দুঃখ ও অনুতাপে ভরিয়া উঠিল। নিদ্রাচ্ছন্নতায় ভুল করিয়া পানীয় ঔষধের পরিবর্তে মালিশের ঔষধ খাওয়াইয়া রোগীকে মারিলে শুশ্রূষাকারীর চিত্তে যেরূপ গ্লানি হয়, সুনীতির অন্তঃকরণেও ঠিক তদনুরূপ একটা গ্লানি উপস্থিত হইল। প্রতারণা এবং মিথ্যার সহায়তায় যে অবাস্তব এবং অলীক অবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল, এবং যাহা নষ্ট করিবার জন্য সে নিজেই কয়েকদিন হইতে

ব্যগ্র হইতেছিল, তাহাকে এইরূপে নিজহস্তে বিনষ্ট করিয়া প্রথমটা তাহার মন সূক্ষ্ম কিন্তু দুর্বার অনুশোচনা ও নৈরাশ্যে ভরিয়া গেল। হৃদয়ের কোন্ প্রদেশে কেমন করিয়া যে এই দুঃখ ও গ্লানির মূল নিহিত ছিল, তাহা সে বুঝিল না ; কিন্তু নিহিত যে ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করিয়া একটা উপায়বিহীন অনির্বচনীয় বিমূঢ়তায় সে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। তাহার পর ক্রমশ যখন সে এই সদ্য-লব্ধ অপ্রত্যাশিত আঘাত হইতে আরোগ্য লাভ করিতে লাগিল, তখন, বহু দিবসের আশাহীন মুমূর্ষু রোগীর মৃত্যু ঘটিলে শোকের মধ্যেও আত্মীয়বর্গ যেমন একটা মুক্তিলাভের ক্ষীণ আনন্দ বোধ করে, তেমনই সে তাহার এই দুর্বহ ক্ষোভ ও লজ্জারই সহিত একটা স্বস্তিও বোধ করিতে লাগিল। চিঠি পাঠাইবার তাহার এই সামান্য ভুল এতদিনের বৃহৎ এবং বিকট ভুলকে কেমন অবলীলাক্রমে সংশোধিত করিয়া দিল। সুরমা তাহার পত্র পাইয়া বিনোদকে অনুরোধ করিয়া পত্র দিবে এবং বিনোদ তদনুযায়ী কার্য করিবে, এই দীর্ঘ এবং অনিশ্চিত প্রণালী এত সহজে এবং শীঘ্র সম্পন্ন হওয়ায় সুনীতি মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিল।

কিন্তু বেলা দশটার সময়ে যখন বিনোদ আসিয়া সুবোধের অবস্থা জানাইল, তখন তাহার মনে আর কোন শান্তি বা সান্ত্বনা রহিল না। সে দুঃখে এবং ভয়ে একেবারে কাঠ হইয়া গেল। সুবোধের এই আকস্মিক রোগবৃদ্ধির জন্য সে-ই যে দায়ী তদ্বিষয়ে তাহার কোন সন্দেহ ছিল না।

চিন্তিত হইয়া সুমতি বলিল, "এ অবস্থায় সুবোধবাবুর বাড়িতে অবিলম্বে খবর দেওয়াই ত উচিত বিনোদ।"

উদ্বিগ্ন ভাবে বিনোদ কহিল, "সুবোধের দাদাকে টেলিগ্রাম ক'রেই আপনাদের এখানে আসছি। কিন্তু খুব শিগগির এলেও কাল সকালের আগে ত কেউ সেখান থেকে এসে পৌঁছচ্ছে না। সমস্ত রাত কি ক'রে একা

সামলাই, তা ভেবে পাচ্ছি নে। একজনের দ্বারা এ রোগীর সেবা হওয়া অসম্ভব। ডাক্তার বলেছেন, রীতিমত সেবা ভিন্ন এ রোগের আর অন্য চিকিৎসা নেই; তাই তিনি একজন নার্স ঠিক করতে বলেছেন। দুজন নার্সের কাছে গিয়েছিলাম, কিন্তু পুরুষ মানুষের মেস, স্ত্রীলোক বাড়িতে নেই ব'লে তাদের মধ্যে একজনও রাত্রে থাকতে স্বীকার হ'ল না। তাই আপনাদের কাছে এসেছি; সেবার মায়ের অসুখের সময়ে যে নার্স কয়েকদিন ছিল, সে ত আপনাদের চেনা, তাকে যদি ঠিক ক'রে দেন।"

সুমতি কহিল, "হ্যাঁ, সে লোকটিও ভাল ছিল, কিন্তু তাকে ত পাওয়া যাবে না,—সে এখন কোন্ হাসপাতালে চাকরি নিয়েছে।"

"আর কাউকে আপনারা জানেন না?"

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সুমতি কহিল, "হ্যাঁ, আরও একজনকে জানি, কিন্তু তাকে দিতে ভরসা হয় না। শুনেছি, তারই দোষে মিত্তিরদের বাড়ির একটি রোগী মারা গিয়েছিল।"

সুমতির কথা শুনিয়া নৈরাশ্যব্যঞ্জক স্বরে বিনোদ কহিল, "তাই ত! তবে দেখছি আর কোন উপায় নেই।"

সুনীতি এতক্ষণ নীরবে সুমতি ও বিনোদের কথাবার্তা শুনিতেছিল; এবার সে কথা কহিল। মৃদু অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে সে বলিল, "উপায় আছে মেজ জামাইবাবু। আমাকে নিয়ে চলুন, আমার দ্বারা আপনি সাহায্য পাবেন।"

সুনীতির কথায় বিনোদ ও সুমতি উভয়েই চকিত হইয়া উঠিল। সবিস্ময়ে বিনোদ কহিল, "তুমি যাবে? তা কি ক'রে হয় সুনীতি?"

অবিচলিত স্বরে সুনীতি কহিল, "নিয়ে গেলেই হয়।"

একটু ইতস্তত সহকারে বিনোদ কহিল, "নিয়ে গেলেই হয়। কিন্তু—" তাহার পর আর কোন কথা যোগাইল না।

আর্ত্ত-স্মিতমুখে সুনীতি কহিল, "কিন্তু তবু নিয়ে যাবেন না ?"

চিন্তিত ভাবে ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়া সুমতি বলিল, "আমারও মনে হচ্ছে নীতি, তোর যাওয়া বোধ হয় ভাল হবে না।"

সুনীতির দুঃখ-মলিন চক্ষু নিমেষের জন্য একবার দীপ্ত হইয়া উঠিল। তখনই সংযত হইয়া শান্তকণ্ঠে সে বলিল, "যাঁকে নিয়ে ইচ্ছেমত নিষ্ঠুর ঠাট্টা-তামাশা করা যাচ্ছে তাঁর সঙ্কটাপন্ন রোগে সেবা করা আর অসহায় মেজ জামাইবাবুকে সাহায্য করা—এ দুটো কাজের কোন্‌টা মন্দ, তা যদি আমাকে বুঝিয়ে দিতে পার দিদি, তা হ'লে আমি নিশ্চয়ই যাব না।"

ব্যাপারটা এরূপ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখানোর পর, সুমতির মুখে আর কোনও উত্তর আসিল না। তাহা ছাড়া, সুনীতির ব্যথিত-বিদ্ধ হৃদয়ের বেদনা উপলব্ধি করিয়া উত্তর দিতে তাহার প্রবৃত্তিও হইল না।

স্নিগ্ধ কণ্ঠে বিনোদ কহিল, "আর কিছু নয় সুনীতি, সেটা ত গৃহস্থের বাড়ি নয়, মেস ; মেসে তোমার যাওয়া ভাল হবে কি ?"

এবার একটু উত্তপ্ত হইয়া সুনীতি কহিল, "মেস, তা আমি জানি মেজ জামাইবাবু। কিন্তু, আমি ত আর অজানা নার্স নই যে, সে কারণে আমার আপত্তি হবে। তা ছাড়া, মেসে এখন আছে কে ? এক আপনি, আর দ্বিতীয় সুবোধবাবু, যাঁর সেবার জন্যে যাওয়া।"

একটু চিন্তা করিয়া বিনোদ কহিল, "কিন্তু এর মধ্যে যে আর একটা কথা আছে। সুবোধ এখন অবশ্য অচৈতন্য রয়েছে ; কিন্তু তার যখন জ্ঞান হবে, তখন তোমার কি পরিচয় তার কাছে দোব ?"

সুনীতির বিষণ্ণ মুখে বিদ্রূপের ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া উঠিল ; কহিল, "এখনও কি সুবোধবাবুকে ঠকাবার মতলব রয়েছে মেজ জামাইবাবু ?"

ব্যগ্র হইয়া দৃঢ়কণ্ঠে বিনোদ কহিল, "একটুও না সুনীতি, একটুও না। সুবোধ ভাল হয়ে উঠুক—এ ছাড়া আমি আর কিছু চাই নে। কিন্তু তার

যখন জ্ঞান হবে, তখনি তোমার যথার্থ পরিচয় তাকে দেওয়া ভাল হবে না—এ কথা বুঝতে পারছ ত?"

বিনোদের কথা শুনিয়া সুনীতি ঈষৎ চিন্তিত হইল। কথাটা শুধু সত্যই নয়,—সে এ যাবৎ এ কথা ভাবিয়াও দেখে নাই।

সুমতি কহিল, "সে অবস্থায় নার্স ব'লে পরিচয় দিলেও ত চলতে পারে।"

সুমতির কথায় একটা অপরিমেয় ঘৃণা ও বিরক্তিতে সুনীতির মন কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। ছি ছি, আবার সেই প্রতারণা! একটা ছলনার অভিনয় শেষ হইতে না হইতে আবার আর একটা অভিনয় আরম্ভ করা!

মুখে কিন্তু সে কথার প্রতিবাদ না করিয়া সুনীতি কহিল, "আমার কোন পরিচয়ই দেবার দরকার হবে না। প্রথমত, হঠাৎ সুবোধবাবুর জ্ঞান হ'লে আর আমি তাঁর সামনে বার হব না। দ্বিতীয়ত, সুবোধ-বাবুর দাদা এসে পড়লে আমার সেখানে থাকবার দরকার হবে না।"

আরও কিছুক্ষণ তর্ক ও আলোচনা করিয়াও সুনীতিকে নিরস্ত করা গেল না। তাহার সরল উক্তি ও সবল যুক্তির নিকট বিনোদ ও সুমতির প্রতিবাদ ক্রমশ সঙ্কীর্ণ এবং শক্তিহীন হইয়া আসিতেছিল। উদার ও উন্মুক্ত আত্মোৎসর্গকে অস্পষ্ট সংশয় এবং অনুদার সম্ভাবনার আশঙ্কায় রোধ করিতে তাহারা অন্তরের মধ্যে একটা হীনতার বেদনা বোধ করিতে লাগিল। তাহা ছাড়া, মুখে আপত্তি করিলেও, নিতান্ত দুঃস্থ ও অসহায় অবস্থায় সুনীতির মত একজন বুদ্ধিমতী ও কর্মপটু বালিকার সাহায্য পাইবার লোভে বিনোদের আপত্তি করিবার প্রবৃত্তি ও শক্তি ক্রমশই হ্রাস পাইতেছিল; এবং সুমতিও সকল দিক বিবেচনা করিয়া, বিশেষত সুনীতির দুঃখ ও ব্যথা উপলব্ধি করিয়া, অবশেষে সম্মত হইয়া গেল। বাকি রহিল শুধু রতনময়ীর সম্মতি।

কিন্তু রতনময়ীর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া সুমতি যখন বিশদভাবে বুঝাইয়া দিল যে, সুবোধের পীড়ার জন্য শুধু সুবোধেরই নহে সুনীতিরও যথেষ্ট আশঙ্কার কথা আছে, এবং সুবোধের আরোগ্য লাভ শুধু সুবোধের পক্ষেই নয় সুনীতিরও পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় কথা, তখন রতনময়ীও অগত্যা সম্মত হইলেন। তিনি তাঁহার কন্যাটিকে বিশেষরূপে চিনিতেন তাই বুঝিলেন যে, এক পক্ষে যেমন অনুমতি দেওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর দেখা যাইতেছে না, অপর পক্ষে তেমনই অনুমতি দেওয়ার কোন প্রকার আপত্তি বা আশঙ্কার কারণ নির্দেশ করাও কঠিন।

মাতার নিকট হইতে অনুমতি লাভ করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইয়া সুমতি কহিল, "মা, তুমি নিশ্চিন্ত থেকো, নীতি কখনই এমন কোন কাজ করবে না, যা শুনে তুমি অসন্তুষ্ট হতে পার।"

কন্যার কথা শুনিয়া রতনময়ী হাসিয়া কহিলেন, "সে বিশ্বাস ত তার ওপর আছেই মতি; তার ওপর তুই যখন এসে বলছিস—এতে কোন ভয় নেই, তখন আমি নিশ্চিন্ত রইলাম।"

একটা ছোট চামড়ার ব্যাগে সুনীতি কয়েকখানা বস্ত্র ভরিয়া লইল। মেসে যাইবার জন্য একখানা ঠিকা গাড়ি দ্বারে আসিয়া লাগিয়াছে, সুনীতি বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে, এমন সময় যোগেশ আসিয়া উপস্থিত হইল।

সুনীতির বেশ-পরিবর্তন ও দ্বারে গাড়ি দেখিয়া সবিস্ময়ে যোগেশ জিজ্ঞাসা করিল, "সেজদি, তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

মৃদু হাসিয়া সুনীতি কহিল, "মেজ জামাইবাবুর মেসে।"

"কেন?"

তেমনি হাসিয়া সুনীতি বলিল, "কেন রে? তুইই ত বলছিলি সুবোধবাবুকে দেখতে যাওয়া উচিত।"

এক মুহূর্ত যোগেশ সুনীতির দিকে নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল। তারপর সুমতির দিকে পিছন ফিরিয়া অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল, "তবে এইটে নিয়ে যাও।" বলিয়া পকেট হইতে ফুল ও বিল্বপত্র বাহির করিয়া সুনীতির হস্তে দিয়া বাহিরে বিনোদের উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

যোগেশ কি দিয়া গেল বুঝিতে না পারিয়া সুমতি কৌতূহলভরে জিজ্ঞাসা করিল, "যোগেশ কি দিয়ে গেল রে?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া সুনীতি বলিল, "ঠাকুরের ফুল।"

"কোথা থেকে পেলে?"

সুনীতি নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল,—তাহার চক্ষু সজল হইয়া আসিয়াছিল।

আর কোন প্রশ্ন না করিয়া সুমতি সস্নেহে সুনীতিকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আমি আশীর্বাদ করছি নীতি, সুবোধ ভাল হয়ে যাবে, তোর কোনও ভয় নেই।"

সুনীতি যখন ধীরে ধীরে সুবোধের শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সুবোধ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিঃশব্দে পড়িয়া ছিল। কিন্তু বিনোদ কথা কহিতেই সুবোধ চক্ষু মেলিয়া চাহিল।

সুবোধের সেবার জন্যই আসিয়াছে এবং সুবোধ অচৈতন্য অবস্থায় রহিয়াছে, সে জ্ঞান মনের মধ্যে সম্পূর্ণ থাকিলেও সুবোধকে চাহিতে দেখিয়া সুনীতি স্বতঃপ্রসূত সঙ্কোচের তাড়নায় তাহার দৃষ্টিপথ হইতে একটু সরিয়া গেল।

সুবোধ কিন্তু মস্তক ফিরাইয়া সুনীতির দিকে চাহিয়া উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিল, "কে তুমি ?—কে তুমি ? সামনে এসে দাঁড়াও।"

একবার সুনীতি বিনোদের দিকে চাহিল ; তাহার পর সুবোধের শয্যার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

তীক্ষ্ণভাবে সুনীতির মুখ দেখিয়া দেখিয়া সুবোধ বলিয়া উঠিল, "ও, চিনেছি। তুমি নীরজা। আমাকে দেখতে এসেছ বুঝি ?"

নীরজা বলিয়া সম্বোধন করায় দুঃখের মধ্যেও সুনীতি একটু স্বস্তিলাভ করিল। বুঝিল, তাহাকে দেখিয়া সুবোধের মনে কোনও সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই ; মস্তিষ্ক-বিকৃতিতে হয় তাহাকে কোন পরিচিত আত্মীয় বলিয়া মনে করিতেছে, কিংবা একেবারেই বিকারের প্রলাপ বকিতেছে।

মৃদুকণ্ঠে বিনোদ কহিল, "নীরজা ব'লেই নিজেকে মেনে নাও।"

তাহার সমস্ত শক্তি ও সাহস সঞ্চিত করিয়া আরক্ত মুখে সুনীতি বলিল, "হ্যাঁ, দেখতে এসেছি। কেমন আছেন আপনি ?"

মুখে গভীর যন্ত্রণার চিহ্ন প্রকাশ করিয়া সুবোধ বলিল, "বড় কষ্ট নীরজা। ঠিক এই বুকের মাঝখানে ব্যথা! কি দিয়ে মেরেছে জান? কলম দিয়ে। আর তার মুখে এমন আলকাতরার মত কালো কালি যে, সমস্ত শরীর বিষিয়ে উঠেছে। আচ্ছা, সে কালি, না, বিষ—বলতে পার নীরজা?"

দুর্বিষহ বেদনার এই উন্মত্ত অভিব্যক্তি শুনিতে শুনিতে সুনীতির সমস্ত দেহ একটা তীব্র উত্তেজনায় কাঁপিতে লাগিল। তাহার আর দাঁড়াইয়া থাকিবার শক্তি রহিল না। সে নিকটে একটা চেয়ারে ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল।

সুবোধের মুখে ব্যগ্র উৎকণ্ঠা জাগিয়া উঠিল। ভীত-ব্যাকুল নেত্রে সে কহিল, "কথা কচ্ছ না যে? তবে বুঝি বিষ?"

সবলে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া সুনীতি কহিল, "না, বিষ নয়; আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

বিকারগ্রস্ত সুবোধ কিন্তু সুনীতির আশ্বাসে কিছুমাত্র শান্ত না হইয়া অধীর ভাবে কহিল, "বিষ নয়? তবে সমস্ত শরীর জ'লে গেল কেন?"

নির্বাক নিশ্চল হইয়া সুনীতি সুবোধের আরক্ত চক্ষুর দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। মুখে তাহার কথা না আসিয়া চক্ষে জল আসিতেছিল, সে অতি কষ্টে তাহা রোধ করিল।

"ভাল হব নীরজা?"

"নিশ্চয় হবেন।"

"তুমি ওষুধ জান?"

একটু ইতস্তত করিয়া কম্পিতকণ্ঠে সুনীতি কহিল, "জানি।"

ব্যস্ত হইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়া সুবোধ কহিল, "জান? আঃ! তবে দাও, দাও।"

একটা কাচের ছোট গ্লাসে বিনোদ বেদানার রস প্রস্তুত করিতেছিল, সে তাড়াতাড়ি গ্লাসটা সুনীতির হস্তে দিয়া কহিল, "এইটে খাইয়ে দাও।"

রস পান করিয়া সুবোধ পরম তৃপ্তির সহিত কহিল, "আঃ! সব যেন জুড়িয়ে গেল!" তাহার ক্ষুব্ধ, ক্লিষ্ট আকৃতি সহসা প্রফুল্ল প্রসন্ন ভাব ধারণ করিল।

উৎফুল্ল হইয়া বিনোদ কহিল, "তোমার ওষুধ অমোঘ হোক সুনীতি, তোমার হাতে যেন সুবোধ সেরে ওঠে।" তাহার পর সুবোধের পার্শ্বে আসিয়া অবনত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কেমন আছ সুবোধ?"

চকিত উৎসুক দৃষ্টিতে সুবোধ ক্ষণকাল বিনোদের মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "কি বলছ তুমি?" তাহার পর সহসা সভয় সন্ত্রস্ত নেত্রে চীৎকার করিয়া উঠিল, "নীরজা! নীরজা! একে ঘর থেকে তাড়িয়ে দাও। এ বলছে, আমার বুকের ওপর অপারেশন করবে! একে তাড়াও, তাড়াও।"

বিনোদ তাড়াতাড়ি সুবোধের সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল, এবং সুনীতি সম্মুখে আসিয়া বসিয়া কহিল, "ভয় নেই, আপনি স্থির হয়ে ঘুমোন।"

কিছুমাত্র স্থির না হইয়া সুবোধ অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল।

অর্ধঘণ্টাকাল সুনীতির বিহ্বল ভাবে কাটিয়া গেল। তাহার পর কিন্তু সে অবসন্নতা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া সুবোধের পরিচর্যায় নিরবচ্ছিন্ন ভাবে নিযুক্ত হইল।

রাত্রিজাগরণে ক্লান্ত হইয়া বিনোদ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বেলা তিনটার সময়ে যখন তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তখন সুনীতির কোন ব্যবস্থা করিতে বাকি ছিল না। এই অল্প সময়ের মধ্যে সে ঔষধ ও পথ্য সকল পরিচ্ছন্ন ভাবে গৃহকোণে একটি ছোট টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখিয়াছে, ঘরের মেঝে পরিষ্কার করিয়া ঝাঁট দিয়া দুই দিনের সঞ্চিত আবর্জনা বাহিরে

ফেলিয়া দিয়াছে, রোগীর শয্যা হইতে দূরের জানালাগুলি ভাল করিয়া খুলিয়া দিয়াছে, টেম্পারেচারের একটি চার্ট প্রস্তুত করিয়া তাহাতে যথাসময়ে দুইবার গাত্রোত্তাপ লিখিয়া রাখিয়াছে, রোগীর অপরিচ্ছন্ন শয্যা পরিবর্তিত করিয়া সদ্য-ধৌত শয্যা পাতিয়া দিয়াছে, বরফের বাক্স—যাহা এতক্ষণ করাতগুঁড়ার সহিত রোগীর কক্ষমধ্যেই অপরিচ্ছন্ন ভাবে পড়িয়া ছিল, বাহিরে বারান্দায় সরাইয়া রাখিয়াছে।

নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া সুপরিষ্কৃত গৃহ ও সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা দেখিয়া বিনোদের নিরানন্দ মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল। এই কঠোর রোগ ও কঠিন রোগীর দুঃসহ ভার হইতে এতটা বিমুক্ত হইয়া সুনীতির প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাহার চিত্ত ভরিয়া গেল। সে বলিল, "তুমি যা করেছ সুনীতি, পাস-করা নার্সও তা করতে পারত না। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, এ রকম কঠিন পরিশ্রমে তোমার শরীর অসুস্থ হয়ে না পড়ে! নিজের দিকেও একটু দৃষ্টি রেখো।"

এই প্রশংসাবাদে সুনীতির আরক্ত মুখে ক্ষীণ হাস্য স্ফুরিত হইয়া উঠিল। মৃদুকণ্ঠে সে বলিল, "একবার সব ব্যবস্থা হয়ে গেলে আর বেশী পরিশ্রম করতে হবে না। কিন্তু ভয় ত আপনার জন্যেই হয়। কাল সমস্ত রাত্রি জেগেছেন, আর একটু ঘুমিয়ে নিলে হ'ত।"

ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিনোদ কহিল, "রাত্রির প্রায় সমস্ত জাগাটাই ঘুমিয়ে নিয়েছি; আর দেরি করলে ডাক্তারের দেখা পাব না। তুমি যেমন আছ, সুবোধের কাছেই থাক; সংসারের অন্য কাজ দেখবার সময়ও হবে না, দরকারও হবে না। চাকর বামুন ঝির দ্বারাই সে সব চলবে।"

ঘণ্টাখানেক হইতে সুবোধ নিদ্রা যাইতেছিল। বিনোদ ডাক্তারের নিকট যাওয়ার পর সুবোধের মাথার উপর বরফের টুপি আলগাভাবে

ধরিয়া সুনীতি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। প্রভাতে সুবোধের পত্র পাওয়া হইতে এ পর্যন্ত সে কোনও কথা ভাল করিয়া চিন্তা করিবার অবসর পায় নাই—বিচিত্র ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে এতই তাহাকে ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল। এতক্ষণে অবসর পাইয়া নিজের অবস্থা অনুভব ও উপলব্ধি করিয়া সে অপরিমেয় বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া গেল। এ কি অচিন্তনীয় সংঘটন! অলীক ছলনার অভিনয় হইতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এ কি দুরতিক্রম কঠোর সত্যের মধ্যে সে আসিয়া দাঁড়াইল! কোথায় সে পরিকল্পিত প্রণয়ের পত্র-পত্রোত্তর, আর কোথায় এ ছাত্র-মেসে দুর্দান্ত রোগ লইয়া নিঃসম্পর্ক রোগীর শিয়রে একাকিনী বসিয়া থাকা! উৎকট উত্তেজনার বলে এতক্ষণ পর্যন্ত সুনীতি কার্য করিতেছিল, এখন প্রতি-ক্রিয়ার অবসন্নতায় তাহার বিতন্দ্রিত মনে সমস্ত সঙ্কল্প এবং পণ শিথিল হইয়া আসিল। এমনও একবার মনে হইল যে, উত্তেজনার বশবর্তী হইয়া এতটা বাড়াবাড়ি করা উচিত হয় নাই, বিনোদ প্রত্যাবর্তন করিলে সন্ধ্যার পূর্বেই গৃহে ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু পরক্ষণেই যখন মনে পড়িল যে, এই যে জীবন-মৃত্যুর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে, ইহার জন্য প্রত্যক্ষ ভাবেই হউক বা পরোক্ষ ভাবেই হউক, সে-ই প্রধানত দায়ী; যখন মনে পড়িল, স্বয়ং রোগী এই লিখিয়া শয্যা-গ্রহণ করিয়াছে যে, তাহার পত্র পাওয়ার পর হইতে তাহার চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছিল, তখন তাহার মনে আর মুহূর্তের জন্যও কোনও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব রহিল না। সে মনে মনে সুনিশ্চিত করিয়া লইল, তাহার কঠিন পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য যতক্ষণই প্রয়োজন হইবে সে সুবোধের শয্যাপার্শ্ব পরিত্যাগ করিবে না; তাহার জন্য সমস্ত দুঃখ বহন এবং সমস্ত সঙ্কোচ অতিক্রম করিবে।

তাহার পর সুবোধের পত্রের অপরাংশ মনে করিয়া সুনীতির অন্তরে একটা সূক্ষ্ম অভিমানের বেদনা জাগিয়া উঠিল। সুবোধ লিখিয়াছে,

তাহার সহিত সুনীতির কোন সম্পর্কই নাই তাই সুনীতির নিষ্ঠুর নির্মম সহানুভূতির জন্ম ধন্যবাদ দিয়া সে সকল অধিকার হইতে রিক্ত হইয়াছে। অতর্কিতে সুনীতির গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। হায়, তাহার সহানুভূতিই নিষ্ঠুর নির্মম, আর সুবোধের ধন্যবাদ কিছুই নহে? কিন্তু পরক্ষণে সে যখন মনে মনে তাহার অধিকার বিচার করিয়া দেখিল তখন বুঝিল, আর যাহাই হউক, যুক্তি-তর্কের দ্বারা সুবোধের কথাকে খণ্ডন করিবার কোনও উপায় নাই; বাস্তবিকই তাহাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক, কোন অধিকারের দাবি করা যায় না। মিথ্যার মধ্য দিয়া সত্যের নাগাল পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। অথচ এই যে সকল লজ্জাসঙ্কোচ বর্জন করিয়া মেসে প্রবেশ করিয়া সে সুবোধের শয্যাপার্শ্বে বসিয়াছে, ইহা কি শুধু নিঃসম্পর্ক পরোপকার? শুধুই কি তাহা বিনোদকে বিপদে সাহায্য করা? মন ত শুধু সেইটুকুতেই নিরস্ত থাকে না।

তাহার এত বড় দুঃখকে বহু চেষ্টা ও প্রয়াসেও সুনীতি সত্যের কোন বর্ণে রঞ্জিত করিতে পারিল না; অথচ সেই অমূলক ক্ষোভ অদৃশ্য অগ্নির মত তাহার চিত্তকে যে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছিল, তাহা ত নিঃসংশয় সত্য। এই অবাঞ্ছনীয় বিসম্বাদী অবস্থা হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে সুনীতি মনে মনে সংযত ও কঠিন হইবার চেষ্টা করিয়া অঞ্চলে সিক্ত-চক্ষু মার্জিত করিল। কিন্তু চক্ষু মেলিয়া সুবোধের প্রতি দৃষ্টি পড়িবামাত্র বিস্ময়ে ও ভয়ে সে অস্ফুটোক্তি করিয়া উঠিল; দেখিল, কখন জাগিয়া সুবোধ তাহার দিকে অপলক বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া আছে।

সুবোধের অর্থময় স্বচ্ছ দৃষ্টি দেখিয়া সুনীতির মনে হইল, তাহার জ্ঞান হইয়াছে এবং সদ্য-জাগ্রত স্মৃতির সাহায্যে তাহাকে চিনিবার চেষ্টা করিতেছে। সুনীতি উঠিবার উপক্রম করিতেই, সুবোধ সহসা সবলে তাহার দক্ষিণ মণিবন্ধ ধরিয়া ফেলিল; তাহার পর অতি বিস্ময়ে তাহার

বিস্ফারিত নেত্রদ্বয় আরও বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "যেয়ো না, আগে বল, তুমি কে ?"

সুনীতি প্রমাদ গণিল। নির্জন কক্ষে একজন পরিচয়হীন যুবা রোগী তাহার বিকার হইতে জাগিয়া উঠিয়া হাত ধরিয়া বলিতেছে, "বল, তুমি কে ?" সত্য পরিচয় দিলে বিপদের আশঙ্কা, মিথ্যা বলিতেও প্রবৃত্তি হয় না ; বলপূর্বক হস্ত মুক্ত করিয়া লওয়া হয়ত অসমীচীন হইবে, অথচ হাতে হাত দিয়াও নিরুদ্বেগে থাকা যায় না। লজ্জা ও ভয়ে সুনীতির মুখ টক্‌টকে হইয়া উঠিল, এবং মুহূর্তের জন্য তাহার বুদ্ধি লোপ পাইল। কিন্তু পরক্ষণেই সংযত হইয়া বলিল, "আমি এসেছি আপনার সেবা করতে।"

সুনীতির হস্ত নাড়া দিয়া উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে সুবোধ বলিল, "তা জিজ্ঞাসা করছি নে। তোমার নাম কি, তাই জিজ্ঞাসা করছি। র'স, মনে করি।" তাহার পর সুনীতির মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া কি যেন একটু ভাবিয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি বহুরূপী ?"

সুবোধের বিকারগ্রস্ত মনের মধ্যে যে কল্পনা অর্ধাচ্ছন্ন হইয়া খেলা করিতেছিল তাহা উপলব্ধি করিয়া সুনীতির চক্ষুর্দ্বয় পুনরায় সিক্ত হইয়া আসিল। সে মৃদু আর্তকণ্ঠে বলিল, "না, আমি বহুরূপী নই, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোন।"

অধীর উচ্চ স্বরে "নও ? তবে তুমি কে ?" বলিয়া সুবোধ সুনীতির মুখের দিকে তীক্ষ্ণ অথচ অনুসন্ধিৎসু নেত্রে চাহিয়া রহিল ; তাহার পর দৃঢ়-আবদ্ধ মুষ্টি ধীরে ধীরে শিথিল করিয়া দিয়া বলিল, "ও চিনেছি, তুমি নীরজা। আচ্ছা নীরজা, তুমি তাকে চেন ?"

বরফের টুপিটা সুবোধের কপালের উপর ঈষৎ চাপিয়া ধরিয়া মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে সুনীতি বলিল, "আপনি ঘুমোন ; কথা কইবেন না।"

সুবোধ কিন্তু আরও অসহিষ্ণু হইয়া কহিল, "আগে বল, তাকে চেন কি না ?"

সভয়ে সুনীতি কহিল, "কাকে ?"

"যে শুধু চিঠি লেখে, কালি-কলম দিয়ে যে মানুষ মারে ? চেন তুমি তাকে ?"

এই মর্মন্তুদ প্রশ্নে সুনীতি যেমন এক দিকে হৃদয়ের মধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনা পাইল, তেমনই অপর দিকে এই দুরূহ প্রশ্নের উত্তরে কি বলিবে তাহা ভাবিয়া না পাইয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ডাক্তার-সহ বিনোদকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সুনীতি তাহার কঠিন সঙ্কট হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু সুনীতি যাহা আশঙ্কা করে নাই নিমেষের মধ্যে তাহাই ঘটিল। ক্ষিপ্রবেগে রোগীর সুদৃঢ় মুষ্টি সুনীতির বাম মণিবন্ধ অধিকার করিল। তাহার পর অলস রক্তবর্ণ চক্ষু তীক্ষ্ণভাবে সুনীতির মুখে স্থাপিত করিয়া উত্তেজিত ভাবে কহিল, "যেয়ো না নীরজা। আগে বল, তাকে তুমি চেন কি না ?"

এই অপ্রত্যাশিত সঙ্কটে সুনীতির মুখ সঙ্কোচে ও লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল ; সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

কক্ষে প্রবেশ করিবার পূর্বেই বারান্দা হইতে ডাক্তার শুনিয়াছিলেন, সুবোধ প্রলাপ বকিতেছে। বিকারের মাত্রা এবং ধারা লক্ষ্য করিবার উদ্দেশ্যে ঘরে প্রবেশ করিয়া তিনি সুবোধের সম্মুখে উপস্থিত না হইয়া অন্তরালেই রহিলেন, এবং হস্ত-সঙ্কেতে সুনীতিকে তাহার পরিত্যক্ত আসনে পুনর্বার বসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

বাম হস্ত সুবোধের দৃঢ় মুষ্টিতে আবদ্ধ, তদুপরি ডাক্তারের অনুজ্ঞা, অগত্যা সুনীতি পুনরায় তাহার স্থান গ্রহণ করিল। উত্তেজনায় তাহার

দেহ অবসন্ন হইয়া আসিয়াছিল ; তাই উপবেশন না করিয়া উপায়ও ছিল না।

সুনীতি বসিতেই তাহার হস্ত মুক্ত করিয়া দিয়া সুবোধ বলিল, "তাকে যদি চেন নীরজা, তা হ'লে তাকে ব'লো, তার কলমের নিব ভারি কড়া—বুকের চামড়া ফুটো হয়ে যায়।"

নিস্পন্দ হইয়া সুনীতি নিঃশব্দে সুবোধের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল ; মুখ দিয়া তাহার কোনও কথা বাহির হইল না।

"বল, বলবে ?"

সাশ্রুনেত্রে কম্পিত কণ্ঠে সুনীতি কহিল, "বলব। আপনি ঘুমোন।"

এই আশ্বাস-বচনে রোগী আশাতিরিক্ত আরাম পাইয়া পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল, এবং সেই অবসরে ডাক্তার রোগীর নাড়ী ও হৃদ্‌পিণ্ড পরীক্ষা করিয়া লইলেন।

ডাক্তারের নাম নিতাইচরণ চট্টোপাধ্যায়। খর্বাকৃতি, গৌরবর্ণ, প্রৌঢ় ব্যক্তি ; মস্তকে অধিকাংশ স্থলের সহিত কেশের বিরোধ এবং মুখে চক্ষে প্রতিভার জ্যোতি সুপ্রকাশ।

রোগীর পরীক্ষা শেষ করিয়া নিতাইচরণ রোগীর শয্যা হইতে একটু দূরে আসিয়া বসিলেন। সুনীতির পরিচয় বিনোদের নিকট পূর্বেই পাইয়াছিলেন ; তাই তাহাকে দেখিয়া নিতাইচরণ বিস্মিত হন নাই, কিন্তু সুরূপা সেবিকা এবং সুপরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা দেখিয়া তাঁহার মন সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। প্রফুল্ল মুখে চতুর্দিক পর্যবেক্ষণ করিয়া সুনীতির প্রতি স্মিতমুখে কহিলেন, "মা, তুমি এক বেলাতেই ঘরটির পঙ্কোদ্ধার করেছ। আমার দেখে মনে হচ্ছে, তোমার মত নিষ্ঠা যদি হাসপাতালের নার্সদের থাকত, তা হ'লে অনেক বেশী রোগী জীবন লাভ করত।"

সুনীতির প্রশংসায় সন্তুষ্ট হইয়া প্রসন্নমুখে বিনোদ কহিল, "শুধু ঘরের পরোক্তারই নয় ; এই অল্প সময়ের মধ্যে রোগীর সেবাটিও সুনীতি এমন গুছিয়ে নিয়েছে যে, আমি প্রায় অকর্মণ্য হয়ে পড়েছি।"

বিনোদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া একটু বিস্ময়ের সহিত ডাক্তার কহিলেন, "এঁর নাম সুনীতি ? তবে রোগী যে 'নীরজা' ব'লে ডাকছিল ! নীরজা কে ?"

বিনোদ কহিল, "ওটা বিকারের খেয়াল। আজ সুনীতিকে দেখে পর্যন্ত সুবোধ 'নীরজা' ব'লে ডাকছে।"

"এমন কতবার ডেকেছে ?"

সুনীতির দিকে চাহিয়া বিনোদ কহিল, "কতবার হবে সুনীতি ?"

সুনীতি কহিল, "পাঁচ-সাত বার হবে।"

"নীরজা ব'লে কাউকে আপনারা জানেন ?"

বিনোদ কহিল, "আমরা ত কাউকে জানি নে।"

একটু চিন্তা করিয়া সুনীতির দিকে চাহিয়া নিতাইচরণ কহিলেন, "হ্যাঁ মা, রোগী যা বলছিল, তার কোন অর্থ বা সঙ্গতি বুঝতে পারছিলে কি ? না, একেবারে বিকারের প্রলাপ ব'লে মনে হচ্ছিল ? কি যে বলছিল—কলমের নিবে চামড়া ফুটো হয়ে যাওয়ার কথা ?"

এ প্রশ্নে সুনীতির গণ্ডদ্বয় ঈষৎ রঞ্জিত হইয়া উঠিল, যাহা চিকিৎসকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি একটুও অতিক্রম করিল না। সুনীতির বিব্রত বিমূঢ় ভাব লক্ষ্য করিয়া আর তাহাকে কোন প্রশ্ন না করিয়া নিতাইচরণ বিনোদকে বলিলেন, "দেখুন, আপনি আইস-ব্যাগটা নিয়ে একটু বসুন, আমি বারান্দায় গিয়ে রোগীর বিকার সম্বন্ধে এঁকে দু-চারটে কথা জিজ্ঞাসা করি। এস ত মা একবার।"

সুনীতি নিতাইচরণের সহিত বারান্দায় উপস্থিত হইল।

একটা বর্মা সিগার ধরাইয়া নিতাইচরণ কহিলেন, "দেখ মা, আমি যে তোমাকে দু-চারটে কথা জিজ্ঞাসা করব, তা শুধু ডাক্তারী ব্যবসার কর্তব্যবোধে। রোগের কারণ জানতে পারলে চিকিৎসা কত সহজ হয়ে যায়, তা নিশ্চয়ই জান। একটু বুদ্ধি খাটিয়ে লক্ষ্য করলে, বিকারের প্রলাপ থেকেও রোগীর মানসিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়; আর তার দ্বারা চিকিৎসার বিশেষ সুবিধা হতে পারে। তাই অনেক সময়ে ডাক্তারের দ্বারা যা না হয়, তার চেয়ে অনেক বেশী উপকার হয় যারা রোগীর সেবা করে তাদের দ্বারা। যারা নিরন্তর রোগীর কাছে থেকে রোগীর অবস্থা লক্ষ্য করে তারা যদি ডাক্তারকে ঠিকপথে চালনা করতে পারে, তা হ'লেই ডাক্তারের দ্বারা উপকার পাওয়া যায়; তা নইলে এত বড় ডাক্তার কেউ নেই মা, যে, পাঁচ মিনিটের জন্যে এসে নিজের বুদ্ধির জোরে রোগ সারিয়ে দিয়ে যেতে পারে। তখন ব্যাপারটা অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মত হয়; লাগল ত ভাল, না লাগল ত গেল।"

এত দীর্ঘ উপদেশের বিশেষ প্রয়োজন ছিল না; কারণ, এ উপদেশ-প্রাপ্তির পূর্বেই সুনীতি এক প্রকার স্থির করিয়াছিল যে, তাহাদের চক্রান্ত, অভিনয় ও সুবোধের পত্রের কথা ডাক্তারকে জানাইবে। তবে সে মনে করিয়াছিল, বিনোদের দ্বারা পরে জানাইবে। কিন্তু ডাক্তার যখন স্পষ্টভাবে তাহাকেই এমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন সে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া ডাক্তারের মুখের উপর তাহার শান্ত দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া কহিল, "কি আপনি জানতে চান বলুন?"

নিতাইচরণ কহিলেন, "বিকারের প্রলাপ দু রকমের হয়; এক যাতে সত্য ঘটনা ও সত্য কথাগুলোকে বিকৃত ক'রে রোগী বলতে থাকে; আর দ্বিতীয়, যাতে রোগী যে বিকৃত অসংলগ্ন কথাগুলো বলে সেগুলোর কোন বাস্তব মূল থাকে না—সর্বৈব মিথ্যা। সুবোধবাবুর

প্রলাপ তুমি কোন্ শ্রেণীর মধ্যে ফেলবে; প্রথম শ্রেণীতে, না, দ্বিতীয় শ্রেণীতে?"

সুনীতি কহিল, "প্রথম শ্রেণীতে।"

"প্রথম শ্রেণী কেন, তা আমাকে বুঝিয়ে দাও ত মা।"

সুনীতি একবার মাত্র একটু চিন্তা করিল; তাহার পর অবিচলিত কণ্ঠে সংক্ষেপে অথচ অপ্রচ্ছন্ন ভাবে সমস্ত কাহিনীটি বলিয়া গেল। চক্রান্ত, অভিনয়, পত্র, পত্রোত্তর, পত্র-বিভ্রাট, সুবোধের কোপ—কিছুই বলিতে বাকি রাখিল না; বলিল না শুধু নিজ হৃদয়ের সকরুণ বেদনার কথা, যাহা না শুনিয়াও বিচক্ষণ চিকিৎসক সহজেই বুঝিয়া লইলেন।

ঔষধ, পথ্য ও অপরাপর ব্যবস্থা নির্দেশ করিয়া দিয়া প্রস্থানোদ্যত হইয়া নিতাইচরণ কহিলেন, "যেমন সেবা করছ ক'রে যাও মা, সুবোধ-বাবু ভাল হয়ে যাবেন।"

যে রকম করিয়া হউক ডাক্তারের মনে হইল যে, সুনীতিকে এইটুকু প্রবোধ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল।

সন্ধ্যার পর হইতে সুবোধের বিকার অন্য আকার ধারণ করিল। মুখে তাহার আর কোন কথা রহিল না, শুধু চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিস্পন্দ সংজ্ঞাহীন হইয়া রহিল। বিনোদ ভীত হইয়া নিতাইচরণের সহিত আর একজন বিখ্যাত বিচক্ষণ চিকিৎসক ডাকিয়া আনিল। এবার ডাক্তারেরা অধিকতর আশঙ্কার কথা বলিলেন, এবং শেষ রাত্রের দিকে যদি সহসা রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে তাহা হইলে ডাক্তার ডাকিবার পূর্বে যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা বিশদ ভাবে নির্দেশ করিয়া দিলেন।

ডাক্তারদের কথা শুনিতে শুনিতে সুনীতির সমস্ত শক্তি এবং বুদ্ধি বিবশ হইয়া আসিতেছিল; তবু সে প্রাণপণ শক্তিতে আত্মসংস্থিত

থাকিয়া ডাক্তারদের উপদেশগুলি এক খণ্ড কাগজে লিখিয়া লইল, এবং যে কয়েকটি কথা তাহার নিজের জানিয়া লইবার ছিল, তাহাও জানিয়া লইল।

প্রস্থানকালে নিতাইচরণ মৃদুকণ্ঠে সুনীতির কানে কানে বলিয়া গেলেন, "আজ রাতটা কোন রকমে সামলাতে হবে মা, একটু সতর্ক থেকো।"

ডাক্তারদের মুখে সুবোধের বিষয়ে কথা শুনিয়া বিনোদ চিন্তায় ও ভয়ে বিহ্বল হইয়া গিয়াছিল। সুবোধের শিয়রে বসিয়া সে বিবর্ণ মুখে কহিল, "একজন নার্স কিংবা মেডিক্যাল কলেজের কোনও ছাত্রের সন্ধান দেখব সুনীতি?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া সুনীতি কহিল, "তারা কি আমাদের চেয়ে বেশী কিছু করবে?"

বিনোদ কহিল, "তা করবে কি না বলতে পারি নে, তবে অসুখে লোকবল ভাল।"

মিত্তিরদের বাড়ি নার্সের মারাত্মক ভ্রমের কথা সুনীতির মনে পড়িয়া গেল। একটু ইতস্তত করিয়া সে কহিল, "আজ রাতটা না হয় থাক্, এত বাড়াবাড়ি অসুখের সময়ে পরের হাতে ছাড়া বোধ হয় ঠিক হবে না।"

কথাটা বলিয়াই কিন্তু সুনীতির মুখ রঞ্জিত হইয়া উঠিল। সেই বা এমন কি আপন যে পরের উপর ছাড়িতে ভরসা হয় না!

কিন্তু সমস্ত রাত্রের ব্যবস্থা হাতের নিকট গুছাইয়া লইয়া সুবোধের শিয়রে যখন সুনীতি অটল হইয়া উপবেশন করিল তখন বিনোদের নিঃসংশয়ে প্রতীতি জন্মিল যে, কোন নার্স কিংবা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ঠিক এমন করিয়া সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে পারিত না।

রাত্রি দশটার সময়ে আহার করিয়া আসিয়া বিনোদ কহিল, "এবার তুমি খেয়ে এস স্থনীতি।"

স্থনীতি কহিল, "আমি কিছুই খাব না। খেলে রাত জাগতেও পারব না, অস্থখও করবে।"

স্থনীতিকে আহার করাইতে কোন প্রকারে সম্মত করিতে না পারিয়া বিনোদ কহিল, "তবে তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও, আমি খানিকক্ষণ বসি।"

এ প্রস্তাবেও স্থনীতি আপত্তি করিয়া বলিল, "আমার এখন একটুও ঘুম পায় নি। আপনি শুয়ে পড়ুন মেজ জামাইবাবু, কাল আপনি সমস্ত রাত জেগেছেন, আজ আপনার একটু ঘুমানো নিতান্ত উচিত।"

বিনোদ কহিল, "এ বেশ কথা স্থনীতি, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমব, আর তুমি সমস্ত রাত অনাহারে ব'সে জাগবে!"

মৃদুকণ্ঠে স্থনীতি কহিল, "নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমতে পাবেন, এতটা আশা করা যায় না; সেই জন্তে এই ঘরেই আপনার বিছানা করিয়েছি। দরকার হ'লেই আপনাকে ডাকব।"

বিনোদ চাহিয়া দেখিল, কক্ষের এক প্রান্তে স্থনীতি তাহার শয্যা করাইয়া রাখিয়াছে। দুইখানি তোশক দিয়া পুরু করিয়া বিছানা, তদুপরি একখানা শুভ্র চাদর পাতা এবং পদপ্রান্তে নরম গরম লেপ ভাঁজ করিয়া রাখা। ভয়ে, ভাবনায় এবং চিন্তায়,—এবং স্থনীতি আসার পর হইতে কতকটা আশ্বাসে এবং বিশ্বাসে, বিনোদের মন একটা অলস অবসাদে শিথিল হইয়া ছিল। তদুপরি আহারের পর হইতে শীত এবং নিদ্রার তাড়নায় শরীরও আচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছিল। উষ্ণ এবং আরামপ্রদ শয্যার দিকে চাহিয়া তাহার ভিতর আশ্রয় গ্রহণের কল্পনায় বিনোদের চিত্ত প্রলুব্ধ হইয়া উঠিল। কিন্তু তখনই সেই অন্যায় লোভ হইতে

নিজেকে প্রত্যাহৃত করিয়া লইয়া কহিল, "আজ রাতটা যে রকম সজাগ থাকতে হবে, তাতে একজনের উপর কিছুতেই ছাড়া উচিত নয়। ধর, তুমি যদি ঘুমিয়েই পড়লে! বলা ত যায় না!"

বিনোদের কথা শুনিয়া সুনীতির হাসি পাইল, এতই অল্প সে সুনীতিকে জানে! মুখে বলিল, "আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন, ঘুমিয়ে পড়বার আগে আমি আপনাকে উঠিয়ে দোবই।"

আরও খানিকক্ষণ নিষ্ফল তর্ক ও আপত্তি করিয়া অবশেষে বিনোদ কহিল, "আচ্ছা, আমি এখন শুচ্ছি, কিন্তু ঠিক দুটোর সময়ে আমাকে তুলে দেবে; তারপর তুমি ঘুমুবে।"

সুনীতি মৃদুকণ্ঠে কহিল, "দরকার হ'লে তার আগেও তুলে দেব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

রাত্রের পরিচর্যার বিষয়ে সুনীতির সহিত আলোচনা করিয়া লইয়া বিনোদ শয্যাগ্রহণ করিল; এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিদ্রা, তাহার চক্ষুকে অন্ধ এবং কর্ণকে বধির করিয়া, চিন্তা ও দুঃখ হইতে তাহাকে সাময়িক ভাবে মুক্তি প্রদান করিল।

সমস্ত রাত্রি সুনীতির কাটিয়া গেল সুবোধকে ঔষধ ও পথ্য সেবন করাইয়া, টেম্পারেচার দেখিয়া, নাড়ী ও নিশ্বাস গনিয়া, হস্তপদের শৈত্য অনুভব করিয়া এবং মাথায় বরফ ধরিয়া। শীতের দীর্ঘ রাত্রের মধ্যে একবারও সে ক্লান্ত, কাতর বা নিদ্রালু বোধ করে নাই। ডাক্তাররা যে সময়টা রোগীর পক্ষে আশঙ্কার কথা বলিয়া গিয়াছিলেন, সে সময়ে সুনীতি রোগীর প্রতি স্থির অপলক নেত্রে চাহিয়া বসিয়া ছিল, এবং তাহার দুঃখ ও অনুশোচনা-মথিত হৃদয়ের ভিতরে একটা করুণ অব্যক্ত বিলাপ উঠিতেছিল, "ঠাকুর, শুধু রক্ষা কর, শুধু বাঁচিয়ে দাও; তার বেশী আর কিছু চাই নে। যত রকম শাস্তি দিতে পার দাও ঠাকুর, শুধু একটি দিয়ো না।"

পূর্বাকাশের সুনিবিড় অন্ধকার দূরস্থিত উষার সূচনায় যখন ঈষৎ ধূসরবর্ণ ধারণ করিল, তখন সুনীতিরও গভীর চিন্তামসীলিপ্ত হৃদয়ে আশার ক্ষীণ রেখা স্ফুরিত হইল। এ রাত্রি যে এতটা সহজভাবেই কাটিয়া যাইবে, তাহা সে একবারও আশা করে নাই; একটা দুরন্ত বিভীষিকায় তাহার অন্তরেন্দ্রিয় পর্যন্ত কণ্টকিত হইয়া ছিল। সকৃতজ্ঞ-মনে বহুবার ভগবৎচরণে মনে মনে প্রণাম করিয়া সে কতকটা লঘুচিত্তে গৃহসংস্কারকার্যে নিযুক্ত হইল।

কার্য শেষ করিয়া সুনীতি যখন পুনরায় রোগীর শয্যার পার্শ্বে উপনীত হইল, তাহার কিয়ৎক্ষণ পরেই বিনোদ ধড়মড় করিয়া তাহার শয্যার উপর জাগিয়া বসিল।

"সুবোধ কেমন আছে সুনীতি?"

"একই রকম আছেন।"

"কিন্তু কি অন্যায় কথা! সমস্ত রাত্রি তুমি জেগে আছ, আর আমাকে তুলে দাও নি?"

লজ্জিত মুখে মৃদু হাসিয়া স্থনীতি কহিল, "কোন কষ্ট হয় নি; দুপুর-বেলা খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নোব অখন।"

নিরুপায় বিস্ময় ও বিরক্তিভরে স্থনীতির দিকে এক মুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া বিনোদ বলিল, "দুপুরবেলার কথা দুপুরবেলায় হবে, এখুনি তুমি ও-ঘরে গিয়ে শোওগে। ডাক্তার ডাকতে যাবার সময় আমি তোমাকে উঠিয়ে দিয়ে যাব।"

বিনোদের পীড়াপীড়িতে অগত্যা স্থনীতিকে অপর কক্ষে যাইতে হইল। কিন্তু অর্ধঘণ্টাকাল চিন্তা ও জাগরণ এবং অর্ধ ঘণ্টা নিদ্রা ও স্বপ্নের মধ্যে কোন প্রকারে অতিবাহিত করিয়া অবশেষে সে স্থবোধের কক্ষে উঠিয়া আসিল।

এত শীঘ্র তাহাকে আসিতে দেখিয়া বিনোদ সবিরক্তিবিস্ময়ে কহিল, "এরই মধ্যে এলে যে?"

অপ্রতিভ মুখে স্থনীতি কহিল, "ঘুম ভেঙে গিয়ে আর ঘুম হ'ল না।"

স্থনীতির কৈফিয়তে কিছুমাত্র সন্তুষ্ট না হইয়া বিনোদ কহিল, "না না, তুমি আজকেই বাড়ি যাও, তোমাকে এতটা অত্যাচার করতে দিতে আমি কিছুতেই পারি নে।"

এ কথার কোন উত্তর না দিয়া স্থনীতি মৃদুহাস্য করিয়া রোগী-পরিচর্যায় রত হইল।

বেলা নয়টার সময়ে ডাক্তাররা আসিয়া স্থবোধকে পরীক্ষা করিয়া অবস্থা একই প্রকার গুরুতর বলিয়া গেলেন। সেবা ও চিকিৎসা যেরূপ চলিতেছিল সেইরূপই চলিল।

প্রস্থানকালে নিতাইচরণ স্নীতির কর্ণে বলিয়া গিয়াছিলেন, "মা, তুমি যে রকম শক্ত ক'রে হাল ধরেছ, এ ভাবে আর গোটা-দুই রাত্রি কাটাতে পারলে আমার মনে হয় তুফান কাটিয়ে উঠতে পারবে।" স্নীতি রোগীর অদূরে বসিয়া সেই কথাটা মনের মধ্যে আলোচনা করিতেছিল। সে ভাবিতেছিল, তাহার শক্তিই বা কতটুকু এবং সাধ্যই বা কোথায় যে এই প্রচণ্ড ঝটিকা অতিক্রম করিয়া মগ্নপ্রায় তরীকে রক্ষা করে! তবে যাঁহার ইচ্ছা সব অসম্ভবকে সম্ভব করে এবং যাঁহার অভিরুচি সব সম্ভাবনাকে অসম্ভব করে, তিনি যদি এই উত্তাল-তরঙ্গ-বিলোড়নের মধ্যে দয়া করিয়া দেখা দেন তাহা হইলেই মঙ্গল, নচেৎ দুই রাত্রি কেন, দুই মুহূর্ত এই দুর্বার বিপত্তিকে রোধ করিয়া রাখিবার ক্ষমতা তাহার নাই।

"মেজ জামাইবাবু, স্নবোধবাবুর বাড়ি থেকে কোন খবর এসেছে?"

বিনোদ কহিল, "এসেছে। স্নবোধের দাদা তার করেছেন যে ছুটি না পাওয়ায় তিনি আসতে পারলেন না, টাকা নিয়ে লোক আজ রাত্রে রওনা হবে।"

"আর কিছু লেখেন নি?"

"লিখেছেন, প্রত্যহ দুবার ক'রে যেন স্নবোধের সংবাদ তাঁকে তার করা হয়।"

ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিয়া স্নীতি কতকটা আপন মনে মৃদুকণ্ঠে কহিল, "তিনি এলেই ভাল হ'ত, এত বড় দায়িত্ব কার হাতে থাকবে!"

স্নীতি মেসে আসার পর হইতে বিনোদ তাহার সহিত স্নবোধের বিষয়ে কথাবার্তা নিতান্ত সহজ এবং সাধারণ ভাবে, এমন কি কতকটা সতর্কতা ও সংযমের সহিত করিতেছিল। স্নবোধের কঠিন পীড়া এবং সঙ্কটাপন্ন অবস্থার মধ্যে হাস্য-পরিহাসের সঙ্গতি বা স্নযোগ ছিল না বলিয়াই শুধু নহে; আকাশে ঝটিকা এবং বজ্রপাতের উপক্রম দেখিয়া সে

আশঙ্কায় মূক এবং বিবেচনায় সাবধানী হইয়া গিয়াছিল। মিথ্যা পরিহাস এবং কপট অভিনয়ের মধ্য দিয়া সুনীতি ক্রমশ সত্যের যে উত্তুঙ্গ শিখরপ্রান্তে উপনীত হইয়াছিল, তথা হইতে তাহাকে আর একপদও অগ্রসর হইতে দিতে বিনোদ সম্মত ছিল না। তাই সুনীতির সহিত কথাবার্তায় অতি সতর্কতায় সে সুবোধের বিষয়ে সর্বপ্রকার পরিহাস এবং কৌতুক পরিহার করিয়া চলিত। কিন্তু আজ সুনীতির এই সহজ এবং সামান্য উক্তি তাহার হৃদয়ের কঠিন-বদ্ধ কোন তন্ত্রীতে সহসা এমন আঘাত দিয়া বসিল যে, সমস্ত বিবেক এবং বিবেচনা হারাইয়া বিনোদ বলিয়া উঠিল, "যার হাতে ভগবান আপনি তুলে দিয়েছেন সুনীতি, তোমার হাতে থাকবে।"

বিহ্বল বিমূঢ় হইয়া সুনীতি ক্ষণকাল বিনোদের প্রতি নিরতিবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল; তাহার পর মন্ত্রাহতের মত স্খলিত কণ্ঠে কহিল, "আমি কে যে, আমার হাতে থাকবে?"

পূর্বমত সবেগে বিনোদ কহিল, "হ্যাঁ, তোমারই হাতে থাকবে। তোমার মত আপনার ওর কেউ নেই সুনীতি। তোমার কল্যাণেই ও যদি রক্ষা পায়!"

এবারও সুনীতি এক মুহূর্ত বিনোদের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল; কিন্তু এবার আর তাহার মুখ দিয়া প্রতিবাদের কোন বাণী বাহির হইল না। বিনোদের এই বিচিত্র প্রবল বাক্যে তাহার সমস্ত ভাষা মূক হইয়া গেল। পূর্বে তাহার নিজগৃহে পরিহাস-ছলে বিনোদ যখন কোনও কথা কহিয়াছে, তখন সুনীতি অবলীলাক্রমে একটা কথার উত্তর পাঁচটা কথায় দিয়েছে; কিন্তু আজ সুবোধের রোগশয্যাপার্শ্বে, জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বের মধ্যে এই পরিহাস-বিদ্রূপ-বর্জিত সরল উক্তির বিরুদ্ধে কোন কথাই সে খুঁজিয়া পাইল না। বিনোদের এতবড় কথাটাকে মৌন অপ্রতিবাদের দ্বারা ভীষণ

রোগ ও বিপুল সেবার সমক্ষে সত্যেরই মত মানিয়া লইতে হইল। এই বিমূঢ় অবস্থা হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য সুনীতি স্টোভ জ্বালিয়া গৃহকোণে সুবোধের পথ্য প্রস্তুত করিতে বসিল।

বেলা তিনটার সময়ে একবার সুবোধের অল্প জ্ঞান-সঞ্চারের মত হইল, দুই-একবার চক্ষু মেলিয়া দেখিল এবং দুই-তিনবার অসংলগ্ন বাক্যও বলিল; কিন্তু বর্ষার দিনান্ত যেমন একবার মাত্র উজ্জ্বল হইয়া মেঘ এবং রজনীর গাঢ়তর অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া যায়, তেমনই সে পুনরায় সুগভীর নিদ্রায় স্তব্ধ হইয়া গেল। মৃদুশ্বাস ও ক্ষীণ হৃদস্পন্দন ভিন্ন জীবনের কোন লক্ষণই দেহে দৃষ্টিগোচর রহিল না।

বিনোদ ডাক্তারের নিকট গিয়াছিল; কলে জল আসিয়াছিল বলিয়া যদু নীচে গৃহকর্মে রত ছিল, এবং সুনীতি একান্ত মনে রোগী-পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিল। নিশ্বাসের সংখ্যা এবং নাড়ীর গতির অনুপাত আজ দ্বিপ্রহর হইতে একটু আশঙ্কাজনক হইয়াছিল; তাই সুনীতি ঘড়ি ধরিয়া নিবিষ্ট চিত্তে নিশ্বাস গণিতেছিল। এমন সময়ে যদু আসিয়া সংবাদ দিল, কে একজন বাবু সুনীতিকে ডাকিতেছে।

গণনা শেষ করিয়া খাতায় তাহা লিখিয়া রাখিয়া সুনীতি সবিস্ময়ে কহিল, "আমাকে ডাকছেন? কে বাবু?"

যদু বলিল, "নাম ত জানি নে; বারান্দা থেকে দেখুন না, নীচে উঠনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।"

সুনীতি বারান্দায় গিয়া দেখিল, যোগেশ উঠানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। যদুকে সুবোধের নিকট রাখিয়া সে সত্বর নীচে নামিয়া গেল।

সুনীতি আসিতেই যোগেশ জিজ্ঞাসা করিল, "সুবোধবাবু কেমন আছেন সেজদি?"

বিষণ্ণ মুখে সুনীতি কহিল, "ভাল না ভাই, অসুখ খুব বেশী। ওপরে গিয়ে দেখবি চল্।"

যোগেশ কহিল, "দিদি এসেছেন; রাস্তায় গাড়িতে ব'সে আছেন।"

সুমতি আসিয়াছে শুনিয়া সুনীতি অবিলম্বে গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল এবং তাহাকে নামাইয়া লইয়া আসিল।

গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সুমতি উদ্বিগ্নমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "সুবোধ কেমন আছেন নীতি?"

ইতিপূর্বেও কয়েকবার সুমতি সুবোধকে সুবোধবাবুর পরিবর্তে সুবোধ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল; কিন্তু আজ তাহাকে সুবোধ বলিয়া সম্বোধন করিতে শুনিয়া সুনীতি সহসা আরক্ত হইয়া উঠিল। সুবোধের গৃহে সুবোধের পরিচর্যায় সে দিবারাত্রি নিযুক্ত রহিয়াছে; এবং তাহার দিদি আসিয়া তাহার নিকট সুবোধের নাম ধরিয়া সংবাদ লইতেছে,—এ ঘটনা তাহার চিত্তের মধ্যে একটা অভূতপূর্ব সঙ্কোচ লইয়া আসিল। সে মৃদুকণ্ঠে নতনেত্রে কহিল, "খুব খারাপ।"

"একটুও ভালর দিকে নয়?"

"একটুও না। বরং আজ দুপুরবেলা থেকে মন্দর দিকেই। চল না, ওপরে গিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে।"

সুমতি কহিল, "চল্ যাই। কিন্তু সুবোধ হঠাৎ আমাদের দেখে ফেললে কি ভাববে? তাতে কোন ক্ষতি হবে না তো?"

সুমতির কথা শুনিয়া মৃদু হাস্য করিয়া সুনীতি কহিল, "কেই বা দেখবে, আর কেই বা ভাববে! জ্ঞান-ট্যান কি আছে কিছু?"

চিন্তিত হইয়া সুমতি কহিল, "বিনোদ কোথায়?"

"ডাক্তারের কাছে গেছেন।"

সুবোধের শয্যাপার্শ্বে উপনীত হইয়া সুমতি আশঙ্কা ও নৈরাশ্যে

শিহরিয়া উঠিল। সুবোধের প্রফুল্ল কান্তিময় মুখ ব্যাধির গভীর ছায়ায় একেবারে মলিন হইয়া গিয়াছে; চক্ষু মুদ্রিত; দেহ নিস্পন্দ, অসাড়। দেখিলে মনে হয়, মৃত্যু যেন শরীরের মধ্যে অধিকার সঞ্চার করিয়াছে। সুবোধের অবস্থা দেখিয়া যোগেশের দুই চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। হায়! এই সেই সুন্দর, সুস্থ, কান্তিমান সুবোধবাবু!

সুবোধকে দেখিয়া সুমতি মনে মনে এতই হতাশ হইয়া গিয়াছিল যে, সুনীতির প্রতি কোন প্রকার সান্ত্বনা বা উৎসাহের বাক্য কিছুক্ষণ তাহার মুখ দিয়া নির্গত হইল না। কিয়ৎকাল পরে বস্ত্রাঞ্চল হইতে লাল সূতায় বাঁধা একটা সোনার মাদুলি বাহির করিয়া সুনীতির হাতে দিয়া কহিল, "নীতি, মা এই মাদুলি পাঠিয়েছেন। আর ব'লে দিয়েছেন, কাচা কাপড় প'রে, এক শো আটবার দুর্গানাম জপ ক'রে, এই মাদুলি সুবোধের গলায় পরিয়ে দিতে হবে। এই বেলা পরিয়ে দে।"

মাদুলির লাল সূতা একখানি লাল ফুলের মালার মত সুনীতির দক্ষিণ হাতে ঝুলিতেছিল, এবং তন্মধ্যে সোনার মাদুলিটি ঠিক যেন মালার মধ্যে ফুলের মত দুলিতেছিল। এই মালার মত মাদুলিটি সুবোধের গলায় পরাইয়া দেওয়ার প্রস্তাবে শুধু সুনীতির গণ্ডদেশ লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিল না,—একটা নিদারুণ সম্ভাবনার কল্পনায় তাহার হৃদয় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, এ যেন মাদুলি-পরানোর ছলে নিয়তি তাহাকে দিয়া মৃত্যু-শয্যায় তাহার দয়িতের গলদেশে এই রক্তবর্ণের মাল্যখানি পরাইয়া লইতে চাহে! ক্ষণকাল তাহার মুখ দিয়া কোনও কথা বাহির হইল না তাহার পর সলজ্জ দুঃখার্ত নেত্র সুমতির প্রতি উত্থাপিত করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, "তুমিই পরিয়ে দাও না দিদি।"

একমুহূর্ত চিন্তা করিয়া সুমতি কহিল, "না, তুই-ই পরিয়ে দে। মাও

তোকেই পরিয়ে দিতে বলেছেন। দেরি করিস নে, এর পর কেউ এসে পড়লে অসুবিধা হবে।"

ইহার পর সুনীতি আর দ্বিধা করিল না। কক্ষান্তরে গিয়া বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া সে মাদুলিটি লইয়া উত্তর মুখ হইয়া উপবেশন করিল। তাহার পর ঐকান্তিক চিত্তে এক শত আটবার দুর্গানাম জপ করিয়া সুবোধের শয্যাপার্শ্বে উপনীত হইল। তাহার মুখখানা একবার রক্তাভ হইয়া গেল; এক মুহূর্ত হাতখানা নিশ্চল হইয়া রহিল; কিন্তু তাহার পরেই সে অবনত হইয়া এক হস্তে সন্তর্পণে সুবোধের মস্তক তুলিয়া ধরিয়া অপর হস্তে তাহার গলদেশে মাদুলি পরাইয়া দিল।

মাদুলি পরাইয়া দিয়া সুনীতি আরক্তবদনে নতনেত্রে সুবোধের প্রতিই চাহিয়া রহিল; অনতিক্রম্য সঙ্কোচে সুমতি বা যোগেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারিল না।

সুনীতির পার্শ্বে সরিয়া আসিয়া কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া যোগেশ মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি যে ফুল আর বিল্বপত্র দিয়েছিলাম, তাতে কি করেছ সেজদি?"

এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া সুনীতি যোগেশের দিকে তাকাইয়া কহিল, "মাথার শিয়রে দিয়ে রেখেছি।"

"তবে বোধ হয় কোন ভয় নেই, না?"

এ প্রশ্নের কোন উত্তর সুনীতির মুখে আসিল না; স্নিগ্ধ কণ্ঠে সুমতি কহিল, "না যোগেশ, কোনও ভয় নেই।"

পরদিন প্রাতে বেলা আটটার সময়ে বিনোদ ডাক্তারের নিকট গিয়াছিল এবং সুনীতি সুবোধকে আগুলিয়া একাকী তাহার পার্শ্বে বসিয়া ছিল। তখনও তাহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ,—কতকটা রাত্রিজাগরণে এবং কতকটা অন্য কারণে। গত সন্ধ্যার পর হইতে শেষ পর্যন্ত সুবোধের জীবনের কোন আশাই ছিল না। রোগী, ডাক্তার, ঔষধ এবং পরিচর্যা লইয়া সমস্ত রাত্রিটা বিনোদ ও সুনীতির একটা প্রচণ্ড ঝটিকার মত কাটিয়াছে। এই দীর্ঘ সময়ের সমস্ত ক্ষণই তরী ডুবিল-ডুবিল হইয়াছিল, প্রত্যূষে অকস্মাৎ অনুকূল বায়ুতে কতকটা সামলাইয়া গিয়াছে। এমন কি, প্রভাতে ডাক্তাররা আশা করিয়া গিয়াছেন যে, সঙ্কটটা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়া এবার রোগী ক্রমশ আরোগ্যের পথে আসিতেও পারে।

রোগীর আকৃতি দেখিয়া সে কথা বুঝিবার উপায় ছিল না; বরং ঝড়-খাওয়া নৌকার মত তাহাকে আরও দুঃস্থই দেখাইতেছিল। তবে ছিন্ন নাড়ী পুনরায় জোড়া লাগিয়াছিল; এবং শ্বাস নাভীর দিক হইতে ক্রমশ ঊর্ধ্বদেশে ফিরিয়া আসিতেছিল।

সুবোধের বিরস পাংশু মুখের দিকে অলস-অন্যমনস্ক ভাবে চাহিয়া সুনীতি নিজের অদৃষ্ট কল্পনা করিতেছিল। একজনের ব্যাধির সেবা করিতে আসিয়া তাহার ব্যাধি যে কত গুরুতর এবং দুরারোগ্য হইয়া গিয়াছে, তাহার অবিসম্বাদী প্রমাণ সে গত রাত্রে পাইয়াছে। কাল যখন সুবোধের জীবনের আশা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, তখন নিজের কথা ভাল করিয়া ভাবিবার অবসর সুনীতির ছিল না। কিন্তু আজ সুবোধের জীবনের আশা অনেকখানি ফিরিয়া আসায়, আজ

অনেকটা স্থির চিত্তে সে নিজের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিতেছিল। সুবোধের ব্যাধি হয়ত সারিবে; কিন্তু তাহার ব্যাধি সারিবার নহে। যে অগ্নি অহরহ তাহার হৃদয়ের মধ্যে জলিতেছে এবং ক্রমশ বাড়িয়া উঠিতেছে,—সুবোধের মস্তকে যত বরফ প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহার শতগুণ বরফ তাহার হৃদয়ে প্রয়োগ করিলেও তাহা নির্বাপিত হইবার নহে। ডাক্তারেও ইহার ঔষধ জানে না এবং শুশ্রূষাতেও এ রোগ উপশম মানে না। তাহার দীন অসহায় অবস্থা স্মরণ করিয়া সুনীতির দুই চক্ষু সজল হইয়া আসিল।

পশ্চাতে দ্বারের নিকট পদশব্দে ফিরিয়া দেখিয়া সুনীতি বিস্মিত হইল। দেখিল, দ্বারদেশে একটি যুবতী উদ্বিগ্নমুখে দাঁড়াইয়া। সুনীতিকে ফিরিয়া চাহিতে দেখিয়া যুবতী ধীরে ধীরে সুনীতির পার্শ্বে উপনীত হইল; এক মুহূর্ত বিষণ্ণ-ব্যাকুল নেত্রে রোগীকে নিরীক্ষণ করিয়া সুনীতিকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কেমন অবস্থা?"

অপরিচিতার প্রতি বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া সুনীতি বলিল, "এখন একটু ভাল।"

অপরিচিতা যুবতী উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, "এখন একটু ভাল, সে কখনকার চেয়ে?"

"রাত্রের চেয়ে।"

"রাত্রে কি খুব বেড়েছিল?"

"আশা ছিল না।"

সুনীতির কথা শুনিয়া নবাগতা আতঙ্কে অস্ফুটোক্তি করিয়া উঠিল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "এখন আশা হয়েছে?"

"কতকটা।"

"জ্ঞান আছে?"

"একটুও না।"

আর কোনও প্রশ্ন না করিয়া অপরিচিতা রমণী নীরবে সজল নেত্রে সুবোধকে পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

অবিরাম প্রশ্ন হইতে অব্যাহতি পাইয়া এইবার সুনীতি তাহার নিজের কৌতূহল মিটাইবার অভিলাষী হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে? কোথা থেকে আসছেন?"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া যুবতী চক্ষু মার্জিত করিয়া কহিল, "আমি রোগীর আত্মীয়া, দেখতে এসেছি। আপনি কে?"

এইবার সুনীতি বিপদে পড়িল। সে যে নিজের কোন্ পরিচয় দিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না। রোগীর সহিত তাহার কোন সম্পর্কই নাই; এবং যে হিসাবে সে রোগী-পরিচর্যা করিতে আসিয়াছে,—খাতা খুলিয়া বুঝাইতে গেলে জমা-খরচ ভুক্তান করিয়া কোন দাবিই হাতে থাকে না। তাই উপস্থিত আত্মপরিচয় না দিয়া সে নিজ কর্তব্যের পরিচয় দিল; কহিল, "আমি এসেছি এঁর সেবা করতে।"

এ উত্তরে নবাগতা সন্তুষ্ট হইল না। সুবোধের নিকট পরিচর্যায় কাহারা নিযুক্ত আছে, এবং মেসের ছাত্রেরা কেহ তথায় আছে কি না, সে সংবাদ লইবার সময়ে যুবতী নীচে যদুর মুখে সুনীতির যেটুকু পরিচয় পাইয়াছিল, সুনীতিকে চক্ষে দেখিয়া তদ্বিষয়ে একটু সমস্যা দাঁড়াইয়াছিল। সুনীতি আত্মপরিচয় যাহা দিল তাহা হইতেও সমস্যার কোন মীমাংসা হইল না। তখন নবাগতা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নাম কি?"

এক মুহূর্ত ইতস্তত করিয়া সুনীতি কহিল, "সুনীতি।"

সকৌতূহলে যুবতী কহিল, "বিনোদবাবুর শালী?"

"হ্যাঁ।"

যুবতী বিস্ময়ে একদৃষ্টিতে সুনীতির দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার

পর কহিল, "কিন্তু ফোটোগ্রাফের সঙ্গে ত চেহারা একটুও মেলে না। ফোটোগ্রাফে এত তফাত হয় ?"

আগন্তুকার কথা শুনিয়া সুনীতি ক্ষণকাল সবিস্ময়ে চিন্তা করিল, তাহার পর তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আপনি কি সুবোধবাবুর বউদিদি ?"

"হ্যাঁ, আমার নাম তরুবালা।"

সুনীতি নত হইয়া তরুবালার পদধূলি গ্রহণ করিল। তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া সলজ্জ ভাবে কহিল, "আমি আপনাকে চিনতে পারি নি, আমাকে ক্ষমা করবেন।"

সস্নেহে সুনীতির চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিয়া তরুবালা কহিল, "তুমি ত কখনও আমাকে দেখ নি ভাই, কেমন ক'রে চিনবে ? তোমার ফোটোগ্রাফ আমার বাক্সের মধ্যে রয়েছে; তবুও আমিই তোমাকে চিনতে পারি নি।"

সুবোধের সম্পর্কে আর কোনও অসত্যের মধ্যে জড়িত থাকিবে না, তাহা সুনীতি কয়েকদিন হইতে মনে মনে স্থির করিয়াছিল। তথাপি এখন সে বলিল না যে, তরুবালার নিকট যে ফোটো আছে তাহা তাহার নহে, বালিকাবেশী যোগেশের। তরুবালাকে ভ্রান্ত রাখিবার উদ্দেশ্যে সে যে ইহা বলিল না তাহা নহে,—এত অল্প পরিচয়ে এ সব কথা খুলিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই ভাবিয়াই বলিল না।

"কার সঙ্গে আপনি এলেন ? সুবোধবাবুর দাদা ত ছুটি পান নি।"

তরুবালা কহিল, "না, তিনি কিছুতেই ছুটি পেলেন না। তাই আমি আমার একজন দাদামশায়ের সঙ্গে এসেছি। স্থির ক'রে এসেছিলাম যে, আমহার্স্ট স্ট্রীটে আমাদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে থাকব আর প্রত্যহ ঠাকুরপোর কাছে আসব। কিন্তু এসে যখন দেখছি মেসে

ছেলেরা কেউ নেই আর তুমি রয়েছ, তখন আর কিছুই অসুবিধা হবে না।"

বারান্দায় গিয়া সুনীতি যদুকে ডাকিল, এবং যদু আসিলে তাহাকে সুবোধের নিকট বসিতে বলিয়া তরুবালাকে কহিল, "এবার আপনি চলুন হাত-মুখ ধুয়ে নেবেন। সমস্ত রাত্রি রেলে এসেছেন, কত কষ্ট হয়েছে!"

সস্নেহে সুনীতির স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া তরুবালা বলিল, "আমার জন্যে তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না সুনীতি, আমি এখন ঠাকুরপোর কাছে বসলাম। তুমি বরং এই চাকরটিকে দিয়ে আমার দাদামশায়ের মুখ হাত পা ধোয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে এস। তিনি বুড়োমানুষ, তাঁর নিশ্চয়ই কষ্ট হয়েছে।"

স্বামী ছুটি না পাওয়ায় তরুবালা ব্যস্ত হইয়া তাহার এক দূর-সম্পর্কীয় ঠাকুরদাদা রামদয়াল চট্টোপাধ্যায়কে ভিন্ন গ্রাম হইতে আনাইয়া তাঁহার সহিত কলিকাতায় আসিয়াছিল। রামদয়ালকে সঙ্গে আনিবার আরও কারণ এই ছিল যে, বিপদের দিনে বুদ্ধি, বিবেচনা, শক্তি এবং সাহসে তাঁহার মত একজন সহায় পাওয়া দুর্লভ, তাহা তরুবালা সবিশেষ জানিত; তাই তরুবালার সনির্বন্ধ অনুরোধে জরুরী দেওয়ানী মামলার মুলতবীর ব্যবস্থা করিয়া রামদয়ালকে আসিতে হইয়াছিল।

নীচে আসিয়া সুনীতি যদুকে রামদয়ালের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিল। যদু কহিল, "তিনি বাইরের ঘরে রয়েছেন, কোচওয়ান টাকা ভাঙাতে গিয়েছে, তার জন্যে অপেক্ষা করছেন।"

মেসে ছাত্র অধিক সংখ্যক ছিল না বলিয়া, পথিপার্শ্বের একটা ঘরে দুই-চারিখানা চেয়ার-টেবিল রাখিয়া বাহিরের ঘরের মত একটা ব্যবস্থা করা ছিল। সুনীতি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, রামদয়াল একখানা চেয়ারে উপবেশন করিয়া কোচম্যানের অপেক্ষায় রহিয়াছেন, এবং তাঁহাদের ভাড়া-করা দ্বিতীয় শ্রেণীর ঠিকাগাড়ি পথে অপেক্ষা করিতেছে।

রামদয়াল প্রৌঢ় ব্যক্তি ; বয়স পঞ্চাশের উর্ধ্বেই তিন-চারি বৎসর হইবে। দীপ্ত গৌরবর্ণ, মস্তকের উভয় পার্শ্বে এবং পশ্চাতে বিরল কেশ কাশফুলের মত শুভ্র, দেহ নাতিস্থূল এবং মুখখানি প্রশান্ত প্রফুল্ল; দেখিয়াই সুনীতির মনে শ্রদ্ধা উদ্রিক্ত হইল। মৃদুপদক্ষেপে রামদয়ালের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিল। তাহার পর উঠিয়া নতনেত্র হইয়া মৃদুস্বরে কহিল, "দাদামশাই, বিশ্রাম করবেন উপরে চলুন।"

সলজ্জ সৌন্দর্যে মণ্ডিত সুন্দরী কিশোরীমূর্তি দেখিয়া রামদয়াল মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তাহার পর সুললিত কণ্ঠে আত্মীয়ের মত দাদামশাই বলিয়া সম্বোধন করিতে শুনিয়া বিস্মিত এবং বিমুগ্ধ হইলেন। আশীর্বাদ করিয়া হাস্য-প্রফুল্ল মুখে কহিলেন, "কে ভাই তুমি, আমি ত চিনতে পারলাম না!"

সুনীতি পুনরায় বিপন্ন হইল। কিন্তু তখনই শান্তকণ্ঠে কহিল, "বিনোদবাবু—সুবোধবাবুর বন্ধু—আমার ভগ্নীপতি। লোকের অভাবে তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে আমি এখানে আছি।"

"তোমার নামটি কি দিদি?"

"সুনীতি।"

রামদয়ালের মনে পড়িল, নামটা তরুবালার মুখে শুনিয়াছিলেন। সুবোধের বন্ধু বিনোদ সুবোধের পরিচর্যা করিতেছে, এবং তাহার এক শালী সুনীতির সহিত সুবোধের বিবাহ হইবার সম্ভাবনা—এ কথা তরুবালা পথে রামদয়ালকে বলিয়াছিল। সেই বিবাহ-প্রতিশ্রুতা অবিবাহিতা কন্যা আসিয়া ভাবী পতির সেবা করিতেছে দেখিয়া রামদয়াল মনে মনে হাসিলেন। বুঝিলেন, এই আধুনিকা তরুণীটি ঠিক খাঁটি বাংলার লজ্জার জলে এবং সঙ্কোচের মাটিতে গঠিত নহে; কলিকাতার শিক্ষা এবং দীক্ষায় আলোকপ্রাপ্তা নব্যভাবাপন্না নারী।

সুনীতির বিষয়ে আর কোনও প্রশ্ন না করিয়া রামদয়াল সুবোধের বিষয়ে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। কি অসুখ, কোন্ ডাক্তার দেখিতেছে, উপস্থিত অবস্থা কিরূপ, ইত্যাদি ইত্যাদি ; এবং তদুত্তরে সুবোধের বিষয়ে সকল কথা জ্ঞাত হইয়া বলিলেন, "আমারও মনে হয় সঙ্কটটা কেটে গেছে ; এখন ক্রমশ সুবোধ ভাল হয়ে উঠবেন।"

তাহার পর গাড়ি-ভাড়া মিটাইয়া দিয়া সুনীতি কর্তৃক নীত হইয়া রামদয়াল সুবোধের কক্ষে উপস্থিত হইলেন।

সমস্ত দিনই সুবোধ ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। এখনও তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসে নাই, কিন্তু ডাক্তাররা আশা করিয়া গিয়াছেন, ত্রিশ-চল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে জ্ঞান হইতে পারে। কয়েক দিনের নিরবসর কঠোর দুশ্চিন্তা ও ত্রাস হইতে কতকটা অব্যাহতি পাইয়া বিনোদ ও সুনীতি আজ অনেকটা সুস্থ বোধ করিতেছিল; এবং তদুপরি রামদয়াল ও তরুবালা দুইজনের আগমনে ও সাহচর্যে উভয়ের মনের অবস্থা অনেকটা প্রফুল্ল ছিল।

একজন রোগী এবং চারিজন পরিচর্যাকারী লইয়া সংসারটি একটি সুসম্বদ্ধ এবং সুপরিণত সংসারের মত গড়িয়া উঠিয়াছিল। বিভিন্ন সংসার হইতে বিভিন্ন হিসাবে মিলিত হইলেও অভিন্ন সুখ-দুঃখ এবং অভিন্ন আশা-আশঙ্কা ইহাদিগকে নিকট-আত্মীয়ের মত বাঁধিয়া দিয়াছিল। উৎসবের আনন্দে হয়ত সহজে হইত না; কিন্তু বিপদের দিনে বিনোদ যখন অন্তরাল হইতে তরুবালাকে প্রণাম করিয়া কহিল, "সুবোধ আমার ভাই, অতএব আপনি আমারও বউদি, আমাকে লজ্জা করবেন না," তখন অবগুণ্ঠন খাটো করিয়া তরুবালাকে বিনোদের সমক্ষে বাহির হইতেই হইল। অপর দিকে দুঃখ-ভাবনার বিরল অবসরগুলির মধ্যেই দেখিতে দেখিতে রামদয়াল ও সুনীতির মধ্যে এমন একটি সুমিষ্ট সরস সম্পর্ক গঠিত হইয়া উঠিল, যাহা কোনও নাতনী-ঠাকুরদাদার মধ্যে অশোভন হয় না।

ডাক্তারদের মুখে সুনীতির সেবা-শুশ্রূষা এবং বুদ্ধি-বিবেচনার অমিত প্রশংসা শুনিয়া এবং স্বচক্ষে তাহা দর্শন করিয়া রামদয়াল মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং আধুনিকতন্ত্রের বালিকা বলিয়া প্রভাতে তাহার প্রতি

একটু যে বৈরূপ্য আসিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে অপসৃত হইয়া তৎস্থলে একটি নিবিড় শ্রদ্ধা ও প্রশংসা প্রসূত হইয়াছিল।

বৈকালে ডাক্তাররা সুবোধকে দেখিয়া প্রস্থান করিবার পর রামদয়াল হাস্যমুখে কহিলেন, "তোমার হাতে সেবা পাবার ভরসা থাকলে রোগও লোভের বস্তু হয়ে দাঁড়ায় সুনীতি। একখানি পদ্মহস্ত যদি গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়, তা হ'লে পিঠে বেত পড়লেও খেদ থাকে না।"

রামদয়ালের কথা শুনিয়া সুনীতি আরক্ত হইয়া উঠিল।

তরুবালা হাসিয়া কহিল, "ঠাকুরদার কি ঠাকুরপোর ওপর হিংসা হচ্ছে?"

রামদয়াল কহিলেন, "তা যদি ভাই, সত্যি কথা বলতে হয় ত হিংসার চেয়ে দুঃখই বেশী হচ্ছে। এই প্রাণঢালা যত্নটা যদি সে চোখ মেলে দেখতে পেত, তা হ'লে চোখ দুটো জুড়িয়ে যেত।"

সুনীতির লজ্জা-পীড়িত মুখের দিকে একবার চাহিয়া তরুবালা কহিল, "কিন্তু যখন শুনবে, তখন কান দুটো জুড়িয়ে যাবে ত?"

রামদয়াল কহিলেন, "চোখে-কানে অনেক প্রভেদ ভাই। একটা হ'ল প্রত্যক্ষ, আর অন্যটা হ'ল পরোক্ষ। সেই জন্যে আইনে চোখের কাছে কানকে আমলই দেয় না। যা হোক, দুঃখের বড় বেশী কারণ নেই; কারণ, এখানে চোখ-কান ছাড়া আর একটা এমন অদ্ভুত ইন্দ্রিয় আছে, যার দ্বারা সুবোধ চোখে না দেখেও বেশী দেখবে, কানে না শুনেও বেশী শুনবে।"

তরুবালা হাস্যমুখে কহিল, "সেটা কি ঠাকুরদা?"

ব্রীড়াবনতা সুনীতির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া রামদয়াল সহাস্যে কহিলেন, "সেটা আর নাম ক'রে ব'লে কাজ নেই। তা হ'লে দিদিমণির গোলাপফুলের মত মুখখানি জবাফুলের মত লাল হয়ে যাবে।"

কিন্তু কথাটা খুলিয়া বলিলে বোধ হয় সুনীতির মুখ অতটা লাল হইত না, যতটা না বলাতে হইল। এবং যতই সে মনে মনে অনুভব করিতে লাগিল যে তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিতেছে, ততই তাহার মুখ অধিকতর লাল হইয়া উঠিতে লাগিল। আত্মগ্লানি, অনুশোচনা ও আতঙ্কে এ কয়দিন তাহার যে হৃদয়বৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া ছিল, সুবোধের উন্নতি এবং এই দুইজন নবাগতের রহস্য-পরিহাস তাহাকে পুনরায় টানিয়া বাহির করিতে লাগিল।

এইরূপ রঙ্গ-কৌতুক দিনের মধ্যে আরও কয়েকবার চলিল, এবং ক্রমশই সুনীতি ভিতরে ভিতরে উত্তরোত্তর অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল।

রাত্রি দশটার সময়ে রামদয়াল বলিলেন, "এখন আর ওষুধ-পত্র খাওয়ানো বিশেষ কিছুই বাকি রইল না ; শুধু একজন জেগে ব'সে নজর রাখা। আমি রাত চারটে পর্যন্ত বসলাম, তোমরা তিনজনেই শুয়ে পড়।"

তখন পরিচর্যাকারীগণের মধ্যে বাক্‌বিতণ্ডা পড়িয়া গেল। বিনোদ কহিল, "আপনি রাত জেগে এসেছেন। আজ রাতটা ঘুমুন, কাল থেকে অন্য রকম ব্যবস্থা করলেই হবে।"

তরুবালা সুনীতিকে কহিল, "তুমি দু রাত্রি চোখের পাতা বোজ নি ; তুমি আজ সমস্ত রাত ঘুমবে, আমি জাগব।"

সুনীতি কহিল, "ঘরে ব'সে রাত জাগা, আর ভয়ে ভাবনায় রেলগাড়িতে রাত জাগা—এ দুইয়ের মধ্যে অনেক তফাত। আমার রাত জাগলে কোন কষ্ট হবে না।"

রামদয়াল কিন্তু কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি বলিলেন, "তোমরা নিজ নিজ অধিকার নিয়ে কাল সকালে তর্ক ক'রো, এখন সকলেই শুতে যাও।" তাহার পর সুনীতিকে লক্ষ্য করিয়া

কহিলেন, "শুধু কি বাঁচাতেই জান ভাই, বাঁচতে জান না? তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমওগে, তোমার হারানিধিকে আমি আগলে ব'সে থাকব।"

রামদয়ালের রসিকতায় বিনোদ এবং তরুবালা হাসিতে লাগিল, এবং সুনীতির উঠিয়া পড়া ভিন্ন উপায়ান্তর রহিল না। বৃদ্ধের মুখ ক্রমশই যেমন শিথিল হইয়া আসিতেছিল, সুনীতির হৃদয় ক্রমশই তেমনই কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। এই অবাস্তর ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত পরিহাস সুনীতির নিকট অদৃষ্টের নিষ্ঠুর বিদ্রূপের মত মনে হইতেছিল। ইহাতে মধু ছিল না, কণ্টক ছিল; প্রভা ছিল না, প্রদাহ ছিল।

সুবোধের ঘরে বিনোদের শয্যা পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল; কিন্তু গৃহে স্থানাভাব ছিল না বলিয়াই পার্শ্বের ঘরে রামদয়াল বিনোদের শয্যা করাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, বিশ্রাম যদি লইতেই হয়, তবে রোগীর ঘরে আবদ্ধ থাকিয়া লইয়া কোন ফল নাই।

সুনীতি ও তরুবালা অপর এক কক্ষে এক শয্যায় গিয়া শয়ন করিল।

উৎকট চিন্তা হইতে মনটা উপস্থিত কিয়ৎপরিমাণে মুক্ত হইয়াছিল বলিয়া, এবং সুবোধের নিকট হইতে সরিয়া আসার জন্যও, তরুবালা এত-ক্ষণে পার্শ্ববর্তিনী সুনীতির প্রতি পরিপূর্ণ মনোযোগ দিবার অবসর পাইল। মন যে এতক্ষণ পড়ে নাই, সে কথা বলিলে ভুল বলা হয়; কারণ, প্রভাতে দ্বারদেশ হইতে সুনীতির মূর্তি দেখিয়াই তরুবালার চক্ষু বিমুগ্ধ হইয়াছিল। তাহার পর সমস্ত দিনে ক্রমশ ধীরে ধীরে সুনীতির পরিচয় পাইয়া সুনিবিড় ভাললাগা এবং ভালবাসায় তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিয়াছিল।

তরুবালার পার্শ্বে শয়ন করিয়া সুনীতি নিবিষ্ট মনে তাহার অদৃষ্ট চিন্তা করিতেছিল। একখানি স্নেহ-সকরুণ নারী-হৃদয় তাহারই জন্য

তাহারই পার্শ্বে কতখানি যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, সে সংবাদ সে কিছুই জানিত না।

"সুনীতি!"

সুনীতি তাহার সুগভীর চিন্তা হইতে চমকিত হইয়া বলিল, "কি বলুন!"

সুনীতির দিকে পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া তরুবালা বলিল, "এখানে এসে এত দুঃখ-ভাবনার মধ্যেও একটা কারণে ভারি আনন্দ পেয়েছি ভাই।"

"কি কারণে?"

"ঠাকুরপো কত বড় সৌভাগ্যবান তাই দেখে।"

ঘৃণায় ও লজ্জায় সুনীতির সমস্ত দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। বুঝিতে তাহার কিছুই বাকি ছিল না, তথাপি একেবারে চুপ করিয়া থাকা যায় না বলিয়া অগত্যা তাহাকে বলিতে হইল, "সৌভাগ্যবান কেন?"

"তুমি যদি তোমাকে দেখতে পেতে আর বুঝতে পারতে সুনীতি, তা হ'লে এ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করতে না।"

এবার সহসা সুনীতির মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল। তরুবালার প্রতি নহে, বিনোদের প্রতি নহে, তাহার নিজের প্রতিও নহে; এই যে এত দুঃখ-কষ্টের পরও যে অসত্য কপট ঘটনা ভাঙিয়াও বহিয়া চলিয়াছিল, দুঃস্বপ্নের মত কাটিয়াও কাটিতেছিল না, তাহার উপর। তাহার ইচ্ছা হইল, আর এক মুহূর্তও তাহাকে পরিত্রাণ না দিয়া সমূলে বিনষ্ট করে। তাই এ বিষয়ে আর অধিক কিছু বিচার-বিতর্ক না করিয়া ঈষৎ উত্তেজিতভাবে সুনীতি কহিল, "আপনিও যদি আমাকে ঠিক জানতেন, তা হ'লে এ কথা কখনও বলতেন না।"

বিস্মিত হইয়া তরুবালা কহিল, "আমি তোমাকে ঠিক জানি নে?"

"না।"

"কেন বল দেখি ?"

একবার মাত্র ক্ষণেকের জন্য চিন্তা করিয়া সুনীতি কহিল, "আপনি যে সুনীতিকে জানেন, আমি সে সুনীতি নই।"

সবিস্ময়ে তরুবালা অর্ধোত্থিত হইয়া কহিল, "সে কি ? তুমি বিনোদ-বাবুর শালী সুনীতি নও ?"

"হ্যাঁ, আমি বিনোদবাবুর শালী সুনীতি।"

"তবে ? তোমার সঙ্গেই ত ঠাকুরপোর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে ?"

এবার সুনীতির কণ্ঠ কাঁপিয়া গেল ; কহিল, "না, একেবারেই নয়। আমাকে তিনি এ পর্যন্ত দেখেন নি।"

বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া তরুবালা কহিল, "তুমি সব কথা খুলে বল। ঠাকুরপো যে আমাকে একখানা ফোটো পাঠিয়েছিল, সে কার ? সে কি তোমার অন্য কোনও বোনের ?" তরুবালার মনে পড়িল, ফোটোগ্রাফের সুনীতির সহিত এ সুনীতির সাদৃশ্য কিছুই নাই ; এবং সেই জন্যই সুনীতির কথার মধ্যে একটা কোন সত্য আছে বলিয়া তাহার মনে হইল। সমস্ত ব্যাপারটা তাহার নিকট দুর্ভেদ্য রহস্যের মত বোধ হইতে লাগিল।

সুনীতি কহিল, "সে আমার কোনও বোন নয় ; আমার ভাই যোগেশ, মেয়ের পোশাক-পরা।"

"তোমার ভাই যোগেশ ? সে কি ! আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি নে। তুমি আগাগোড়া সব কথা আমাকে বুঝিয়ে বল।"

তখন সুনীতি সংক্ষেপে সমস্ত ব্যাপারটা তরুবালার নিকট ব্যক্ত করিল ; চক্রান্তের মধ্যে তাহার দ্বারা যে অংশ অভিনীত হইয়াছিল, তাহা বলিল ; এমন কি, দুইখানা পত্রের গোলযোগে যে-প্রকারে চক্রান্তটা সুবোধ জানিতে পারিয়াছিল সে কথা, এবং জানিতে পারিয়া যে

চিঠি সুবোধ তাহাকে লিখিয়াছিল তাহার মর্ম কিছুই সে গোপন করিল না।

সমস্ত কাহিনী নিবিষ্ট মনে শুনিয়া তরুবালা নিঃশব্দে ক্ষণকাল পড়িয়া রহিল। একটা তীক্ষ্ণ বেদনা ও নৈরাশ্য তাহার হৃদয়কে সূচির মত বিদ্ধ করিতে লাগিল ; এবং তৎপরে ক্রমশ সমস্ত ঘটনার নিষ্ঠুরতা ও হৃদয়হীনতা স্মরণ করিয়া একটা সাপমান ক্রোধে তাহার চিত্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। তাহার সরল এবং ভাবুক দেবরের অসংশয়ী বিশ্বাসের সুযোগ গ্রহণ করিয়া যাহারা দল বাঁধিয়া এমন নির্দয় বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, তাহাদের প্রতি তরুবালার মন বিদ্বেষে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এমন কি যে-সুনীতি পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ দিবানিশি প্রাণপাত করিতেছে—তাহাকেও সে ক্ষমা করিতে পারিল না। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সে বলিল, "তাই বুঝি নরহত্যার ভয়ে এত সেবা করতে এসেছ? এখন বুঝলাম কেন এত দরদ!"

ক্রোধ মানুষকে অন্ধ করে—ইহা বহুকাল-বিদিত সত্য। সহজ অবস্থায় অতি স্থূল দৃষ্টিতেও যে বস্তু দেখা যায়, ক্রুদ্ধ হইলে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। তাই, যে বস্তু সুনীতিকে লজ্জা-সঙ্কোচের দৃঢ় শিকড় হইতে উৎপাটিত করিয়া সুবোধের রোগশয্যায় লইয়া আসিয়াছিল, তাহার স্বর্ণকান্তি না দেখিয়া তরুবালা তৎস্থলে নরহত্যার ভয়ের মসী দেখিল।

সুনীতি কিন্তু তরুবালার এই ভ্রান্তি ও তিরস্কারের উত্তরে কিছুই বলিল না। যেটুকু বলিবার তাহা সে বলিয়াছিল, অপরাধ-ক্ষালনের কোনও প্রবৃত্তি তাহার মনের মধ্যে ছিল না। সে নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল।

তাহাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া তরুবালার ক্রোধ আরও বাড়িয়া গেল। কহিল, "যথেষ্ট উপকার তোমরা করেছ, আর দরকার নেই।

কাল সকালেই দুজনে বাড়ি যাও। আমাদের বিপদ, আমরা পারি সামলাব, না পারি কপালে যা থাকে তাই হবে।"

এ কথার উত্তরেও সুনীতি কোন কথা কহিল না। কিন্তু অস্ফুট শব্দ শুনিয়া সহসা সন্দিগ্ধ হইয়া তরুবালা সুনীতির মুখে হাত বুলাইয়া দেখিল, অশ্রুপ্লাবনে তাহা একেবারে ভাসিয়া গিয়াছে।

"কাঁদছ সুনীতি ?"

অপ্রতিভ হইয়া সুনীতি তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মার্জনা করিল; কিন্তু তাহাতে অশ্রুপ্রবাহ একটুও রোধ মানিল না, বরং আরও বেগে প্রবাহিত হইল। ভিতরে উৎসের মুখ ছুটিয়া গিয়াছে, বাহিরের বস্ত্র দিয়া রোধ করিলে তাহা কি প্রকারে নিবারিত হইবে ?

অশ্রু দেখিয়া তরুবালার অন্তঃকরণ একেবারে গলিয়া গেল। ক্রোধকে নির্বাপিত করিয়া করুণা ও অনুশোচনা সহস্রধারায় নামিয়া আসিল। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা সত্যের আলোকে তাহার নিকট প্রকট হইয়া উঠিল। মুখের বাক্যে যাহা হয়ত প্রতিষ্ঠিত হইত না, চোখের জল অবলীলাক্রমে তাহাকে প্রাঞ্জল করিয়া দিল।

দুই বাহু দিয়া সুনীতিকে বক্ষের মধ্যে টানিয়া লইয়া তরুবালা কহিল, "বুঝেছি। শুধু মার নি, মরেওছ !"

তাহার পর সুনীতির ললাট হইতে কেশগুচ্ছ সরাইয়া দিতে দিতে তরুবালা কহিল, "আমার আর কোন দুঃখ নেই সুনীতি। ঠাকুরপোর ওপর যদি তোমার ভালবাসা থাকে তা হ'লে তোমার ওপর আমার ভালবাসার কোন অভাব হবে না। আমি তোমাকে অনেক শক্ত কথা বলেছি,—আমাকে তুমি ক্ষমা ক'রো ভাই।"

এবার সুনীতি কথা কহিল, বলিল, "আপনি অন্যায় কথা কিছুই বলেন নি ; আমি যে অপরাধ করেছি তার ক্ষমা নেই।"

সুনীতিকে আর একটু চাপিয়া ধরিয়া তরুবালা কহিল, "তার ক্ষমা তখন হবে, যখন ঠাকুপোর গলায় তুমি মালা পরিয়ে দেবে। আমাকে ভারি ভয় দেখিয়েছিলে সুনীতি। সমস্ত দিন ধ'রে তোমাকে নিয়ে কত সুখের কল্পনা গড়েছিলাম, তুমি তার মধ্যে এমন একটা গণ্ডগোল বাধিয়ে দিয়েছিলে! যা হোক শেষরক্ষা যখন হয়েছে, আর কোন দুঃখ নেই।"

তাহার পর এই দুই নারীর মধ্যে বহুক্ষণ ধরিয়া কখনও অশ্রু এবং কখনও বাক্য-বিনিময় চলিল। তাহার পর বহুক্ষণ ধরিয়া, অপরে নিদ্রা গিয়াছে মনে করিয়া উভয়েই নিঃশব্দে জাগিয়া রহিল। এবং তৎপরে তরুবালা যখন অবশেষে নিদ্রাভিভূত হইল, তখন রাত্রি তিনটা বাজিয়া গিয়াছে। আরও ক্ষণকাল নীরবে পড়িয়া থাকিয়া এবং দুই-একবার অল্পক্ষণের জন্য তন্দ্রাভিভূত হইয়া স্বপ্ন দেখিয়া সুনীতি শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিল। চারিটা বাজিতে তখনও বিলম্ব ছিল।

একটা বালাপোশে সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া সুবোধের শয্যাপার্শ্বে চেয়ারে বসিয়া রামদয়াল একখানি পকেট-গীতা পাঠ করিতেছিলেন, এমন সময়ে কক্ষের দ্বার খুলিয়া সুনীতি প্রবেশ করিল। রামদয়াল দ্বাদশ অধ্যায়ের শেষে উপস্থিত হইয়াছিলেন; সঙ্কেতে সুনীতিকে পার্শ্ববর্তী চেয়ারে উপবেশন করিতে বলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন—

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥
যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥

অধ্যায় সমাপ্ত করিয়া রামদয়াল গীতাখানি ভক্তিভরে মস্তক দ্বারা স্পর্শ করিয়া পকেটে রাখিলেন। তাহার পর সুনীতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "কি সুন্দর, সুনীতি! জগতের সমস্ত পুস্তকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুস্তক গীতা। ভগবানের প্রিয় হওয়া বড় সহজ নয় ভাই। সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ। বড় কঠিন কথা। শত্রু মিত্র, মান অপমান, শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ সমান করতে হবে।"

মৃদু হাসিয়া সুনীতি কহিল, "অন্ততঃ একটা বিষয় ত দাদামশাই আপনি সমান ক'রে এনেছেন।"

স্মিতমুখে রামদয়াল কহিলেন, "কি বিষয় বল ত ভাই?"

সুনীতি হাসিয়া কহিল, "এত শীতে খালি গায়ে শুধু একটা পাতলা

বালাপোশ গায়ে দিয়ে রয়েছেন। ওটুকু ফেলে দিতে পারলেই আপনার কাছে শীতোষ্ণ সমান হয়ে যায়।"

সুনীতির কথা শুনিয়া রামদয়াল হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; কহিলেন, "ঐটুকু ফেলে দেওয়াই ভারি কঠিন কথা ভাই, সব কিছুরই আমাদের একটুখানি ক'রে লেগে থাকে। শীতকালে বুড়োমানুষের পক্ষে ভগবানের প্রিয় হওয়া বড় শক্ত ব্যাপার। কিন্তু সে যা হোক, তুমিও যে দেখছি নিদ্রা-জাগরণ সমান ক'রে তুললে! এর দ্বারা রোগীর প্রিয়া হবে নিশ্চয়; কিন্তু প্রাণটা দেহে টেঁকে থাকলে তবে ত?"

রামদয়ালের পরিহাস ও তিরস্কারে সুনীতি লজ্জিত হইল। কিন্তু এই সদ্য-অধীতগীতা সৌম্যকান্তি ব্রাহ্মণের মুখনিঃসৃত "রোগীর প্রিয়া হবে নিশ্চয়"—এই কয়েকটি কথা আশীর্বচনের মত হইয়া তাহার শরীর রোমাঞ্চিত করিয়া তুলিল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সে কহিল, "রাত্রি চারটে বেজে গিয়েছে দাদামশাই, এখনও যদি শুতে দেরি করেন ত আপনারই নিদ্রা জাগরণের সমান হবে। আপনি উঠুন, আমি বসছি।"

রামদয়াল সহাস্যমুখে কহিলেন, "ছেলেবেলায় পড়েছিলাম সুনীতি, দুরাত্মার ছলের অসদ্ভাব হয় না। এখন দেখছি কথাটা ঠিক। তুমি আমাকে ওঠাবেই, তা যে ছলেই হোক না। চললাম ভাই, তুমি তোমার রোগী আর ওষুধপত্র, খাতাকাগজ বুঝে নাও।"

তাহার পর উঠিয়া সুবোধের নাড়ী পরীক্ষা করিয়া রামদয়াল কহিলেন, "নাড়ীটা যে রকম ভাল হয়েছে, আশ্চর্য নয়, আজ ভোরেই সম্ভবত রোগী আর সেবিকার শুভদৃষ্টি হবে।"

সুনীতির মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল, প্রদীপের স্তিমিত আলোকেও তাহা রামদয়ালের দৃষ্টিগোচর হইল। রামদয়াল মুগ্ধ হইয়া কহিলেন, "বুড়ো মানুষের রঙ্গ-পরিহাসে হয়ত বিরক্ত হও দিদি, কিন্তু ভারি লোভ

হয় তাই। গৌরীর মত চেহারাখানি, রাধিকার মত হৃদয়, দেখলেই মনে হয় মুখখানি লাল ক'রে দিই।"

তাহার পর সুনীতির আরক্ত মুখের প্রতি চাহিয়া হাসিতে হাসিতে রামদয়াল কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন।

সুনীতি বসিয়া খানিকক্ষণ একমনে রামদয়ালের পরিহাস-কৌতুকের কথা আলোচনা করিতে লাগিল। কি মিষ্ট, কি সুন্দর! বিনোদও সুবোধকে লইয়া এমনি পরিহাস করিত, কিন্তু উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য! একটা মিথ্যার জ্ঞানে অসার এবং অসরস, অপরটা বিশ্বাসের আশ্বাসে মধুর এবং তৃপ্তিকর। বিনোদ করিত ব্যঙ্গ, রামদয়াল করেন কৌতুক,—উভয়ই অলীক; কিন্তু একটাতে কাঁটার জ্বলুনি বেশী, অপরটায় মধুর মিষ্টত্ব অধিক।

রামদয়ালের পরিত্যক্ত আসনে বসিয়া সুনীতি বহুক্ষণ ধরিয়া নানা-প্রকার চিন্তা করিতে লাগিল। তাহারই দিকে পাশ ফিরিয়া সুবোধ নিদ্রিত ছিল। তাহার মুখে এমন একটা সুস্থ শান্ত ভাব পরিস্ফুট হইয়াছিল যে, মনে হইতেছিল অবিলম্বেই সে জাগ্রত হইবে।

অনাসক্ত শূন্যনেত্রে সুনীতি সুবোধের নিদ্রিত মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। ডাক্তাররা বলিয়াছেন, সঙ্কট কাটিয়া গিয়াছে, দুর্বলতা আর একটু কমিলেই জ্ঞান হইবে। রামদয়াল নাড়ী দেখিয়া বলিয়াছেন, নাড়ী প্রায় সহজ হইয়া আসিয়াছে। মুখ দেখিয়া মনে হইতেছে মস্তিষ্কের মধ্যে চৈতন্য পুনরুদ্দীপ্ত হইতেছে। সুনীতি মনে মনে বুঝিল, দুরন্ত বিপদের অবসান হইয়া আসিয়াছে, দুস্তর সাগরের দিক্‌প্রান্তে কূল দেখা দিয়াছে। ইহা যে আনন্দের কথা, হিসাবমত তাহাতে কোনও মতভেদ ছিল না। কিন্তু তথাপি কোন্ দিক হইতে যে সুনীতির মনে একটা সূক্ষ্ম নৈরাশ্য ও বেদনা জাগিয়া উঠিল, তাহা সে কোন প্রকারেই নির্ণয়

করিতে পারিল না। ইহার মূল যে কোথায় নিহিত ছিল,—আশু কর্তব্য-নিঃশেষের মধ্যে, অথবা ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার ভিতর, অথবা আরও গুপ্ততর কোনও প্রদেশে, তাহা সুনীতির নিকট রহস্যের মত দুর্বোধ্য মনে হইতে লাগিল।

পূর্বগগনে অন্ধকার তরল হইয়া আসিয়াছিল। রাজপথে তখনও লোকচলাচল আরম্ভ হয় নাই। কলিকাতার বিরল বৃক্ষগুলির ভিতর নিদ্রাতুর বিহঙ্গের কলকণ্ঠস্বর সবেমাত্র জাগিয়া উঠিতেছে। সুনীতির ক্লান্ত চক্ষু অজ্ঞাতসারে মুদিয়া আসিল।

কিন্তু কিয়ৎকাল পরে চকিত হইয়া সে চাহিয়া দেখিল, স্থির অপলক দৃষ্টিতে সুবোধ তাহার দিকে চাহিয়া আছে। এ যে পূর্বের মত বিকারের চাহনি নহে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না; দেখিয়াই বুঝা গেল যে, ইহা জ্ঞান ও বুদ্ধি-যুক্ত জাগ্রত সপ্রতিভ দৃষ্টি।

সহসা সুবোধের দৃষ্টিপথে পড়িয়া প্রথমটা সুনীতি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। তাহার পর তাড়াতাড়ি নিজের মুখ পশ্চাৎ দিকে হেলাইয়া লইয়া সুবোধের মাথার দিকে ধীরে ধীরে সরিয়া গেল। সরিয়া যাইবার সময়ে সুনীতি দেখিল, সুবোধের চক্ষু কিয়দ্দূর পর্যন্ত তাহাকে অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু অবসাদ ও দুর্বলতার জন্য শেষ পর্যন্ত পারিয়া উঠিল না।

লজ্জা অভিমান বুদ্ধি বিবেচনা বা অপর কোন্ হৃদয়বৃত্তির অনুশাসনে সুনীতি সুবোধের দৃষ্টিপথ হইতে সরিয়া গেল তাহা সে নিজেই জানিল না; কারণ, সরিবার পূর্বে বিচার-বিতর্কের কোন সময়ই ছিল না। চক্ষুর সম্মুখে সহসা কোন আঘাত উপস্থিত হইলে চক্ষুর পাতা যেমন কোন প্রকার বিচার-বিবেচনা না করিয়াই বুজিয়া যায়, এও ঠিক তেমনি। সরিয়া গিয়া কিন্তু সে অন্তরালেই রহিল, আর সম্মুখে আসিল না। তখন

তাহার মনের মধ্যে লজ্জা, অভিমান, বুদ্ধি, বিবেচনা, সকলই একযোগে অধিকার বিস্তার করিয়া বসিয়াছে।

ক্ষণকাল সুবোধকে একাগ্র চিত্তে লক্ষ্য করিয়া সুনীতি ক্ষিপ্রপদে তরুবালার কক্ষে উপনীত হইল। তরুবালা নিদ্রিত ছিল। সুনীতি তাহার গাত্র নাড়িয়া নিদ্রাভঙ্গ করিল।

চক্ষু উন্মীলিত করিয়া তরুবালা কহিল, "কি ?"

"জ্ঞান হয়েছে।"

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া তরুবালা কহিল, "কতক্ষণ ?"

"এখনি।"

"কোন কথা কয়েছে ?"

"না।"

আর কোনও প্রশ্ন না করিয়া তরুবালা সুবোধের কক্ষের উদ্দেশে ছুটিল; সুনীতি তাহার অনুসরণ করিল।

সুবোধ তখন কক্ষের চতুর্দিকে চাহিয়া নষ্ট স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। তরুবালা তাহার সম্মুখে চেয়ারে আসিয়া বসায় সুবোধ একদৃষ্টিতে তাহাকেই দেখিতে লাগিল।

ক্ষণকাল নীরবে চাহিয়া থাকিয়া তরুবালা কহিল, "আমাকে চিনতে পারছ ?"

সুবোধ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, পারিতেছে।

"বল দেখি কে ?"

ক্ষীণকণ্ঠে সুবোধ কহিল, "বউদিদি।"

তরুবালার দুই চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসিল। মুখ ফিরাইয়া দুই চক্ষু ভাল করিয়া মার্জিত করিয়া লইয়া তরুবালা পুনরায় সুবোধের দিকে চাহিয়া বসিল।

"বড় তেষ্টা বউদিদি, একটু জল।"

ব্যস্ত হইয়া তরুবালা সুনীতির দিকে চাহিয়া কহিল, "শিগগির একটু জল দাও সুনী—" কিন্তু সুনীতির অধরে তর্জনী অর্পিত দেখিয়া তরুবালা থামিয়া গেল, সুনীতির নামোচ্চারণ করিল না; বুঝিল, নামোল্লেখের দ্বারা তাহার যথার্থ পরিচয় প্রকাশ করিতে সুনীতি নিষেধ করিতেছে, এবং কেন নিষেধ করিতেছে তাহা বুঝিতেও বিলম্ব হইল না।

তখন তরুবালা উঠিয়া ফিডিং-কাপে জল লইয়া সুবোধকে পান করাইল।

জল পান করিয়া সুবোধ বলিল, "আমি এ কোথায় রয়েছি বউদি?"

"তোমার মেসে।"

সবিস্ময়ে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সুবোধ ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল, "তবে তুমি কেন এখানে?"

"তোমার অসুখ হয়েছিল, তাই এসেছি।"

"আর কে আছেন? দাদা আছেন?"

"না, তিনি ছুটি পান নি, তাই রামদয়ালদাদাকে সঙ্গে নিয়ে আমি এসেছি।"

ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিয়া সুবোধ কহিল, "আচ্ছা বউদি, এখানে একজন স্ত্রীলোক ব'সে ছিলেন, তিনি কে?"

সুবোধের প্রশ্নে বিমূঢ় হইয়া তরুবালা সুনীতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল যে, সুনীতির মুখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, "তোমার অসুখে সেবা করবার জন্যে তিনি এসেছেন।"

একটু বিস্ময়ের সহিত সুবোধ কহিল, "সেবা করতে এসেছেন? নার্স বুঝি?"

পুনরায় তরুবালা সুনীতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। এবার কিন্তু সুনীতির মুখ একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আপাতত সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইবার উদ্দেশ্যে তরুবালা বলিল, "হ্যাঁ, নার্স।" তাহার পর প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিবার জন্য বলিল, "তোমার বন্ধু বিনোদবাবুও এখানে আছেন ঠাকুরপো। তাঁকে পাঠিয়ে দেব?"

"বিনোদবাবু?" বলিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সুবোধ কি ভাবিল। তাহার পরে দৃঢ়স্বরে কহিল, "মনে পড়েছে। না, তাকে ডাকতে হবে না।"

এ যে কি মনে পড়িল, তাহা তরুবালা এবং সুনীতি উভয়েই বিনোদকে ডাকিবার নিষেধ হইতেই নিঃসন্দেহে বুঝিল। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সুবোধের মন হইতে বিনোদের প্রতি ক্রোধ ও বিদ্বেষ অপনোদন করিবার উদ্দেশ্যে তরুবালা কহিল, "বিনোদবাবুদের সেবাযত্নেই তুমি সেরে উঠেছ ঠাকুরপো।"

"তা হোক।" বলিয়া সুবোধ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল।

ঘটনাচক্রে পুনরায় সুবোধের নিকট নার্সরূপে মিথ্যা পরিচয়ে পরিচিত হইয়া সুনীতি হৃদয়ের মধ্যে সুতীব্র অপমান ও বেদনা বোধ করিতেছিল। অনিচ্ছা স্বত্বেও যে মিথ্যা অভিনয়ের মধ্যে জড়িত হইয়া সে একটা জীবন-মৃত্যুর সঙ্কট সৃষ্টি করিয়াছিল, বহু দুঃখে ও লাঞ্ছনায় তাহা হইতে উদ্ধার পাইয়াই আবার একটা নূতন ছলনার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ঘৃণা ও ধিক্কারে তাহার অন্তঃকরণ ভরিয়া গেল। অথচ উপায়ান্তরও ছিল না। সুবোধের নিকট তাহার নামোল্লেখ করিতে সে-ই সঙ্কেতে তরুবালাকে নিষেধ করিয়াছিল; এবং তার নিষেধের অর্থ এবং সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া সুবোধের প্রশ্নের উত্তরে তরুবালা তাহার যে মিথ্যা পরিচয় দিতে বাধ্য হইয়াছিল, অবস্থাবিচারে বোধ হয় তাহা ভিন্ন আর কিছুই করা যাইতে পারিত না। মনে মনে সুনীতির সঙ্কল্প ছিল যে, সুবোধের চৈতন্যলাভের পর সে আর তাহার সমক্ষে বাহির হইবে না এবং গৃহে ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু দৈবের অভিরুচি এবং তাহার অনবধানতা এই উভয়ের সংযোগে তাহা না ঘটিয়া বিপরীতই ঘটিল। তাই অনুতপ্ত কণ্ঠে তরুবালা যখন বলিল, "কিন্তু আমার ত কোন দোষ নেই ভাই," তখন তাহাকে বলিতেই হইল, "না, আপনার কোন দোষ নেই।"

স্থির হইল যে, সুবোধের এই অতি দুর্বল অবস্থায় উত্তেজনা হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহার নিকট যেমন সুনীতির যথার্থ পরিচয় গোপন করিতে হইয়াছে, ঠিক তদুদ্দেশ্যেই যতক্ষণ না সুবোধ যথেষ্ট বল ও সামর্থ্য পাইতেছে ততক্ষণ বিনোদকে তাহার সমক্ষে আসিতে দেওয়া হইবে না।

স্মিতমুখে তরুবালা কহিল, "সেবার যোগেশের নাম সুনীতি রাখা হয়েছিল, এবার কি সুনীতির নাম যোগিনী রাখা হবে ?"

এ কথার কোন উত্তর না দিয়া সুনীতি নীরব রহিল। তরুবালা হাসিয়া কহিল, "না না, এবার ঠাকুরপোর দেওয়া নামেই তোমাকে লুকিয়ে রাখতে হবে সুনীতি। যতদিন তোমার যথার্থ পরিচয় না দেওয়া যাচ্ছে, ততদিন তোমাকে নীরজা ব'লে ডাকা হবে।" সুনীতির নীরজা নামকরণের কথা তরুবালা গল্পচ্ছলে সুনীতির নিকট শুনিয়াছিল।

রামদয়ালের নিকট তরুবালা সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল, এবং কথা হইল নিদ্রা ভাঙিলে বিনোদকে সুনীতি সমস্ত কথা বুঝাইয়া বলিবে।

বিনোদ কখন জাগ্রত হয়, তদ্বিষয়ে সুনীতি তাহার কাজকর্মের মধ্যে সর্বদা মনোযোগ রাখিয়াছিল। বিনোদের নিদ্রাভঙ্গ হইতেই সে তাহার নিকট উপস্থিত হইল। তখন আলোকে এবং কোলাহলে কলিকাতা শহর ভরিয়া গিয়াছে। সুনীতির হৃদয়ের মধ্যেও বাহিরের কুয়াশা-ম্লান অনুদ্দীপ্ত আলোকের মত একটা বেদনা-পীড়িত অলস আনন্দ অনুচ্ছ্বসিত ভাবে বিরাজ করিতেছিল। সুনীতিকে আসিতে দেখিয়া বিনোদ কহিল, "কি খবর সুনীতি ?"

সুনীতি কহিল, "সুবোধবাবুর জ্ঞান হয়েছে।"

সাগ্রহ আনন্দে বিনোদ কহিল, "কথাবার্তা কইছে ?"

"হ্যাঁ, কইছেন।"

গাত্রোত্থান করিয়া বিনোদ কহিল, "চল, দেখিগে।"

সুনীতি কহিল, "আমার মনে হয়, এখন কয়েকদিন আপনাদের সাক্ষাৎ না হওয়াই উচিত।"

সবিস্ময়ে বিনোদ কহিল, "কেন বল দেখি ?"

তখন নতনেত্রে মৃদুকণ্ঠে স্থনীতি সমস্ত কাহিনী খুলিয়া বলিল ;—পত্র-বিভ্রাট, তরুবালার সহিত তাহার কথোপকথন, স্থবোধের তাকে দৈবাৎ দেখিয়া ফেলা, তরুবালা কর্তৃক স্থবোধের নিকট তাহার নার্স বলিয়া পরিচয় প্রদান—কিছুই বলিতে বাকি রাখিল না। বলিল না শুধু বিনোদের নামোল্লেখে স্থবোধের বৈরূপ্য এবং বিরক্তির কথা।

বিনোদ কহিল, "রামদয়ালবাবু সব কথা শুনেছেন ?"

"হ্যাঁ, ওঁকেও মোটামুটি অনেক কথা জানানো হয়েছে।"

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বিনোদ বলিল, "স্থবোধের সঙ্গে যে একটা চিঠির গোলযোগ হয়েছে, তা আমি কাল তোমার মেজদিদির চিঠি পেয়ে বুঝতে পেরেছি। সে লিখেছে, কোন্ এক স্থবোধকে লেখা তোমার চিঠি তার খামের মধ্যে তার কাছে উপস্থিত হয়েছে। তখনই আমি বুঝেছিলাম যে, তোমার মেজদিদির চিঠিও স্থবোধের কাছে হাজির হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে যে এ সব কথা লেখা ছিল, তা মনে করি নি।"

উভয়েই কিছুক্ষণ নির্বাক হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার পর স্থনীতি মুখ তুলিয়া চাহিয়া কহিল, "আপনার কি সে জন্যে দুঃখ কিংবা রাগ হচ্ছে মেজ জামাইবাবু ?"

একটা নিবিড় চিন্তা-স্বপ্ন হইতে যেন চমকিত হইয়া জাগিয়া উঠিয়া সকরুণ মুখে বিনোদ কহিল, "একটুও না স্থনীতি, একটুও না ভাই। আমি কি ভাবছিলাম শুনবে ? আমি ভাবছিলাম, কেমন অদ্ভুত ভাবে আমাদের চালানো মিথ্যা ছলনাটুকু একটি স্থন্দর শুভ সত্যে পরিণত হয়ে আসছে। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের সংগ্রহ করা ধূলা-কাদার মাল-মসলা নিয়ে বিধাতাপুরুষ নিজে গড়তে আরম্ভ করেছেন। আমি মনে করছিলাম, স্থবোধের পুনর্জীবনের সঙ্গে ব্যাপারটাকে একেবারে খাড়া সত্যের উপর দাঁড় করিয়ে দোব। কিন্তু এখন দেখছি,

ব্যাপারটা আমাদের ওপর আর নির্ভর করছে না,—নিয়তি তোমাকে দিয়ে ইতিমধ্যেই তার প্রথম পত্তন করিয়ে নিয়েছে।"

আরক্ত মুখে সুনীতি তাহার অঞ্চলের প্রান্তভাগটা ধীরে ধীরে বাম হস্তের তর্জনীতে জড়াইতে লাগিল। তাহার মুখ দিয়া কোনও কথা বাহির হইল না।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বিনোদ কহিল, "বিধাতার কৌশল কেমন বিচিত্র দেখ সুনীতি। একটা মিথ্যা অভিনয় অনর্থ-পাতের সম্ভাবনা ক'রে তুলছে, এইটে জানাবার জন্যে তুমি তোমার মেজদিদিকে চিঠি লিখেছিলে। কিন্তু আসলে কি হ'ল, সেটা একবার ভেবে দেখ। সেই সুবোধকে লেখা মিথ্যা কল্পিত চিঠি ভুলক্রমে তোমার মেজদিদির হাতে গিয়ে—তুমি লজ্জা ক'রো না সুনীতি—তাকে একটা খাঁটি সত্য জানিয়ে দিলে। দুটো ভুল সমস্ত ব্যাপারটাকে একেবারে নির্ভুল ক'রে ফেললে। সে আমাকে লিখেছে কি জান? সে লিখেছে, তোমার ছোট শালীটি একটি কোন্ সুবোধের প্রেমে মগ্ন, তুমি তাদের মিলনের ব্যবস্থা কর। ভাবছিলাম, সুবোধ সেরে উঠলেই, তোমার মেজদিদির অনুরোধ পালন করতে আরম্ভ করব; কিন্তু এখন দেখছি, আমার জন্যে ব্যবস্থা অপেক্ষা ক'রে নেই,—যাঁর ব্যবস্থা, তিনিই তা আরম্ভ করেছেন।"

তাহার পর আরক্ত-মুখ নতনেত্র সুনীতির প্রতি চাহিয়া বিনোদ কহিল, "আমি তোমাকে লজ্জা দেবার জন্যে বা পরিহাস করবার জন্যে এ সব বলছি নে সুনীতি। এই ঘর-ভরা আলোর মত যে আনন্দ আজ আমার মনের মধ্যে ভ'রে উঠেছে, আমি তারই আভাস তোমাকে দিচ্ছি। আমি তোমার বড় ভাইয়ের মত; আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি ভাই,—শতবার যে পুরস্কারের তুমি যোগ্য, ভগবান নিজের হাতে যেন সে পুরস্কার তোমাকে দেন।" তাহার পর এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া

কহিল, "তুমি ঠিক বলেছ—যতদিন না সুবোধ সম্পূর্ণ বল পাচ্ছে, আমার তার সামনে বার হওয়া ঠিক হবে না।" বলিয়া বিনোদ কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

পূর্বে সুবোধের প্রসঙ্গে বিনোদ যখনই পরিহাস করিয়াছে, সুনীতি তাহার যথোপযুক্ত উত্তর দিয়াছে। আজ কিন্তু যখন সেই কথা সত্যের পরিচ্ছদে ভিন্ন আকারে আসিয়া দেখা দিল, তখন সুনীতি একেবারে মূক হইয়া রহিল; এমন কি, মৌন থাকিয়া সমস্তটা নির্বিবাদে স্বীকার করিয়া লওয়ার লজ্জা হইতে পরিত্রাণের জন্যও তাহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না।

কিছুক্ষণ চকিত হৃদয়ে নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকিয়া সুনীতি তরু-বালার নিকট উপস্থিত হইয়া গৃহে যাইবার জন্য বিদায় প্রার্থনা করিল।

কর্তব্য নিঃশেষের পর আর এক দণ্ডও মেসে অবস্থান করিতে তাহার আত্মমর্যাদার সূক্ষ্ম নিষ্ঠায় বাধিতেছিল। অতি প্রয়োজনে যথায় সে সগৌরবে নিজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, নিষ্প্রয়োজনে তথায় মুহূর্তের জন্যও উমেদারি করিতে প্রবৃত্তি হইতেছিল না।

উৎকণ্ঠিত মুখে তরুবালা কহিল, "সে কি! আজ তোমার যাওয়া হতেই পারে না সুনীতি। তুমি কি ভেবেছ, ঠাকুরপো একেবারে সেরে গেছে?"

মৃদুস্মিতমুখে সুনীতি কহিল, "না, একেবারে সেরে যান নি। কিন্তু এখন যখন জ্ঞান হয়েছে, আর আপনারা রয়েছেন, তখন আমি গেলে কোনও ক্ষতি হবে না।"

গত রাত্রের কথাবার্তা তরুবালার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল; বলিল, "কাল রাত্রে চ'লে যেতে বলেছিলাম, সেই অভিমান কি এখনও মনে রয়েছে সুনীতি?"

সুনীতির হাস্য-প্রফুল্ল মুখ নিমেষের মধ্যে পাংশু হইয়া গেল; বেদনাপূর্ণ নেত্রে সে কহিল, "আমি কি পশু, দিদি, যে, তারপর যত কথা বললে সব এরই মধ্যে ভুলে যাব ?"

তরুবালাকে 'দিদি' এবং 'তুমি' বলিয়া সুনীতি এই প্রথম সম্বোধন করিল। তরুবালার হৃদয়ে সহসা যে উদ্বেগ ও সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল সে তাহাকে এই সুব্যক্ত হৃদ্যতার প্রমাণ-প্রয়োগে একেবারে ছেদন করিল।

সুনীতির সঙ্গ হইতে এত শীঘ্র বঞ্চিত হইতে তরুবালা বেদনা বোধ করিতেছিল; অন্তত আরও দুই-তিন দিন থাকিবার জন্য সুনীতিকে সে বিশেষরূপে অনুরোধ করিল।

সকাতরে মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে সুনীতি কহিল, "না দিদি, আর মানা ক'রো না; তোমার কথা বার বার অমান্য করলে অপরাধ হবে। কিন্তু কলকাতা থেকে যাবার আগে দয়া ক'রে একবার আমাদের বাড়ি পায়ের ধূলো দিয়ো।"

সস্নেহে দক্ষিণ হস্তে সুনীতিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া তরুবালা বলিল, "শুধু আমার পায়ের ধূলো চাও সুনীতি ? আর কারও নয় ? শুধু আমি গেলেই সুখী হবে ? না, সঙ্গে ক'রে আর কাউকে নিয়ে যাব ?"

তরুবালার পরিহাস-বাক্যে সুনীতির গণ্ডদ্বয় আরক্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না।

বাহুবেষ্টনের মধ্যে সুনীতিকে একটু দৃঢ়ভাবে চাপিয়া ধরিয়া তরুবালা স্নেহভরে কহিল, "যদি একান্তই যাবে সুনীতি, যাবার আগে একটা কথা ব'লে যাও ভাই।"

মুখ না তুলিয়া মৃদুস্বরে সুনীতি কহিল, "কি কথা ?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া স্মিতমুখে তরুবালা কহিল, "তোমার সঙ্গে ঠাকুরপোর বিয়ের দিন স্থির ক'রে তবে আমি কলকাতা থেকে যেতে চাই।

সে বিষয়ে যাঁদের মত করানো দরকার, সবই আমি করাব; শুধু তুমি আমাকে ব'লে যাও যে, তোমার এ বিষয়ে অমত নেই।"

অল্প পরিচয়েই তরুবালা এই তেজস্বিনী মেয়েটির কিছু পরিচয় পাইয়াছিল। তাই সে মনে করিল যে, এ বিষয়ে তাহার সম্মতি জানিয়া রাখা ভাল। কিন্তু ফলে বিপরীত ঘটিল। মত করানোর কথায় সুনীতি বুঝিল, তরুবালা সুবোধের মত করানোর কথা বলিতেছে। তাই তাহার স্বভাবের দুইটি যমজ বৃত্তি, অভিমান ও আত্মমর্যাদা-জ্ঞান, একেবারে উগ্র হইয়া জাগিয়া উঠিল। দৃঢ়কণ্ঠে সে বলিল, "না দিদি, এ বিষয় নিয়ে সুবোধবাবুকে কোন রকম অনুরোধ বা পীড়াপীড়ি ক'রো না। তাঁর প্রতি আমরা যথেষ্ট অত্যাচার করেছি,—তিনি ভাল হয়ে উঠেছেন তাই যথেষ্ট, তা নিয়ে তাঁর প্রতি আর বেশী উৎপীড়ন করা উচিত নয়।"

সুনীতিকে বাহু-বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়া তরুবালা কহিল, "আমি কি ঠাকুরপোর মত করবার কথা বলছি সুনীতি? আমি তোমার বাপ-মার মত করাবার কথা বলছিলাম। সব কথা শোনবার পরও যদি ঠাকুরপোর মত করাবার দরকার হয়, তা হ'লে ঠাকুরপোর সঙ্গে তোমার বিয়ে না হওয়াই উচিত হবে। কিন্তু এ আমি বেশ জানি সুনীতি, তোমার এতখানি ভালবাসা থেকে ঠাকুরপো কখনই পরিত্রাণ পাবে না।"

এ কথার উত্তরে সুনীতি আর কিছু বলিবার বাক্য খুঁজিয়া পাইল না, সে নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল।

তরুবালা কহিল, "একান্তই যদি যাবে সুনীতি, ততক্ষণ ঠাকুরপোর কাছে একটু বসবে চল।"

একবার তরুবালার মুখের দিকে চাহিয়া দৃষ্টি নত করিয়া সুনীতি কহিল, "না।"

তরুবালা হাসিয়া কহিল, "এখন কতদিন দেখতে পাবে না, মন-কেমন

করবে না? হাতে ক'রে জীবন দিয়ে এখন এত লজ্জা কেন ভাই? সামনে না ব'স, দূরে গিয়ে বসবে চল।"

আরক্তমুখে মস্তক সঞ্চালিত করিয়া স্থনীতি কহিল, "না দিদি, থাক্।"

বিচিত্র মনুষ্য-হৃদয়ে, এবং বিচিত্রতর এই বালিকা-হৃদয়ে, অপরিজ্ঞাত ও অনিরূপেয় কারণে অভিমান তাহার অধিকার বিস্তার করিতেছিল।

অদূরে রামদয়ালকে দেখিতে পাইয়া তরুবালা ডাকিয়া বলিল, "দাদা-মশায়, শুনেছেন, স্থনীতি আজ আমাদের ছেড়ে বাড়ি পালাচ্ছে?"

রামদয়াল সহাস্যে কহিলেন, "বামাল শুদ্ধ না-কি?" তাহার পর স্থনীতির প্রতি সপ্রীতি দৃষ্টিপাত করিয় কহিলেন, "আজ সকালের গীতা-পাঠ ব্যর্থ হয় নি স্থনীতি; দুঃখ-স্থখকে, নিদ্রা-জাগরণকে তুমি অভিন্ন করেছিলে,—তাই আজ তোমার এতদিনকার মিথ্যা সত্যের মধ্যে অভিন্ন হ'ল। আমি একান্ত মনে আশীর্বাদ করছি ভাই, আজ থেকে তোমার দুঃখের যত কাঁটা স্থখের ফুল হয়ে ফুটে উঠুক।"

রামদয়ালের এই স্থমিষ্ট আশীর্বচন শুনিয়া আনন্দে তরুবালার চক্ষু সিক্ত হইয়া আসিল। সে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "তোমার মত সদ্‌ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ মিথ্যা হবে না ঠাকুরদা। তাই যেন হয়।"

স্থনীতি তাহার উচ্ছ্বসিত হৃদয়কে সংযত করিয়া আরক্ত মুখে কহিল, "অপরাধ অনেক করেছি দাদামশায়, দয়া ক'রে ক্ষমা করবেন।"

রামদয়াল সহাস্যমুখে কহিলেন, "অপরাধের দণ্ড দিলেই কিন্তু আমার পক্ষে ভাল হয় ভাই। এই অল্প সময়ের মধ্যে তুমি এমন সব গুরুতর অপরাধ করেছ যে, এখন কিছুদিন তোমাকে এই বাড়িতে বন্দী ক'রে রাখতে ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু তরুদিদির বিচারে তুমি যদি ছাড়পত্র পাও ত আমি নিম্ন-আদালত কি করতে পারি?"

তরুবালা কহিল, "নিম্ন-আদালত যদি সে দণ্ড দেন, তা হ'লে উচ্চ-

আদালতের কোন আপত্তি নেই,—সে খুশী হয়ে দণ্ড আরও বাড়িয়ে দিতে রাজী আছে।"

রামদয়ালের কথার মধ্যে যে স্নেহ এবং সৌহার্দ্য অব্যক্ত হইয়াও মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের মত প্রবলরূপে বর্তমান ছিল, তাহা সুনীতির চকিত-চেতন হৃদয়কে সহসা উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। প্রথমটা সে বাক্য-রোধের দ্বারা উদ্যত-প্রায় উত্তেজনাকে বশীভূত করিল। তাহার পর রামদয়ালের মুখের উপর অশ্রুবিগলিত চক্ষু স্থাপিত করিয়া স্মিতমুখে কহিল, "অপরাধের কথা যদি বলেন ত আপনিও বড় কম অপরাধী নন দাদামশায়। আমারও ইচ্ছে হচ্ছে আপনাকে হাতকড়ি দিয়ে গ্রেপ্তার ক'রে বাড়ি নিয়ে যাই।"

এই প্রতিভান্বিতা সুন্দরী কিশোরীটির প্রতি অল্প সময়ের মধ্যে রামদয়াল এতটা আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, আসন্ন বিচ্ছেদ-সম্ভাবনায় তিনি মনের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট বেদনা বোধ করিতেছিলেন। সুনীতির স্নেহার্দ্র সম্ভাষণে বিচলিত হইয়া তিনি কহিলেন, "তা নিয়ে যেতে চাও ত নিয়ে যাও ভাই, আমার কোনও আপত্তি নেই। তোমার কারাগারে চিরবন্দী হয়ে থাকাও আমার পক্ষে সৌভাগ্য। কিন্তু এই অকেজো কয়েদীকে দিয়ে তোমার বিশেষ কোন লাভ হবে না, তা ব'লে রাখছি। সে তোমার ঘানি ঘুরোতেও পারবে না, তোমার পথের পাথর ভাঙাও তার দ্বারা হবে না। তবে যদি তোমার বাগানের মালী ক'রে দাও, তা হ'লে মালা আর তোড়ার তোমার অভাব হবে না তা বলতে পারি।" বলিয়া রামদয়াল হাসিতে লাগিলেন।

আলোচনার এই স্থলে বিনোদ আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সমস্ত কথা শুনিয়া কহিল, "আমার মনে হয় সুনীতি, তোমার আরও কয়েকদিন থেকে যাওয়া ভাল। সুবোধের জন্যেও তা দরকার, আর একা বউদির

ওপর এতটা ভার দেওয়া উচিত হবে না। আমি সুবোধের সামনে বার হতে পারব না, তার ওপর তুমি যদি চ'লে যাও, তা হ'লে হঠাৎ সেবা করবার লোক অত্যন্ত ক'মে যাবে। তা ছাড়া অবস্থার অনুরোধে তোমার যখন সুবোধের কাছে অন্য পরিচয় দিতেই হয়েছে, তখন তোমার আরও দু-চার দিন থেকে গেলেও কোন ক্ষতি নেই।"

বিনোদের এই চতুর্দিক হইতে যুক্তিপূর্ণ অভিমতে আবার কথাটা নূতন করিয়া উঠিল; এবং কিছুক্ষণ বিচার-বিতর্কের পর স্থির হইল যে, ডাক্তার এ বিষয়ে যেমন উপদেশ দিবেন সেইরূপ হইবে।

নিতাইচরণ আসিয়া সমস্ত শুনিয়া কহিলেন, "না না, তা হবে না, এখন তোমার কয়েক দিন এখানে থাকতেই হবে। জ্ঞান হয়েছে ব'লে মনে ক'রো না যে, রোগী সেরে উঠেছে। পালটে পড়া প্রথম বারের অসুখের চেয়েও সাংঘাতিক হয়। জান ত, ঝড় থামার পরও ঢেউয়ের আছাড় খেয়ে খেয়ে অনেক নৌকো ডুবে যায়! ঢেউ না থামলে তোমার যাওয়া হচ্ছে না।"

অগত্যা কতকটা অনিচ্ছায় এবং কতকটা আশঙ্কায় সুনীতিকে আরও কয়েক দিনের জন্য থাকিতে হইল।

বৈকালে সুমতি বেড়াইতে আসিল এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার ও তরুবালার মধ্যে সঙ্কল্প ও অভিসন্ধিতে সম্পূর্ণ ঐক্য সংস্থাপিত হইয়া গেল।

যাইবার সময়ে সুমতি সুনীতিকে একান্তে ডাকিয়া বলিয়া গেল, "নীতি, যাবার জন্যে ব্যস্ত হোস নে। সুবোধ একটু বল পান, তারপর যাস! তরুবালাকে একা ফেলে যাওয়া ভাল হবে না।"

প্রথম প্রথম সুবোধের সম্মুখে বাহির হইতে, তাহাকে প্রশ্ন করিতে, তাহার প্রশ্নের উত্তর দিতে, সুনীতি মনের মধ্যে একটা বিশেষরূপ সঙ্কোচ অনুভব করিত। কিন্তু ক্রমশ প্রয়োজন ও অভ্যাসের দ্বারা তাহা কাটিয়া গিয়াছে। এখন প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গের পর মুখ ধোয়ানো হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রে নিদ্রার পূর্বে মশারি ফেলিয়া দেওয়া পর্যন্ত সুনীতি সুবোধের সমস্ত পরিচর্যা নিজহস্তে করে। তরুবালা ইচ্ছা করিয়াই সুনীতির এই অনবসর সেবায় বাধা দেয় না, ভাগ বসায় না, শুধু সঙ্গে সঙ্গে থাকে। গাছ জন্মাইবার জন্য ডাল কাটিয়া মাটিতে পুঁতিলে তাহাকে যেমন নির্বিবাদে ছাড়িয়া দিতে হয়, তাহা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে নাই, পৃথিবীর অদৃশ্য রস ও আকাশের নিঃশব্দ আলোক ও বায়ু তাহাকে পুষ্ট করে, তেমনি তরুবালা ও রামদয়াল সুনীতিকে তাহার এই ঐকান্তিক সেবা ও পরিচর্যার মধ্যে নিরুপদ্রবে ছাড়িয়া দিয়াছিল; পরিহাস কৌতুকের দ্বারা তাহাতে কোনরূপ বিঘ্ন উৎপাদন করিত না।

সুবোধ সুনীতিকে অতি সহজ ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিল। সে একজন নার্স, সেবা করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছে, প্রয়োজন শেষ হইলেই বিদায় পাইবে। সে অল্পবয়স্কা, এবং তরুবালা ও রামদয়াল তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকে বলিয়া সেও নাম ধরিয়া ডাকে। বিশেষত সর্বদাই তাহাকে ডাকিবার প্রয়োজন হয়, তাই নাম ধরিয়া না ডাকিলে চলে না।

চৈতন্যলাভ করিবার অল্পক্ষণ পরেই বিনোদের প্রসঙ্গে সুনীতির কথা সুবোধের মনে পড়িয়াছিল। তাহার পর হইতে মস্তিষ্কের বল-সঞ্চারের সহিত ক্রমশ সেই চিন্তাই তাহার দিবা-রাত্রির প্রধান চিন্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অস্ত্র-বেধের প্রথম যন্ত্রণাটা কমিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু যে ক্ষত উৎপাদিত করিয়া গিয়াছে তাহার জ্বালাও কম ক্লেশদায়ক নহে। নিষ্ঠুর

প্রতারণা, নির্মম কপটতা তাহার যে জীবনকে ভিত্তি ও প্রতিষ্ঠার বাহিরে চূর্ণ করিয়া ভাঙিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, কিরূপে তাহাকে চিরাভ্যস্ত প্রচলিত সংসারের মধ্যে পুনঃস্থাপিত করিবে, শয্যায় শুইয়া শুইয়া সুবোধ দিবা-রাত্রি তাহাই চিন্তা করে। প্রথম যে-দিন বজ্রাঘাতের মত সুবোধকে এই সংবাদ আহত করে, সে-দিন সে অগ্নির মত উদ্দীপ্ত ক্রোধে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। সে-দিন ক্রোধের চকমকিতে সে অন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাই যে ক্ষতিটা হইয়াছিল, তাহার পরিধি ও পরিমাণ ঠিকমত দেখিতে পায় নাই। এখন সহজ আলোকে তাহার বিস্তৃতি দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। যাহা ছিল, তাহা যে শুধু নাই, তাহা নহে —বজ্রাহত বৃক্ষের মত তাহা অঙ্গারে পরিণত হইয়াছে।

এ ক্ষতির দুঃখটা আবার এমন অদ্ভুত যে, ইহাকে নিরূপণ করিবার জন্য উপযুক্ত মাপকাঠি সুবোধ খুঁজিয়া পায় না। যাহা হারাইয়াছে তাহা কখনও ছিল না, তাহা সর্বৈব মিথ্যা এবং ভ্রান্তি; অথচ সে জ্ঞান সত্ত্বেও হারানোর বেদনাটা একটুও মিথ্যা নহে। সুখ-স্বপ্নের ভঙ্গেও একটা দুঃখ আছে বটে, কিন্তু তাহাতে এমনভাবে গ্লানি, দংশন এবং অপমান নাই।

সময়ে সময়ে যোগেশ এবং সুনীতিকে পৃথকভাবে মাপকাঠি করিয়া সুবোধ তাহার দুঃখ মাপিবার চেষ্টা করে; কিন্তু তাহাতেও একই প্রমাদ উপস্থিত হয়,—কিছুই নির্ণয় করিতে পারে না। যোগেশ ছিল মরীচিকা, অতএব যোগেশকে হারানো প্রকৃত হারানো নহে। অপর পক্ষে সুনীতি স্রোতস্বতী হইলেও, সে অপরিজ্ঞাত অদৃশ্য ছিল। অতএব তাহাকে হারানোর কোন কথাই উঠিতে পারে না। অথচ এই দুইটি অপ্রকৃত এবং অপরিজ্ঞাতের মধ্যে কোন্ মহাবস্তু সে হারাইয়া বসিল, যাহার দুঃখ এবং বেদনা কিছুমাত্র অপ্রকৃত বা অপরিজ্ঞাত নহে, তাহা এক দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা।

কিন্তু একটা কথা মাঝে মাঝে সুবোধের মনে হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

সে যখন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া মরীচিকার পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়াইত, তখন অদৃশ্য থাকিলেও স্রোতস্বতীরই কলধ্বনিতে তাহার কর্ণ পরিতৃপ্ত হইত; এবং সে যখন মনে করিত যে মরীচিকা তাহাকে স্নিগ্ধ করিতেছে, বস্তুত তখন স্রোতস্বতী হইতেই শীকর আসিয়া তাহাকে সিক্ত করিত। চিঠিগুলির সহিত যোগেশের কোন সম্পর্ক ছিল না, সেগুলি শুধু সুনীতিরই। তাই সমস্ত ব্যাপারটার বিদ্রূপ এবং নিষ্ঠুরতা যখন বৃশ্চিকের মত সুবোধের নিরুপায় চিত্তকে দংশন করিতে থাকিত, তখন সেই চিঠিগুলির স্মৃতিই প্রলেপের কার্য করিত। পরক্ষণে যখন মনে পড়িত যে, সে চিঠিগুলির যথার্থ মূল্য কিছুই ছিল না, যেহেতু সেগুলি ছলনারই প্রত্যঙ্গ, যখন মনে পড়িত, যত দিন ছলনার অভিনয় ধরা পড়ে নাই তত দিন সুনীতির পত্র নিয়মিত আসিত, কিন্তু ছলনা ধরা পড়ার পর আর একখানিই আসে নাই; এমন কি, সাংঘাতিক রোগে সুবোধ মৃত্যুমুখে পড়া সত্ত্বেও নহে; তখন সুবোধের চিত্ত একটা দুর্নিবার হীনতা ও লজ্জার আঘাতে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত, মনের মধ্যে আর কোন সান্ত্বনা বা আশ্বাস থাকিত না।

সন্ধ্যার পর সুবোধ শয্যায় শয়ন করিয়া তরুবালার সহিত গল্প করিতেছিল, এবং সুবোধের অগোচরে সুনীতি ঘরের এক কোণে নীরবে বসিয়া অলস মনে উভয়ের কথোপকথন শুনিতেছিল।

সুবোধের অসুখের সূত্রপাত কেমন করিয়া হইয়াছিল, সেই কাহিনী চলিতেছিল। এই প্রসঙ্গে সুনীতির কথা সুবোধের মনে পড়িল। সে কহিল, "সুনীতির কথা তোমাকে লিখেছিলাম মনে আছে বউদিদি?"

সহসা সুনীতির কথা উঠিতে তরুবালা এবং সুনীতি উভয়েই চকিত হইয়া পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগ করিবার উদ্দেশ্যে সুনীতি উত্থানোদ্যত হইল; কিন্তু তরুবালা হস্তসঙ্কেতে নীরবে তাহাকে নিষেধ করায় সে পুনরায় ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল।

তরুবালা কহিল, “সুনীতির কথা মনে নেই ঠাকুরপো! খুব মনে আছে। কেন বল দেখি, এ কথা জিজ্ঞাসা করছ ?”

গভীর ঘৃণা ও বিরক্তি সহকারে মুখ কুঞ্চিত করিয়া সুবোধ কহিল, “সুনীতির বিষয়ে তোমাকে যা লিখেছিলাম, সব ভুলে যাও বউদিদি। সুনীতি,—সে এক মিথ্যা কল্পনা, দুঃস্বপ্ন। সুনীতি ব'লে আমার পক্ষে এ জগতে কেউ নেই।”

একটু ইতস্তত করিয়া তরুবালা কহিল, “কিন্তু আমি ত জানি ঠাকুরপো, তোমার সুনীতি আছে, আমি তাকে দেখেওছি।”

সবিস্ময়ে অর্ধোত্থিত হইয়া সুবোধ কহিল, “তুমি দেখেছ ? কোন্ সুনীতিকে দেখেছ ?”

কথাটা এতখানি বলিয়া ফেলিয়া তরুবালা বুঝিল, অবিবেচনার কাজ হইয়াছে। সামলাইয়া লইবার উদ্দেশ্যে হাস্যমুখে কহিল, “আমি ত এক সুনীতিকেই জানি ঠাকুরপো। তার ফোটো আমাকে পাঠিয়েছিলে। সুনীতি আবার তোমার কজন আছে ?”

প্রবল ভাবে মাথা নাড়িয়া সুবোধ কহিল, “একজনও না বউদি। আমার পক্ষে একজনও না। আমি তাকে এত দিন বুঝতে পারি নি। বুঝতে পারলে—” উত্তেজনায় সুবোধের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, আর কথা বাহির হইল না।

তরুবালা স্মিতমুখে কহিল, “বুঝতে পারলে কি করতে ঠাকুরপো ?”

তীক্ষ্ণদৃষ্টিভরে এক মুহূর্ত তরুবালার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া সুবোধ বলিল, “বুঝতে পারলে সহজে নিষ্কৃতি দিতাম না।”

তরুবালার চক্ষু দুইটি পুলকে জ্বলিয়া উঠিল। কহিল, “নিষ্কৃতি দিয়ে কাজ কি ঠাকুরপো,—তাকে চিরদিনের জন্যে বন্দী ক'রে ফেললেই ত হয় ?”

এক মুহূর্ত তরুবালার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া সুবোধ কহিল, "তুমি তার কিছুই জান না বউদিদি। সে মেয়ে নয়, ছেলে।" তাহার পর ধীরে ধীরে দুই-চারি কথায় কথাটা ব্যক্ত করিল।

গতিহীন এবং বাক্যহারা হইয়া চেয়ারে মস্তক হেলাইয়া দিয়া নিরুদ্ধ নিশ্বাসে সুনীতি তাহার কাহিনী শুনিতেছিল। একবার মনে হইতেছিল তরুবালাকে নিরস্ত করে, একবার ইচ্ছা হইতেছিল তথা হইতে ছুটিয়া পালায়; কিন্তু কার্যত কিছুই হইয়া উঠিল না। দ্রুত-স্পন্দিত বক্ষ সজোরে টিপিয়া ধরিয়া সে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

সুবোধের মুখেই কথাটা যেন প্রথম জানিতে পারিল, সেইভাবে তরুবালা কহিল, "কিন্তু এ অভিনয়ের মধ্যে একজন সুনীতি ত আছে ঠাকুরপো,—যে ছেলে নয়, মেয়ে?"

সুবোধ কহিল, "তা আছে, কিন্তু তার সঙ্গে আমার প্রকৃত সম্বন্ধ কি, তা ভেবে দেখ। সে প্রতারক, আমি প্রতারিত। না হয়, বড় জোর সে এখন একটু অনুতপ্ত, দুঃখিত। এর বেশী ত কিছু নয়।"

স্নিগ্ধ কণ্ঠে তরুবালা কহিল, "এর বেশী কিছু নয় কেন ঠাকুরপো? তুমি ত তাকে ভালবেসেছ?"

মৃদু হাসিয়া সুবোধ কহিল, "একটুও না বউদিদি। আমি যাকে ভালবেসেছি, সে কল্পনার সুনীতি; তার দেহ নেই, মন নেই, আত্মা নেই। রক্তমাংসের সুনীতির সঙ্গে আমার কোন সংস্রব নেই।"

"কিন্তু সংস্রব ত হতে পারে ঠাকুরপো?"

সুবোধের মুখে বিদ্রূপের হাস্য ফুটিয়া উঠিল। কহিল, "সাধ্য-সাধনা, স্তুতি-মিনতি ক'রে? ঘটক পাঠিয়ে? রক্ষা কর বউদিদি, মিথ্যা সুনীতিই আমার ভাল। চিঠিরূপে তার কাছ থেকে আমি যে মহাবস্তু পেয়েছি, সত্যি সুনীতির পায়ের তলায় তা লুটিয়ে দেবার কোন লোভই আমার নেই।

তরুবালা একবার নিবিষ্ট ভাবে চিন্তা করিল, একবার স্নীতির প্রতি চাহিয়া দেখিল ; তাহার পর দ্বিধা-কুণ্ঠিত স্বরে কহিল, "কিন্তু স্তুতি-মিনতি যদি করতে না হয় ? যদি ঘটক পাঠাবার দরকার না থাকে ? তা হ'লে ?"

ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া সুবোধ কহিল, "অর্থাৎ, এখন যদি বিনোদ বাড়ি বেয়ে এসে ঘটকালি ক'রে যায় ?—তা হ'লেও নয়।"

এবার তরুবালা দৃপ্তস্বরে কহিল, "বিনোদবাবুর ঘটকালির চেয়ে অনেক বড় জিনিস তোমার বাড়ি বেয়ে তোমাকে বাঁচিয়ে গেছে ঠাকুরপো। রক্তমাংসের স্নীতির উপর তোমার লোভ নেই বলছিলে ; জান না, তাই লোভ নেই। আমি যা জানি, তুমি যদি তার অর্ধেক জানতে তা হ'লে তার জন্যে পাগল হয়ে উঠতে। ভগবান তোমাকে বাঁচিয়েছেন, কিন্তু মানুষের হাত দিয়ে তোমাকে যদি বাঁচিয়ে থাকেন ত স্নীতির হাত দিয়েই বাঁচিয়েছেন ; ডাক্তারও কিছু নয়, বিনোদবাবুও কিছু নয়।"

নিরতিশয় বিস্ময়ে স্খলিত বচনে সুবোধ কহিল, "কিন্তু আমি ত জানি, নীরজার সেবায় আমি সেরে উঠেছি, ডাক্তার ত আমাকে তাই বলেছে।"

তরুবালা হাসিয়া কহিল, "ডাক্তার ত নার্সের কথাই বলবে। সে জানে সে প্রথম, আর নার্স দ্বিতীয়। নীরজার কথা বলছ! কিন্তু নীরজাকেই জিজ্ঞাসা ক'রো ত কার সেবায় তুমি ভাল হয়েছ,—নীরজার না, স্নীতির! স্নীতি ত আর হাসপাতালের পাস-করা নার্স নয় ঠাকুরপো যে, ফী বাড়াবার জন্যে তোমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে সেবা করবে। তাই তোমার জ্ঞান হওয়া মাত্র নীরজার হাতে তোমার সেবার ভার ছেড়ে দিয়ে সে লুকিয়েছে।"

বিস্ময়-বিহ্বল ভাবে খানিকক্ষণ নিঃশব্দে তরুবালার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া সুবোধ কহিল, "সে কি আমার অসুখের সময়ে এখানে থাকত ?"

দৃপ্তভাবে তরুবালা কহিল, "এখানে থাকত কি বলছ ঠাকুরপো? দিবারাত্র তোমার পাশে থাকত,—অনাহারে অনিদ্রায়। আমার কথায় বিশ্বাস না হয় ত এই খাতাখানা একটু ভাল ক'রে প'ড়ে দেখ।" বলিয়া টেবিলের এক লুক্কায়িত স্থান হইতে একখানা খাতা বাহির করিয়া আনিয়া সুবোধের হস্তে দিয়া কহিল, "এগুলো তোমার টেম্পারেচার দেখা, ওষুধ খাওয়ানো, নিশ্বাস গোনা, খাবার খাওয়ানো—এই সবের হিসেব। এইগুলো পরীক্ষা ক'রে বল দেখি, কোন্ সময়ে সে স্নানাহার করত, আর কোন্ সময়েই বা সে ঘুমত?"

সুনীতি একবার ভাবিল, উঠিয়া আসিয়া তরুবালাকে বাধা দেয়। কিন্তু পাছে তাহাতে সুবোধের মনে কোন প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয় ও তাহার যথার্থ পরিচয় প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় উপায়বিহীন হইয়া তাহাকে বসিয়া থাকিতেই হইল। তা ছাড়া অপর কেহ ঘরে নাই সেই ধারণাতেই সুবোধ কথোপকথন করিতেছিল। সহসা সে আবির্ভূত হইলে একটা সঙ্কোচজনক অবস্থা হইয়া পড়িবে, এ কথাও তাহার মনে হইল। সে অগত্যা বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিল।

খাতার হস্তাক্ষরের উপর দৃষ্টিপাত করিয়াই সুবোধ চকিত হইয়া উঠিল। এ যে সেই সুপরিচিত পরিচ্ছন্ন মুক্তার মত হস্তাক্ষর, এক সময়ে যাহা হৃদয়ের মধ্যে স্বর্ণরেখায় অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল! এ কি আর ভুলিবার উপায় আছে?

নিরতিশয় ব্যগ্রতার সহিত সুবোধ কহিল, "এ যে সুনীতির লেখা বউদি!"

স্মিতমুখে তরুবালা কহিল, "আমি ত সুনীতিরই কথা বলছিলাম, যোগেশের কথা বলি নি।"

বিস্ময়-বিমূঢ় নেত্রে তরুবালার প্রতি চাহিয়া সুবোধ বলিল, "কিন্তু এ

রকম অদ্ভুত সব ব্যাপার কি ক'রে ঘটল, আমাকে খুলে বল বউদি, আমি ত কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে।"

তখন তরুবালা যাহা শুনিয়াছিল, দেখিয়াছিল ও বুঝিয়াছিল, সমস্তই বলিল। সুবোধের নিকট হইতে ভৎর্সনার পত্র ও রোগ-সংবাদ পাইয়া কি দুর্বহ দুঃখ ও অনুতাপ ও আতঙ্কে সুনীতির হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে; সমস্ত লজ্জা ও সঙ্কোচ বর্জন করিয়া কেমন করিয়া সে মেসে আসিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়; এবং অবশেষে কি অধীর উদ্বেগে মেসে ছুটিয়া আসে। তাহার পর রোগশয্যা-পার্শ্বে বসিয়া কেমন করিয়া অনাহারে অনিদ্রায় দিবার পর রাত্রি এবং রাত্রির পর দিবা অতিবাহিত করিয়া সুবোধের সেবা করে; চিকিৎসকগণের অপরিমিত প্রশংসা, পরিজনবর্গের অপরিসীম বিস্ময়, কিছুই বলিতে সে বাকি রাখিল না।

তাহার পর ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া তরুবালা পুনরায় বলিতে লাগিল, "সুনীতির দিদি সুমতির কাছে আমার আর শুনতে কিছু বাকি নেই। শুধু নিজের দেহের পরিশ্রমের উপর নির্ভর ক'রেই সে নিশ্চিন্ত থাকে নি। তোমার মঙ্গল-কামনায় দেবতার মনও সে টলিয়ে দিয়েছিল। তোমার গলায় ঠাকুরের যে মালা রয়েছে ঠাকুরপো, তুমি কি জান, সে নিজহাতে তোমাকে তা পরিয়ে দিয়েছে?"

বিমূঢ় বিহ্বল হইয়া সুবোধ নীরবে ক্ষণকাল পড়িয়া রহিল। একটা সুতীক্ষ্ণ অনুভূতিতে তাহার দেহ ও মন নিপীড়িত হইতে লাগিল। কিন্তু সে সুখের, না দুঃখের, বিস্ময়ের, না বিহ্বলতার, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। তাহার রোগ-দুর্বল মস্তিষ্ক পাছে পুনরায় দুঃসহ চিন্তার ভারে ভাঙিয়া পড়ে এই আশঙ্কায় সুবোধ নিজের উদ্বেলিত মনকে সংযত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার পর সহসা একটা কথা মনে করিয়া ব্যগ্রভাবে কহিল, "সে কি তোমাকে এ বিষয়ে কোনও কথা বলেছে বউদি?"

মৃদুহাস্ত করিয়া তরুবালা কহিল, "সে কি সেই রকম সামান্ত মেয়ে ঠাকুরপো, যে নিজমুখে কোন কথা বলবে? তোমার জ্ঞান হওয়ার পরই সে এ বাড়ি ছেড়ে যাবার জন্তে তয়ের হয়েছিল; অদরকারে এক ঘণ্টাও সে এ বাড়িতে থাকতে চায় নি।"

সজল-কাতর নেত্র তরুবালার প্রতি স্থাপিত করিয়া সুবোধ কহিল, "আমাকে কি করতে বল বউদিদি?"

স্নিগ্ধকণ্ঠে তরুবালা কহিল, "সুনীতির সম্মান, সুনীতির সম্ভ্রম তোমাকে রাখতে বলি। তুমি যে সুনীতির অনুপযুক্ত নও, তা প্রমাণ করতে বলি।"

শান্তকণ্ঠে সুবোধ কহিল, "তোমার আদেশ পালন করতে চেষ্টা করব বউদিদি; কিন্তু এখন দেখছি, সে অনেক এগিয়ে গিয়েছে, আমিই পেছিয়ে পড়েছি।"

রাত্রে পাশাপাশি শয়ন করিয়া সুনীতি তরুবালাকে কহিল, "দিদি, তোমার সঙ্গে ঝগড়া করবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি নে।"

তরুবালা সহাস্তে কহিল, "তার মানে, আমার সঙ্গে ঝগড়া করবার কারণ নেই; থাকলে ভাষারও অভাব হ'ত না।"

"না দিদি, তুমি আজকে বড়ই ছেলেমানুষি করেছ।"

সুনীতিকে বাহুপাশে নিকটে টানিয়া লইয়া তরুবালা কহিল, "ছেলেমানুষি করেছি, কি, কি করেছি, বলতে পারি নে সুনীতি, কিন্তু মনে আজ বড় আনন্দ পাচ্ছি ভাই। তা ছাড়া, তুমি ত গোড়া থেকে উপস্থিত ছিলে, কথাটা ত ঠাকুরপোই তুলেছিল।"

"তিনি যা তুলেছিলেন, তার উত্তর ত এক কথায় শেষ হ'ত।"

তরুবালা কহিল, "আমি ইচ্ছে ক'রেই সব কথাটা শেষ করলাম। যে কথাটা উল্টো জেনে ঠাকুরপো দিবানিশি মনে মনে কষ্ট পাচ্ছিল, সে কথাটা ঠিক জানাতে ঠাকুরপোর শরীরের উপকার হবে।"

পরদিন সকালবেলা চা-পান করিয়া সুবোধ তাহার শয্যায় অর্ধোপবিষ্ট হইয়া গত সন্ধ্যার অচিন্তনীয় তথ্যের কথা মনে মনে সানন্দে পর্যালোচনা করিতেছিল, এমন সময়ে সুনীতিকে লইয়া তরুবালা তথায় উপস্থিত হইল।

"ঠাকুরপো, নীরজা যে আজ চ'লে যেতে চাচ্ছে!"

প্রভাতের দীপ্ত আলোকে ঘরটি ভরিয়া গিয়াছিল; সুবোধ সুনীতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, তাহার আনত-নম্র মুখ লজ্জার আরক্ত আভায় প্রত্যূষের পূর্বাকাশের মত কমনীয় হইয়া উঠিয়াছে। একজন ব্যবসায়ী নার্সের এরূপ সলজ্জ সুন্দর মূর্তি দেখিয়া সবিস্ময়পুলকে সুবোধের মন ভরিয়া উঠিল। তাহার পর, জ্ঞান হওয়ার পর হইতে এ কয়েকদিন তাহার নিরলস ও নিরবসর সেবা ও পরিশ্রমের কথা যখন মনে পড়িল, তখন সুমিষ্ট কৃতজ্ঞতার রসে তাহার চিত্ত সিক্ত হইয়া গেল।

স্নিগ্ধকণ্ঠে সুবোধ কহিল, "এ কয়েকদিন তুমি যে রকম কঠিন পরিশ্রম করেছ নীরজা, তাতে জোর ক'রে তোমাকে আটকে রাখা যায় না। কিন্তু বেশী কষ্ট যদি না হয়, তা হ'লে আরও দিন-দুই থেকে গেলে হয় না? তোমার সেবা আমার পক্ষে এখনও অনাবশ্যক হয় নি। তা ছাড়া বউদিদি বড় বিব্রত হয়ে পড়বেন।"

একবার ক্ষণেকের জন্য মুখ তুলিয়া পুনরায় নতনেত্রে হইয়া সুনীতি কহিল, "আমার কষ্টের কোন কথা নয়, কিন্তু দরকার যখন তেমন নেই, তখন—"

সুনীতি সম্ভবত পারিশ্রমিকের কথা মনে করিতেছে, এই ভাবিয়া সুবোধ তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া তাড়াতাড়ি কহিল, "তুমি

সে জন্যে একটুও সঙ্কুচিত হ'য়ো না। তোমার কাছ থেকে আমরা এ কয়েকদিন এত উপকার পেয়েছি যে, তুমি দশ দিন বিনা প্রয়োজনে ব'সে থাকলেও আমরা ক্ষতি মনে করব না।"

সম্পূর্ণ সদুদ্দেশ্যে সুবোধ এ কথা বলিলেও, এবং বাস্তবত দেনা-পাওনার কোন কথা ইহার মধ্যে না থাকিলেও, অলীক অর্থের ইঙ্গিতই সুনীতির সূক্ষ্ম আত্মমর্যাদায় আঘাত দিল। সে নেত্রোত্থিত করিয়া স্পষ্ট কণ্ঠে কহিল, "আপনারা মনে না করলেও আমি কিন্তু মনে করব। বিনা প্রয়োজনে ব'সে লাভ করার মত ক্ষতি বোধ হয় দ্বিতীয় কিছুই নেই।"

সুনীতির উত্তরে অপ্রতিভ হইয়া সুবোধ কহিল, "আমাকে মাপ ক'রো নীরজা, আমি সে কথা একেবারেই বলছি নে। আর এ ক্ষেত্রে সে কথা উঠতেই পারে না, কারণ এখনও আমার সেবার প্রয়োজন রয়েছে।"

এমন সময়ে কক্ষে রামদয়াল প্রবেশ করিলেন, এবং সুবোধকে উপবিষ্ট দেখিয়া সহাস্যে কহিলেন, "এই যে ভায়া, উঠে বসেছ দেখছি! বলি, এক রাত্রেই এতটা উৎসাহ নিতাই ডাক্তারের টনিক খেয়ে হ'ল, না, বাগবাজারী গল্প শুনে?"

রামদয়ালের কথা শুনিয়া তরুবালা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল, এবং সুনীতির মুখ, অনিচ্ছা এবং চেষ্টা সত্ত্বেও, ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল।

সুমিষ্ট হাস্যের সহিত সুবোধ কহিল, "সত্যি দাদামশায়, সে আজব দেশের পরী-কাহিনী এমনই অদ্ভুত যে, আরব্য-উপন্যাসও তার কাছে হার মানে।"

রামদয়াল সহাস্যে কহিলেন, "তা ঠিক, কখনও সে অরূপ, কখনও সে সরূপ। সে স্পর্শ করে তবু বোঝা যায় না, কথা কয় তবু চেনা যায় না।"

সুবোধ কহিল, "ঘুমের সময়ে সে মাথার শিয়রে এসে বসে, আবার জেগে উঠলে দূরে গিয়ে দাঁড়ায়।"

রামদয়াল একবার সুনীতির আরক্ত মুখের প্রতি ক্ষণিক দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "পাকা আপেলের মত কখনো সে লাল, আবার ধানি লঙ্কার মত কখনো সে ঝাল।"

তরুবালা হাসিয়া কহিল, "কিন্তু দাদামশায়, বেশীর ভাগ সময়েই সে বাগবাজারের রসগোল্লার মত মিষ্টি।"

স্মিতমুখে রামদয়াল কহিলেন, "বাদ-বাকি সময়টুকু কিন্তু সে বাগবাজারের ধোঁয়ার মতই অনাসৃষ্টি।"

রামদয়ালের কথায় সুবোধ ও তরুবালা উভয়েই সমস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল, এবং সুনীতি আরও একটু রক্তিম হইয়া গেল।

নির্বাক ও নিরুপায় সুনীতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তরুবালা কহিল, "আমাদের এ অদ্ভুত কথাবার্তা তোমার কাছে বোধ হয় রহস্যের মত মনে হচ্ছে নীরজা?—তুমি বোধ হয় এর কিছুই বুঝতে পারছ না?"

সহসা সুনীতির সলজ্জ-বিব্রত মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সুবোধ কহিল, "সত্যি, তোমার প্রতি আমরা বড়ই অবিচার করছি নীরজা। যে বিষয়ে তোমার কোনও স্বার্থ বা কৌতূহল নেই, সে বিষয়ে তোমার সামনে এমন দীর্ঘ আলোচনা করা অন্যায় হচ্ছে।"

রামদয়াল ভ্রূকুঞ্চনের দ্বারা তরুবালার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন, "উনি যখন বিদায় ভিক্ষা করবেন, তখন ওঁর স্বার্থের প্রতি অবিচার না করলেই অন্যায় হবে না।"

রামদয়ালের এ কথার তাৎপর্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া সুবোধ মনে মনে অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "না না দাদামশায়, এ কথা বললেও নীরজার প্রতি অন্যায় করা হয়। স্বার্থের প্রতি তার কোন দৃষ্টিই নেই।"

রামদয়াল সহাস্যে কহিলেন, "তা যদি না থাকে, তা হ'লে নীরজা যেমন ছেলেমানুষ, তেমনি অব্যবসায়ী। তার অধিকারের হিসাবে বিদায়কালে সে যদি পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিয়ে যায় তবেই বলব—তার পরিশ্রম করা সার্থক হয়েছে ; নইলে নয়।"

উত্তেজিত হইয়া সুবোধ কহিল, "কি আশ্চর্য ! তার বুঝে নিতে হবে, তবে সে পাবে ?—তার আগে কি আমরা তাকে দোব না ?"

রামদয়াল হাসিয়া কহিলেন, "এর চেয়েও আশ্চর্য ব্যাপার সংসারে আছে ভাই। কিন্তু তুমি দিয়ো, যত পার দিয়ো, আমার তাতে কোনও আপত্তি হবে না।"

তরুবালা কহিল, "কিন্তু নীরজা যে বিদায় চাইতেই এসেছেন দাদামশায়।"

পুনরায় সুনীতির বিদায়ের কথা উঠিল এবং কিছুক্ষণ আলোচনার পর স্থির হইল যে, পরদিন সে বিদায় পাইবে।

সন্ধ্যার সময়ে তরুবালাকে লইয়া রামদয়াল বাগবাজারে বিনোদের শ্বশুরালয়ে গিয়াছিলেন। সুনীতি সুবোধকে চা পান করাইয়া অনতি-দূরে বাতির নিকট বসিয়া পুস্তক পড়িতেছিল। আজ শীতটা একটু সজোরে পড়িয়াছে।

গাত্রবস্ত্রে সর্বাঙ্গ আবৃত হইয়া শয়ন করিয়া সুবোধ অলসচিত্তে সুনীতির প্রদীপ্ত সুন্দর মুখখানির দিকে চাহিয়া ছিল। চৈতন্য লাভ করিয়া অবধি কয়েকদিন এই সুন্দরী সুপ্রকৃতি কিশোরীর নিকট হইতে নিরবসর সেবা পাইয়া পাইয়া সুবোধের মনে তাহার প্রতি একটা সুমিষ্ট আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল। তাহার পর তরুবালার মুখে সুনীতির কথা অবগত হইয়া সমস্ত বিশ্ব-সংসার মধুময় হইয়া যাওয়ার পর হইতে এই শান্তস্বভাবা মৃদুভাষিণী সেবিকার প্রতি সেই সকৃতজ্ঞ আত্মীয়তা সুমিষ্ট

প্রীতি ও হৃদ্যতায় পরিণত হইবার উপক্রম করিতেছিল। সুবোধের ইচ্ছা হইতেছিল, ধীরে ধীরে অজ্ঞাত-পরিচয় মেয়েটির সমস্ত সংবাদ তাহার নিকট হইতে জানিয়া লয়, এবং রোগী ও নার্সের অসরস সম্বন্ধ ছাড়া উভয়ের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপিত করে।

"নীরজা!"

বই বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুনীতি কহিল, "আজ্ঞে?"

"ওঠবার দরকার নেই, ব'স। ওটা কি বই পড়ছ?"

মৃদু হাসিয়া সুনীতি কহিল, "পঞ্চপ্রদীপ।"

"বইটা ভাল লাগছে?"

সুনীতি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল লাগিতেছে।

"কবিতা তোমার ভাল লাগে?"

সুনীতির মুখ রঞ্জিত হইয়া উঠিল; কহিল, "লাগে।"

প্রসন্নস্বরে সুবোধ কহিল, "তুমি তা হ'লে দেখছি—আমাদের দলের লোক। আমাদের দলটা কিন্তু অত্যন্ত ছোট। বড় দলটা কি বলে জান নীরজা?"

পুস্তকখানা বন্ধ করিয়া সুবোধের দিকে ফিরিয়া সুনীতি কহিল, "না।"

"বলে, সংসারে যত বাজে জিনিস আছে, তার চরম হচ্ছে কবিতা। কল্পনা কল তৈরি না ক'রে যদি কাব্য সৃষ্টি করে, তা হ'লে তারা সেটাকে পাগলামি বলবে। তারা বলে, কালিদাসের শকুন্তলার চেয়ে হাওড়া শিবপুরের চটকলগুলো ঢের দরকারী জিনিস।"

সুবোধকে খানিকক্ষণ নীরব থাকিতে দেখিয়া সুনীতি মৃদুস্বরে কহিল, "শিক্ষিত লোকেরও কি এই মত?"

উত্তেজিত স্বরে সুবোধ কহিল, "শিক্ষিত লোকের মতের কথাই ত আমি বলছি। চটকলের দারোয়ানেরা চটকল বন্ধ হ'লেই তুলসীদাসের

রামায়ণ নিয়ে বসে ; উদরান্নের জন্যে রাত জেগে যাদের শকুন্তলা মুখস্থ ক'রে পাস করতে হয়, আমি বলছি তাদের কথা। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের মেসের কথাই তোমাকে বলি। আমাদের মেসে সবশুদ্ধ পনেরটি ছাত্র আছে ; তার মধ্যে চোদ্দ জন বড় দলের, শুধু আমি একা ছোট দলের। আমি ছোট দলের অপরাধী ব'লে বড় দল আমার বিরুদ্ধে এমন লেগেছিল যে, আমার বিশ্বাস, তারাই আমার এ গুরুতর অসুখের জন্যে দায়ী।"

কথাটা ক্রমশ তাহাদের ইতিহাসের দিকেই আসিয়া পড়িতেছে দেখিয়া সুনীতি চিন্তিত হইয়া উঠিল। প্রসঙ্গটা যাহাতে আর অগ্রসর না হইয়া এইখানেই শেষ হয়, তদুদ্দেশ্যে সে তাড়াতাড়ি কহিল, "তা হ'লে তাদের কথা এখন থাক্, তাতে আপনার অনিষ্ট হতে পারে।"

সুবোধ সহাস্যে কহিল, "না না, এখন মোটেই তা হবে না। তারা আমার অনিষ্ট করতে গিয়ে যে ইষ্ট করেছে, তার জন্যে আমি তাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।"

এই অর্ধ-কথিত কথায় কিছুমাত্র কৌতূহলী না হইয়া সুনীতি বইখানি পুনরায় খুলিয়া তাহাতে নিবিষ্ট হইল।

"আচ্ছা নীরজা, তুমি সুনীতি ব'লে কাউকে আমার অসুখের সময়ে দেখেছিলে ?"

সুনীতির মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। যে কথাটা সে সর্বতোভাবে নিবারিত করিতে চেষ্টা করিতেছিল, তাহা এমন প্রকটভাবে উপস্থিত হওয়ায় প্রথমটা সে বিমূঢ় হইয়া গেল ; কিন্তু তৎপরেই সংযত হইয়া দৃঢ় ভাবে কহিল, "ডাক্তারের নিষেধে আমি এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে কোন কথা কইতে পারি নে, আমাকে ক্ষমা করবেন।"

সবিস্ময়ে সুবোধ কহিল, "ডাক্তারের নিষেধ ? ডাক্তারও এ কথা জানে

নাকি ?" তাহার পর মৃদু হাস্যের সহিত কহিল, "আচ্ছা তা হ'লে থাক্। ডাক্তারের আদেশ নির্বিচারে পালন করা ভিন্ন তোমাদের উপায় নেই, পালন না-করা উচিতও নয়। কিন্তু তোমাদের ডাক্তার যে কত কম জানে আর বোঝে, তা তোমরা কিছুই জান না নীরজা।"

মৃদু হাসিয়া সুনীতি কহিল, "কিন্তু ডাক্তারদের চেয়েও ত আমরা বেশী জানি বা বুঝি নে, কাজেই ডাক্তারদের আদেশ আমরা নির্বিচারেই পালন করি।"

ডাক্তারের প্রতি নার্সের বিশ্বাস ও নির্ভর দেখিয়া সুবোধ পুলকিত হইল।

"নীরজা, একটা কথা কয়েকদিন থেকে তোমাকে বলব বলব মনে করছি।"

আবার কোন্ দিক হইতে কি কথা আসে ভাবিয়া সুনীতি ত্রস্ত হইয়া উঠিল। পুস্তকের মধ্যেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সে কহিল, "কি কথা ?"

একটু ইতস্তত করিয়া স্মিতমুখে সুবোধ কহিল, "তোমাকে আমি 'তুমি' ব'লে আর নাম ধ'রে ডাকি তার কৈফিয়ত।"

নিরুদ্ধ নিশ্বাসে সুনীতি কহিল, "কিন্তু কৈফিয়ত ত আমি আপনার কাছে চাই নি!"

"তা চাও নি, তবুও দেওয়াই ভাল। প্রথম যখন জ্ঞান হ'ল তখন বুদ্ধিটা এমন আচ্ছন্ন ছিল যে, বিচার ক'রে কোন কাজ করবার শক্তি ছিল না। তাই বউদিদি আর দাদামশায় তোমাকে 'তুমি' ব'লে ডাকতেন ব'লে আমিও তুমি ব'লে ডাকতাম। তারপর যখন বোঝবার ক্ষমতা হ'ল যে, বউদিদি স্ত্রীলোক ব'লে আর দাদামশায় বয়স্ক হওয়ার অধিকারে তোমাকে 'তুমি' ব'লে সম্বোধন করেন ব'লেই আমি তা পারি নে, তখন কিন্তু তোমাকে ঠিক অনাত্মীয়া নার্স ব'লেই মনে হ'ত না। তাই 'তুমি'

বলাটা আর বন্ধ হ'ল না। তুমি তো সে জন্যে মনে কর না নীরজা যে, আমি তোমার প্রাপ্য সম্মান থেকে তোমাকে বঞ্চিত করি?"

ক্ষণকাল সুনীতি নীরব রহিল; তাহার পর তাহার বিস্ময়-ব্যথিত নেত্র পুস্তক হইতে উত্থিত করিয়া কহিল, "তা হ'লে শুধু ডাক্তাররাই যে কম বোঝে তা নয় সুবোধবাবু, রোগীরাও কম বোঝে।"

ব্যগ্রতার সহিত সুবোধ কহিল, "রোগীরা কম বুঝতে পারে, কিন্তু এ রোগী তোমার বিষয়ে কিছুই কম বোঝে না নীরজা। সে বেশ বোঝে যে, তুমি শুধু নীরজা নার্সই নও, তা ছাড়া তুমি অনেক বেশী। তাই রামদয়ালদাদা সকালে যখন অমন ক'রে তোমার বিদায়ের কথা তুলেছিলেন, তখন আমি ভারি ক্ষুন্ন আর অপ্রতিভ হয়েছিলাম।"

সুবোধের অসংশয়ী বিশ্বাস ও সরলতা দেখিয়া সুনীতির চক্ষে জল আসিল। বিশ্বাস করিয়া প্রতারিত হওয়ার আঘাত হইতে সবে মাত্র সে উদ্ধার পাইয়াছে, অপর কেহ হইলে সমস্ত ব্যাপারই সন্দেহের চক্ষে দেখিত এবং নীরজা যে সুনীতি হইতেও পারে, এ সম্ভাবনার কথা সমস্ত দিক হইতে মিল করিয়া অন্তত একবারও মনে করিতে পারিত; এমন কি সুবোধ যখন বলিয়াছিল, 'একটা কথা কয়েকদিন থেকে বলব বলব মনে করছি' তখন সেইরূপই একটা কোন কথা হইবে ভাবিয়া সুনীতি ভীত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই সুবোধ যখন অসংশয়ে বলিল, 'এ রোগী তোমার বিষয়ে কম বোঝে না নীরজা; সে বেশ বোঝে যে, তুমি শুধু নীরজা নার্সই নও, তা ছাড়া তুমি অনেক বেশী' তখন এই অন্ধ বিশ্বাস ও সরলতা-প্রসূত সদর্প বাণীর আংশিক সত্যতা ও আংশিক অসত্যতা অনুভব করিয়া সুনীতির চক্ষে জল আসিল, এবং এই অসংশয়ী পুনঃ পুনঃ প্রতারিত জীবটির প্রতি সুগভীর স্নেহ ও করুণায় তাহার মন প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে পূর্ণ হইয়া গেল।

"নীরজা !"

"আজ্ঞে ?"

"তোমরা ব্রাহ্মণ, না, কায়স্থ ?"

সুনীতি সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল ; একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, "ব্রাহ্মণ।"

"তোমার বিবাহ হয়েছে ?"

এবার সুনীতি বিবর্ণ হইয়া গেল। একবার মনে করিল, উত্তর না দিয়া এ সকল প্রশ্নের এখানেই নিরোধ করে ; তাহার পর মৃদু কম্পিত-কণ্ঠে কহিল, "না।"

সুনীতির বিব্রত ভাব লক্ষ্য করিয়া সুবোধ স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, "আমি তোমার বিষয়ে কৌতূহলী হচ্ছি ব'লে অসন্তুষ্ট হ'য়ো না নীরজা। তোমার কাছে দিবারাত্রি এ রকম সেবা পেয়ে পেয়ে তোমাকে একজন অতি নিকট-আত্মীয়ের মত আমার মনে হয়। তাই অপরিচয়ের দূরত্ব নষ্ট করবার জন্যেই এ সব প্রশ্ন করছিলাম।"

মনে মনে দৃঢ় হইয়া সুনীতি কহিল, "আমি অসন্তুষ্ট একটুও হচ্ছি নে ; ভাবিত হচ্ছি। আজ আপনি অনেকক্ষণ অনেক রকম কথা কয়েছেন, এখন একটু বিশ্রাম করুন।"

অল্প হাসিয়া সুবোধ ক্ষুণ্ণস্বরে কহিল, "তবে এ কথাও থাক্। তোমাদের ডাক্তার সুনীতির কথা কইতে নিষেধ করেছেন ব'লে সে কথা বন্ধ করলাম ; তোমার বিষয়ে কথা কইতেও যে তাঁর নিষেধ, তা জানতাম না। কিন্তু আমার বিশ্বাস নীরজা, তোমাদের দুই জনেরই প্রসঙ্গ আমার পক্ষে ক্ষতিকর না হয়ে বিপরীতই হ'ত। তোমার ডাক্তারের যত নিষেধই থাকুক না কেন, এটুকু তোমাকে আমি জানিয়ে রাখলাম যে, কাল আমাদের রোগী আর নার্সের সম্পর্ক শেষ হ'লেও এর চেয়ে বড় যে সম্পর্কটা আমাদের মধ্যে জন্মলাভ করেছে, সেটা কাল থেকে অন্তত আমার দিক

থেকে ক্রমশ বড় হয়েই উঠবে। আজ যখন তোমার মত হচ্ছে না তখন না হয় থাক্, কিন্তু একটু শক্তি পেলেই তোমাদের বাড়ি গিয়ে হাজির হব। তখন রোগী ব'লে আমার কথা আটকালে চলবে না; তখন অনর্গল কথা ক'য়ে ক'য়ে তোমার সমস্ত কথা জেনে নোব। তাতে তো নীরজা, তোমার ডাক্তারের অমত হবে না?" বলিয়া সুবোধ অপরিমিত হাসিতে লাগিল।

সুবোধের এই উচ্ছ্বসিত হাস্যের অন্তরালে আশ্রয় পাইয়া সুনীতি বাঁচিয়া গেল। কথার শেষে এইরূপে না হাসিয়া সুবোধ যদি তাহার প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষায় নীরব থাকিত, তাহা হইলে সুনীতির যত্ন-রুদ্ধ আবেগ-প্রবাহ বাধা-বন্ধন চূর্ণ করিয়া কোথায় গিয়া নিবৃত্ত হইত তাহা বলা কঠিন। সুবোধ যখন তাহার বিচিত্র সম্ভাষণের মধ্যে বলিতেছিল, 'এর চেয়ে বড় যে সম্পর্কটা আমাদের মধ্যে জন্মলাভ করেছে সেটা কাল থেকে ক্রমশ বড় হয়েই উঠবে' তখন সহসা সুনীতির হৃদয়ের মধ্যে সপ্তস্বরা বীণা ঝঙ্কৃত হইয়া এই সুর গুঞ্জন করিয়া উঠিয়াছিল, 'ওগো, তুমি বুঝতে পারছ না—তার চেয়েও বড়, তার চেয়েও বড়। আমি নীরজা নার্স নই, আমি তোমার না-বোঝা না-জানা সেবিকা সুনীতি। আর বার বার ছলনার অভিনয় ক'রে তোমাকে প্রতারিত করবার দৃঢ়তা আমার নেই। এই আমি তোমার সম্মুখে ছলনার আবরণ ফেলে দিয়ে দাঁড়ালাম, এখন তোমার যা অভিরুচি হয় কর।' সুবোধের হাস্যের অবসরে সুনীতি তাহার উন্মত্তপ্রায় চিত্তকে কোনপ্রকারে রোধ করিয়া নির্বাক হইয়া দৃঢ়ভাবে বসিয়া রহিল।

রাত্রে শয়ন করিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত সুনীতির নিদ্রা আসিল না; আসন্ন বিদায়কালের অজ্ঞাত ও বিচিত্র সম্ভাবনায় তাহার চকিত চিত্ত উদ্বেলিত হইতে লাগিল।

কথা ছিল পরদিন বেলা তিনটার সময়ে বিনোদ সুনীতিকে গৃহে লইয়া যাইবে। প্রভাত হইতেই সুনীতি সুবোধের পরিচর্যা হইতে অবসর লইল। এমন কি প্রত্যূষে একবার মৌখিক কুশলপ্রশ্নের পর আর সে সুবোধের কক্ষে প্রবেশ পর্যন্ত করিল না। তাহার এই আচরণ, তরুবালা ও রামদয়াল কেহই লক্ষ্য করিতে ভুলিল না।

তরুবালা হাসিয়া কহিল, "যতক্ষণ তুমি এ বাড়িতে আছ সুনীতি, ততক্ষণ ত তুমি নীরজা নার্স। তবে এরই মধ্যে এত লজ্জা কেন আসছে ?"

সলজ্জস্মিতমুখে সুনীতি নিরুত্তর রহিল।

"আবার কতদিন পরে দেখতে পাবে; যাও না, একটু কাছে গিয়ে ব'স না।"

আরক্ত-কুণ্ঠিত মুখে সুনীতি কহিল, "না দিদি, থাক্, দরকার নেই।"

সুনীতির চিবুক স্পর্শ করিয়া হাস্যমুখে তরুবালা কহিল, "দরকার নেই ?—না, শক্তি নেই ?"

রামদয়ালের সহিত সাক্ষাৎ হইলে রামদয়াল কহিলেন, "মনস্তত্ত্ব একটা দুরূহ জিনিস সুনীতি।"

মৃদু হাসিয়া সুনীতি কহিল, "তা হ'লে মনস্তত্ত্বের আলোচনা আমরা বাদ দিয়েই চলব দাদামশায়।"

সহাস্যমুখে রামদয়াল কহিলেন, "এ বাড়ির একটি বিশেষ ঘর বাদ দিয়ে চলছ, আবার আলোচনাও বাদ দিয়ে চলবে; উভয়ই ত একসঙ্গে বাদ দেওয়া চলে না ভাই।"

সুনীতি হাসিয়া কহিল, "ঘর বাদ দিয়ে যে চলছি, সেটা ত মনস্তত্ত্ব নয় দাদামশায়, সেটা দেহতত্ত্ব। দেহ সেই ঘরে প্রবেশ করছে না, কাজেই ঘরটা বাদ প'ড়ে যাচ্ছে।"

রামদয়াল হাসিয়া কহিলেন, "দেহটা অত স্বাধীন জিনিস নয় সুনীতি; দেহ হচ্ছে মালগাড়ি আর মন হচ্ছে এঞ্জিন।"

স্মিতমুখে সুনীতি কহিল, "ব্যাপারটা ক্রমশ জটিল হয়ে পড়ছে দাদামশায়। এঞ্জিন যদি মন হ'ল ত ড্রাইভার কে হবে?"

রামদয়াল কহিলেন, "ড্রাইভার হচ্ছে আসন্ন কারণ, যা মনকে পরিচালিত করছে। একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিলে ব্যাপারটা জলের মত স্পষ্ট বুঝতে পারবে। এখানে আসন্ন কারণ হচ্ছে তোমার লজ্জা, যার দ্বারা মন-এঞ্জিনে ব্রেক পড়ছে, কাজে কাজেই তোমার দেহ-গাড়ি বিশেষ দিকে গতি হারাচ্ছে।"

একটু নির্বাক চিন্তাশীল থাকিয়া সুনীতি কহিল, "কিন্তু এর মধ্যে এখনও দু-একটা জিনিস গোলমেলে র'য়ে গেল দাদামশায়।"

রামদয়াল হাসিয়া কহিলেন, "আর একটা কথা বললে কোন গোলই থাকবে না ভাই। আসন্ন কারণের আবার আসন্ন কারণ থাকে। আমাদের এ উদাহরণের মধ্যে আসন্ন কারণ লজ্জার আসন্ন কারণ হচ্ছে সুবোধের প্রতি তোমার প্রেম। এখন বোধ হয় আর কোন গোলযোগ নেই?"

প্রথমে সুনীতি আরক্ত হইয়া উঠিল, তাহার পর সলজ্জ মৃদুকণ্ঠে কহিল, "বাস্তবিকই দাদামশায়, মনস্তত্ত্ব দুরূহ জিনিস।"

সুনীতির কথা শুনিয়া রামদয়াল উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন।

সুনীতিকে লইয়া যাইবার জন্য বেলা আড়াইটার সময়ে বিনোদ বাগবাজার হইতে ঝামাপুকুরের মেসে উপস্থিত হইল। সুনীতি তৎপূর্বেই প্রস্তুত হইয়া ছিল। একটা ঠিকা গাড়ি আনিবার জন্য যদুকে পাঠানো হইল।

তরুবালা কহিল, "ঠাকুরপোর কাছে বিদায় নিয়ে আসবে চল সুনীতি।"

ইতস্তত করিয়া দ্বিধাভরে সুনীতি কহিল, "থাক্ দিদি, তুমি ব'লে দিও যে আমি চ'লে গিয়েছি।"

সবিস্ময়ে তরুবালা কহিল, "কি বলছ সুনীতি, তার ঠিক নেই। ঠাকুরপো জেগে রয়েছে, তুমি দেখা না ক'রে চ'লে গিয়েছ শুনলে কি ভাববে বল দেখি? তুমি যদি সত্যি সত্যিই নার্স হতে, তা হ'লে কি না-দেখা ক'রে চ'লে যেতে?"

সুনীতি মৃদু হাসিয়া কহিল, "সত্যি সত্যি নার্স যখন নই, তখন ত না-দেখা ক'রে চ'লে যাওয়াই ঠিক।"

তরুবালা স্মিতমুখে কহিল, "তা হ'লে তুমি এই চাইছ যে, ঠাকুরপো যখন আমাকে বলবে—নীরজা দেখা না ক'রে কেন গেল, তখন আমি বলব, সে সত্যি সত্যি নার্স নীরজা নয়—সে সুনীতি, তাই দেখা না ক'রে চ'লে গেল?"

অবশেষে বিদায় লইবার জন্য সুনীতিকে সুবোধের নিকট যাইতেই হইল। সুবোধ তখন টেবিলের নিকট দাঁড়াইয়া তাহার বহুদিন-অদর্শিত দ্রব্যাদি পরীক্ষা করিতেছিল। তাহাকে দণ্ডায়মান দেখিয়া তরুবালা সানন্দবিস্ময়ে কহিল, "এ কি ঠাকুরপো! উঠে দাঁড়িয়েছ?"

সহাস্যমুখে সুবোধ কহিল, "বিশেষ ত কষ্ট হচ্ছে না; মনে হচ্ছে কতকটা বেড়িয়ে আসতেও পারি।"

পরামর্শমত রামদয়াল প্রস্তুত হইয়াই সেই ঘরে বসিয়া একটা পুস্তক-পাঠে রত ছিলেন। পুস্তকখানা বন্ধ করিয়া কহিলেন, "কতটা বেড়িয়ে আসতে পার মনে হচ্ছে ভায়া? বাগবাজারে সুনীতির কুঞ্জ পর্যন্ত বোধ হয় অনায়াসে?"

সুবোধ সপুলকে কহিল, "এক ফের পারি দাদামশায়। সেখানে গিয়ে পৌঁছতে পারি, কিন্তু ফিরে আসতে পারি নে।"

সুবোধের উত্তর শুনিয়া তরুবালা হাসিয়া উঠিল, এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও সুনীতি পুনঃ পুনঃ লাল হইয়া উঠিতে লাগিল।

রামদয়াল কহিলেন, "এমন মাপ ক'রে যিনি তোমায় শক্তি দিয়েছেন, সেই সর্বশক্তিমান জয়যুক্ত হোন। কিন্তু রোগীর অতিক্ষুধার মত এটাও যদি তোমার অতি-অনুমান হয় তা হ'লে সেটাকে সংযত করা কর্তব্য।" তাহার পর সুনীতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "ডাক্তারের অভাবে তোমারই মত নেওয়া যাক নীরজা। এখান থেকে বাগবাজার পর্যন্ত হাঁটা সুবোধের পক্ষে এখন ঠিক হবে কি?"

সুনীতির কথা কহিবার শক্তি ছিল না; কিন্তু তাহাকে উত্তর দিবার অবসর না দিয়াই সুবোধ কহিল, "নীরজাকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা দাদা-মশায়। আমার বিষয়ে তার ডাক্তারের এত রকম নিষেধ আছে আর সেগুলোকে সে এমন নির্বিবাদে মানে যে, তার অনুমতি কিছুতেই পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া সুনীতির বিষয়ে কোন কথাই যখন সে আমাকে কইতে দেয় না, তখন তার বাড়ি যাবার কথা বললে ত সে আমাকে চাবি বন্ধ ক'রে রেখে যাবে।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

তরুবালা বলিল, "সুনীতির কথা কইতে দেয় না কেন?"

সুবোধ সহাস্যে কহিল, "বলে, ডাক্তারের নিষেধ আছে। বোধ হয় মনে করে তাতে আমার মানসিক উত্তেজনা হবে। শুধু কি তাই? ওর নিজের কথা পর্যন্ত আমার সঙ্গে কইতে চায় না। আমি কিন্তু নীরজাকে ব'লে রেখেছি বউদি, পায়ে একটু জোর হ'লেই তার বাড়ি বেয়ে গিয়ে তার ডাক্তারের সমস্ত বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন ক'রে আসব।"

রামদয়াল ও তরুবালার মধ্যে সুবোধের অলক্ষিতে একটা চোখের সঙ্কেত হইয়া গেল। তরুবালা কহিল, "ঠাকুরপো, নীরজা এখনই যাচ্ছে। সে তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছে।"

একটু বিস্ময়ের সহিত সুবোধ কহিল, "এরই মধ্যে? সন্ধ্যার পর খাওয়া-দাওয়া ক'রে গেলেই ত হ'ত। এখনই যাবে নীরজা?"

এবার কথা না কহিয়া সুনীতির পরিত্রাণ ছিল না। উদ্বেলিত চিত্তকে কোনপ্রকারে দমন করিয়া সে নতনেত্রে কহিল, "না, এখনই যাই।"

একটু ক্ষুণ্ণ স্বরে সুবোধ কহিল, "যদি একান্ত অসুবিধা হয় ত আর কি বলব? কিন্তু মনে ক'রো না নীরজা, এখন থেকে তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ শেষ হ'ল। তুমি যে আমাদের চিরদিনের আত্মীয় হয়ে রইলে, সে কথাটা বড় ক'রে বলতে গিয়ে ছোট করতে চাই নে।"

সুবোধের কথা শুনিয়া আনন্দের আবেগে রামদয়ালের চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া খানিকটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। সুনীতির পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া বাম হস্ত তাহার স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়া দক্ষিণ হস্ত মস্তকে বুলাইতে বুলাইতে রামদয়াল কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "আমি আশীর্বাদ করি নীরজা, তোমার প্রতি সুবোধের এই উক্তি চিরদিনের জন্য সার্থক হোক। নিজের জীবন উৎসর্গ ক'রে জীবন দান করলেও যদি আত্মীয় না হয়, তা হ'লে আত্মীয় শব্দের অর্থ-ই থাকে না।"

"তা হ'লে চললাম দাদামশায়।" বলিয়া সুনীতি অবনত হইয়া রামদয়ালের পদধূলি গ্রহণ করিল, এবং উঠিবার পূর্বেই বহুযত্নাবরুদ্ধ একরাশি অশ্রু রামদয়ালের পায়ের উপর ঝরিয়া পড়িল।

বিদায়কালের এই করুণতায় সুবোধের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসিল, এবং তরুবালা সাশ্রুনেত্রে স্মিতমুখে অনির্বচনীয় আনন্দে নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"র'স ভাই, আর একটু বাকি আছে।" বলিয়া সুবোধের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রামদয়াল কহিলেন, "এখন নীরজার প্রাপ্যটা বুঝিয়ে দিতে হয় ত সুবোধ।"

চকিত হইয়া সুবোধ কহিল, "নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই। সেটা এখনই নীরজার সঙ্গে দিয়ে দিন।"

আরক্ত মুখে মৃদুকণ্ঠে সুনীতি কহিল, "ছি ছি দাদামশায়, ছেলে-মানুষি করবেন না।"

রামদয়াল কহিলেন, "ছেলেমানুষি আমি করছি নে ভাই, তুমি করছ। দক্ষিণান্ত না হ'লে ব্রত সাঙ্গও হয় না, সার্থকও হয় না।" তাহার পর একটা চেয়ারে সুনীতিকে বসাইয়া দিয়া কহিলেন, "এখানে একটু ব'স; যে রকম কাঁপছ হয়ত প'ড়ে যাবে।" তৎপরে সুবোধকে কহিলেন, "তা হ'লে একটা হিসেব ক'রে যাতে কম না হয়, দেখতে শুনতে ভাল হয়—"

সুবোধ কহিল, "নীরজা যা বলবে তাই দিয়ে দিন; কিংবা আপনিই এমন একটা স্থির ক'রে দিন যা নীরজার পক্ষে অনুপযুক্ত না হয়।"

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া রামদয়াল কহিলেন, "নীরজা যে রকম অব্যবসায়ী, তাকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা। আমিও স্থির করতে মনে মনে ভয় পাচ্ছি। একে ত বুড়োমানুষ, তারপর লক্ষ্মীর মত রূপসী আর সরস্বতীর মত বিদুষী নাতনীর প্রতি আমি এমন আসক্ত হয়ে পড়েছি যে, পারিশ্রমিকের মূল্য যদি বেশী হয়ে পড়ে, তখন তুমি মুখে বলতে পারবে না কিছু অথচ মনে মনে অসন্তুষ্ট হবে। তার চেয়ে তুমিই স্থির কর না ভাই।"

রামদয়ালের কথায় বিস্মিত ও ক্ষুণ্ণ হইয়া সুবোধ কহিল, "এ রকম অমূলক আশঙ্কা ক'রে আমার প্রতি অবিচার করছেন দাদামশায়।"

সহাস্যে রামদয়াল কহিলেন, "তা যদি বল, তা হ'লে সুবিচারই করি। আমি বলি, টাকা দিয়ে নীরজার সেবা আর পরিশ্রমের মাপ করা যাবে না; তার চেয়ে অন্য রকমে নীরজাকে পুরস্কৃত করা যাক।"

সকৌতূহলে সুবোধ কহিল, "অন্য কোন্ রকমে বলুন?"

রামদয়াল একটু ভাবিলেন, তাহার পর কহিলেন, "তোমার দেহ ও

প্রাণ, যা ঐকান্তিক সেবা আর পরিশ্রমের দ্বারা নীরজা এক রকম অর্জন করেছে বলা যেতে পারে,—তা-ই নীরজার পুরস্কার হোক। কোন একদিন শুভলগ্নে স্বামী-স্ত্রীর অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে তোমরা দুজনে আবদ্ধ হও। এর চেয়ে ভাল মীমাংসা আমার ত আর মনে আসে না। তুমি কি বল তরুদিদি ?”

প্রফুল্লমুখে তরুবালা কহিল, “এ ত চমৎকার কথা ! আমার সম্পূর্ণ মত আছে।”

প্রথমটা সুবোধ ক্ষণকাল আরক্ত হইয়া নির্বাক রহিল ; তাহার পর বিরক্তি-বিরস মুখে কহিল, “পরিহাসের মাত্রাটা এমন ক’রে অতিক্রম করা ভাল নয় দাদামশায়। নীরজাকে এ রকম ক’রে লজ্জিত করা তার পরিশ্রমের পুরস্কার নিশ্চয়ই নয়।”

মৃদু হাসিয়া রামদয়াল কহিলেন, “তাই ত ভয় করছিলাম ভাই, আমার মীমাংসা তোমার হয়ত মনঃপূত হবে না। কিন্তু পরিহাস তুমি কি ক’রে বলছ, তাও ত বুঝতে পারছি নে। নীরজা কি এতই সামান্য, সে কি তোমার পক্ষে এতই অনুপযুক্ত যে, তার সঙ্গে মিলনের প্রস্তাবকে তুমি পরিহাস বলতে পার ?”

তরুবালা কহিল, “তুমি ভুলে যাচ্ছ দাদামশায়, ঠাকুরপো সুনীতির কথা মনে ক’রে তোমার প্রস্তাবকে পরিহাস বলছেন।”

রামদয়াল কহিলেন, “আমি সুনীতির কথা ভুলি নি ভাই। কিন্তু সুনীতি ত সুবোধের পক্ষে স্বপ্ন-কল্পনা, ছায়া ; নীরজা যে প্রত্যক্ষ, বাস্তব—তাকে উপেক্ষা করবার উপায় কোথায় ?”

মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হইয়া সুবোধ কহিল, “এ প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ করুন দাদামশায়। যে জিনিস যুক্তিতর্কের বাইরে, তা নিয়ে আলোচনায় কোন ফল নেই।” তাহার পর সুনীতিকে লক্ষ্য করিয়া

কহিল, "এই অপ্রিয় আলোচনা, যা তোমাকে নিশ্চয়ই ব্যথিত এবং বিরক্ত করছে নীরজা, তার জন্যে আমি বাস্তবিকই দুঃখিত। তোমার প্রতি আমার স্নেহ ও শ্রদ্ধার অভাব নেই, কিন্তু যে জিনিস আমার দেবার উপায় নেই, তাই দিতে ব'লে এঁরা আমাকে বিমূঢ় করছেন। তুমি তা চাও নি জানি; কিন্তু তবুও এই দিতে পারি নে বলার রূঢ়তা আমাকে ব্যথা দিচ্ছে।"

রামদয়াল হাসিয়া কহিলেন, "কিন্তু আমি যদি হলফ নিয়ে বলি যে, নীরজা প্রতি দিন, প্রতি দণ্ড, প্রতি মুহূর্ত তোমাকে ঐকান্তিক চিত্তে চেয়েছে; আমি যদি বলি, সে তোমার প্রেমে আত্মহারা, তোমার জন্যে গৃহত্যাগিনী; তা হ'লে কি বলবে বল?"

রামদয়ালের এই অচিন্তনীয় কথা শুনিয়া সুবোধ চকিত হইয়া উঠিল। তদুপরি নতনেত্র নিরুত্তর সুনীতিকে বিনা প্রতিবাদে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আশঙ্কায় ও সংশয়ে সে বিহ্বল, নির্বাক হইয়া তাকাইয়া রহিল। রামদয়ালের কথা যে কেবলমাত্র কৌতুক বা পরিহাস ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না, তাহা মনে করিবার মত আর তাহার শক্তি বা দৃঢ়তা রহিল না।

সুবোধের দুঃস্থ অবস্থা দেখিয়া রামদয়ালের দয়া হইল; তিনি সহাস্য মুখে কহিলেন, "অত চিন্তিত হবার কারণ নেই ভাই; তোমার প্রেম নীরজাকে দিতে পার না বলার রূঢ়তা তোমাকে ব্যথা দিলেও নীরজাকে ব্যথা দিচ্ছে না। বরং সে তোমার নিষ্ঠা দেখে শ্রদ্ধায় ও আনন্দে নির্বাক হয়ে গিয়েছে।"

রামদয়ালের কথার তাৎপর্য গ্রহণে অসমর্থ হইয়া সুবোধ কহিল, "আপনি সব কথা সহজ ক'রে খুলে বলুন দাদামশায়, আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে।"

মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে রামদয়াল কহিলেন, "এত ক'রে বললেও যদি বুঝতে না পার, তা হ'লে নীরজা-সুনীতি সমস্যা সমাধান ক'রে দিই ভাই। নীরজা ব'লে তুমি যাকে জান, সে নীরজা নার্স নয়; সে তোমার বহু দুঃখের, বহু কষ্টের, বহু সুখের, বহু সাধের মানসী-প্রতিমা সুনীতি। যাকে তুমি এতদিন দেখেও দেখ নি, বুঝেও বোঝ নি, এ তোমার সেই মোহিনী মায়া—অনেক দুঃখে ধরা পড়েছে, এবার ভাল ক'রে চিনে রাখ।"

প্রথমে দুঃসহ বিস্ময়ে সুবোধ ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিল, তাহার পর সহসা যখন তাহার মনের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটার যথার্থ উপলব্ধি প্রবেশ করিল, তখন তাহার মুখ মেঘ-নির্মুক্ত আকাশের মত হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। নিকটস্থ একটা চেয়ারে ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িয়া কহিল, "কি নিষ্ঠুরতা হবে দাদামশায়, যদি এর পর আবার আর একটা রহস্য দিয়ে এ কথাটা বদলে দেন! শপথ ক'রে বলুন যা বললেন তা মিথ্যে নয়।"

অদূরে তরুবালা দাঁড়াইয়া যুগপৎ হর্ষ ও কৌতুক উপভোগ করিতেছিল; হাস্যোৎফুল্ল মুখে সে কহিল, "আমি শপথ করছি ঠাকুরপো, এ কথা একটুও মিথ্যে নয়। এ নীরজা নার্স নয়, এ আমাদের বহু আদরের ধন সুনীতি।"

"তোমার যদি এখনও সন্দেহ থাকে সুবোধ, তা হ'লে সাক্ষী তলব করতে হয়।" বলিয়া রামদয়াল ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং অনতিবিলম্বে দক্ষিণ হস্তে বিনোদকে ও বাম হস্তে যোগেশকে ধরিয়া পুনঃপ্রবেশ করিয়া কহিলেন, "প্রধান অপরাধিনীকে ত আগেই ধরিয়ে দিয়েছি, এখন এ দুটি অপরাধীকেও তোমার হাতে সমর্পণ করলাম; যে শাস্তি দিতে ইচ্ছে হয় দাও।"

অপরাধীরই মত কুণ্ঠিত স্বরে বিনোদ কহিল, "আমাকে ক্ষমা কর সুবোধ, তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি।"

তাড়াতাড়ি আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া সুবোধ আবেগভরে বিনোদের সহিত কোলাকুলি করিয়া কহিল, "না না, বিনোদ। তুমি আমাকে যা দিয়েছ, তার জন্যে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ নাও ভাই।" তাহার পর সহর্ষ মুখে যোগেশকে দুই বাহুর মধ্যে টানিয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "তোমার সঙ্গে কিন্তু রীতিমত বোঝাপড়া আছে। যে রকম নাকালটা আমাকে করেছ, তোমার নাম আমি রাখলাম—দুর্নীতি।"

সুবোধের কথা শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল।

রামদয়াল কহিলেন, "এ চক্রান্তের আর একটি চক্রী এই মিলন-দৃশ্য দেখবার লোভে বাগবাজার থেকে উপস্থিত হয়ে দোরের পাশে অবস্থান করছেন। তিনি হচ্ছেন সুমতি—সুনীতির দিদি। তাঁর কাছ থেকে আমি একটা চিঠি পেয়েছি, যার একটা অংশ আজকের অভিনয়ে বিশেষ ভাবে পড়বার যোগ্য। চিঠিখানি সুনীতির বাবা সুমতিকে লিখেছেন। আমি পড়ি, তোমরা মন দিয়ে শোন : 'এ বিষয়ে তোমার ইচ্ছা ও মতের সহিত আমার সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। ভগবান এমন অদ্ভুতভাবে দুইটি প্রাণীকে কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়া বাঁধিবার উপক্রম করিতেছেন, তাহাতে আমার অমত করিবার কোন কারণই নাই। তুমি সুনীতি মাতাকে জানাইবে যে, সকল কথা অবগত হইয়া আমি অতিশয় সুখী হইয়াছি; আশীর্বাদ করি, মাতা সর্বসৌভাগ্যে সৌভাগ্যবতী হউন।' এর বেশী পড়বার দরকার নেই, এইটুকুই আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট। আমরাও সর্বান্তঃকরণে সুনীতির পিতার আশীর্বাদে যোগদান করি।"

দ্বারান্তরালে সুমতির অঞ্চলের কিয়দংশ দেখা যাইতেছিল; সুবোধ তথায় গিয়া অবনত হইয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, "এ চক্রান্তের মধ্যে আপনার চক্রান্ত আসলে কি ছিল, সে সংবাদ আমি বউদিদির কাছে

জেনেছি; তাই নতুন ক'রে আপনার আশীর্বাদ চাইবার দরকার নেই।"

মৃদুকণ্ঠে সুমতি কহিল, "না, তা নেই। প্রথম দিন থেকেই আমি সে আশীর্বাদ ক'রে এসেছি।"

রামদয়াল কহিলেন, "সব ত হ'ল, এখন নীরজা নার্সের দক্ষিণার কথাটা ভুলো না সুবোধ। তোমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে বিবিধ মনোবৃত্তির দ্বারা পীড়িত হয়ে সে মূক হয়ে গিয়েছে ব'লে মনে ক'রো না যে, সে তার পারিশ্রমিক চায় না।"

নিঃশব্দ নির্বাক অবনতমুখী সুনীতির প্রতি একবার চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া লজ্জিত ভাবে সুবোধ কহিল, "নীরজার যদি আপত্তি না থাকে দাদামশায়, তা হ'লে আপনি যে পারিশ্রমিক স্থির ক'রে দিয়েছেন তা দিতে আমার কোন আপত্তি নেই। আর আমি আপনার অবাধ্য নই।"

সুবোধের কথা শুনিয়া সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল।

সুনীতির নিকট উপস্থিত হইয়া রামদয়াল সযত্নে তাহার হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, "লেখা-পড়াজানা শহুরে মেয়েদের উপর যে কুসংস্কার ছিল, তা আজ হতে একেবারে লুপ্ত হ'ল সুনীতি। উঠে আয় ভাই, আর একবার ভাল ক'রে আশীর্বাদ করি।" বলিয়া সুনীতিকে তুলিয়া ধরিয়া বাম হস্তে তাহার মস্তক বেষ্টন করিয়া ধরিয়া দক্ষিণ হস্ত তাহার মস্তকের উপর ঘন ঘন বুলাইতে লাগিলেন। রামদয়ালের চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু ঝরিয়া সুনীতির মস্তকের উপর পড়িতে লাগিল এবং সুনীতির চক্ষু হইতে টপটপ করিয়া মুক্তার মত অশ্রুবিন্দু মাটিতে ঝরিতে লাগিল।

এই সকরুণ দৃশ্যে যুগপৎ রৌদ্রবর্ষার মত সকলের হর্ষোৎফুল্ল মুখে চক্ষু সজল হইয়া আসিল।

॥ সমাপ্ত ॥